১৯৬৯ সনের ৪ নং আইন

(৮ই মার্চ, ১৯৬৯)

কাস্টমস সম্পর্কিত আইন একীকৃত করণ এবং সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু কাস্টমস শুল্ক আরোপ ও আদায় সম্পর্কিত আইন একীকৃত ও সংশোধন করা এবং অন্যান্য সহযোগী বিষয়াবলীর বিধান করা সমীচীন ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "এজেন্ট" অর্থ ধারা ২০৭ এর অধীন লাইসেন্সকৃত কোন ব্যাক্তি, এবং শিপিং এজেন্ট, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, কার্গো এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট ও স্টিভডোর অথবা ধারা ২০৮ এর অধীন কার্যাবলী পরিচালনা করার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(কক) "আপীলাত ট্রাইবুনাল" অর্থ ধারা ১৯৬ এর অধীন গঠিত কাস্টমস এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইবুনাল ;

(খ) "যথোপযুক্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়ে এই আইন দ্বারা অথবা এই আইনের অধীন উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা;

(খখ) ''বাংলাদেশ কাস্টমস্ জলসীমা" অর্থ বাংলাদেশের যথোপযুক্ত উপকূলের তটরেখা হইতে পরিমাপকৃত বারো নটিকাল মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সমুদ্রের মধ্যে বিস্তৃত জলসীমা ;

(গ) “বিল অব এন্ট্রি” অর্থ ধারা ৭৯ এর অধীন দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি, এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত নির্দিষ্ট বিবরণ সম্বলিত বিল অব এন্ট্রিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) “বিল অব এক্সপোর্ট” অর্থ ধারা ১৩১ এর অধীন দাখিলকৃত বিল অব এক্সপোর্ট, এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত নির্দিষ্ট বিবরণ সম্বলিত বিল অব এক্সপোর্টও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ঙ) “বোর্ড” অর্থ ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের পি.ও.নং ৭৬) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(চ) “উপকূলীয় পণ্য” অর্থ বাংলাদেশের এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে কোন জাহাজযোগে পরিবহনকৃত পণ্য, কিন্তু ইহাতে কাস্টমস শুল্ক পরিশোধিত হয় নাই এমন আমদানিকৃত পণ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

(চচ) “কন্টেইনার” অর্থ কোন স্থায়ী আধার যাহা এক মিটার অথবা তাহার অধিক অভ্যন্তরীণ আয়তন বিশিষ্ট, যাহা পণ্য ধারণ করার জন্য সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পরিবেষ্টিত কামরা কাঠামোয় তৈরী এবং যাহা মধ্যবর্তী পুনঃবোঝাই না করিয়া এক অথবা একাধিক পরিবহন মাধ্যমে পরিবহন সুবিধার জন্য বিশেষভাবে নকশাকৃত, বিশেষ করিয়া যাহা এক পরিবহন মাধ্যম হইতে অন্য পরিবহন মাধ্যমে স্থানান্তরযোগ্য এবং বারে বারে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট মজবুত;

(চচচ) “নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ” অর্থ কোন কাস্টমস-বিমানবন্দর, কাস্টমস-বন্দর, কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো অথবা কাস্টমস-স্টেশন সংশ্লিষ্ট এলাকার মালিক অথবা উহার আইনী দখলদার অথবা উহাতে আইনী নিয়ন্ত্রণ আছে এমন কোন ব্যক্তি;

(ছ) “যানবাহন” অর্থ পণ্য অথবা যাত্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত যে কোন প্রকার যানবাহন, যথাঃ জাহাজ, উড়োজাহাজ, গাড়ি অথবা পশু ;

(জ) “কাস্টমস-বিমানবন্দর” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন কাস্টমস-বিমানবন্দর হিসাবে ঘোষিত কোন বিমানবন্দর;

(ঝ) “কাস্টমস এলাকা” অর্থ ধারা ১০ এর অধীন নির্ধারিত কাস্টমস-স্টেশনের সীমা, এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খালাস প্রদানের পূর্বে যে এলাকায় আমদানিকৃত অথবা রপ্তানির জন্য পণ্য সাধারণত রক্ষিত থাকে সেই এলাকাও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ঝঝ) ‘‘কাস্টমস্ কম্পিউটার সিস্টেম” অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাস্টমস্ কম্পিউটারাইজড্ এন্ট্রি প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি;

(ঝঝঝ) “কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন কাস্টমস অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো হিসাবে ঘোষিত কোন এলাকা ;

(ঞ) “কাস্টমস-বন্দর” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন পণ্য বোঝাই ও খালাস করার জন্য বন্দর হিসাবে ঘোষিত কোন এলাকা;

(ট) “কাস্টমস-স্টেশন” অর্থ কোন কাস্টমস-বন্দর, কাস্টমস-বিমানবন্দর অথবা কোন স্থল কাস্টমস-স্টেশন;

(টট) “রপ্তানি মেনিফেস্ট” অর্থ ধারা ৫৩ এর অধীন অর্পিত কোন রপ্তানি মেনিফেস্ট, এবং বোর্ড যেরূপ নির্ধারিত করে সেইরূপ ক্ষেত্রে, সেইরূপ পদ্ধতিতে এবং সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত রপ্তানি মেনিফেস্ট ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

(ঠ) “পণ্য” অর্থ সকল অস্থাবর পণ্য, এবং -

(অ) যানবাহন;

(আ) ভান্ডার সামগ্রী ও উপকরণ সামগ্রী;

(ই) ব্যাগেজ; এবং

(ঈ) মুদ্রা এবং বিনিময়যোগ্য দলিলপত্র; এবং

(উ) ইলেক্ট্রনিক তথ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(ঠঠ) ‘‘আমদানি মেনিফেস্ট” অর্থ ধারা ৪৩ অথবা ধারা ৪৪ এর অধীন অর্পিত কোন আমদানি মেনিফেস্ট, এবং বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ক্ষেত্রে, সেইরূপ আমদানি মেনিফেস্ট, এবং বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ক্ষেত্রে, সেইরূপ পদ্ধতিতে এবং সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত আমদানি মেনিফেস্ট ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(ড) “ল্যান্ড কাস্টমস-স্টেশন” অর্থ ধারা ৯ এর অধীন অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরসহ স্থল কাস্টমস-স্টেশন হিসাবে ঘোষিত কোন স্থান;

(ঢ) “মাস্টার” অর্থ, জাহাজ সম্পর্কে ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পাইলট অথবা হারবার মাস্টার ব্যতীত উক্ত জাহাজের উপর কর্তৃত বা দায়িত্ব আছে এমন কোন ব্যক্তি;

(ণ) “কাস্টমস কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা;

(তত) “ব্যক্তি” বলিতে কোন কোম্পানী, অংশীদারিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, সমিতি অথবা ব্যক্তি সংঘ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) “ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি” অর্থ-

(অ) জাহাজের ক্ষেত্রে, জাহাজের মাস্টার,

(আ) উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে, উড়োজাহাজের অধিনায়ক বা ভারপ্রাপ্ত পাইলট,

(ই) রেলওয়ে ট্রেনের ক্ষেত্রে, ট্রেনের কন্ডাক্টর, গার্ড বা মূখ্য পরিচালক হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তি,

(ঈ) অন্য যানবাহনের ক্ষেত্রে, যানবাহনের ড্রাইভার বা নিয়ন্ত্রণকারী অন্য কোন

(থথ) “প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী” অর্থ ধারা ২৫ক এর অধীন প্রি-শিপমেন্ট এজেন্সী হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং উক্ত ব্যক্তির কোন প্রতিনিধি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থথক) ‘‘নির্ধারিত” অর্থ বিধিমালা দ্বারা অথবা, ক্ষেত্রমত, আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;

(থথথ) “নিবন্ধিত ব্যবহারকারী”, কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের ক্ষেত্রে, অর্থ উক্ত সিস্টেম ব্যবহারকারী এবং যিনি এই আইনের উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত;

(দ) “বিধিমালা” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(ধ) “চোরাচালান করা” অর্থ আপাতত বলবৎ কোন নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ লংঘন করিয়া অথবা আরোপণীয় কাস্টমস-শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়া -

(অ) মাদক দ্রব্য, নেশাজাতীয় ঔষধ বা সাইকোট্রপিক বস্তু; অথবা

(আ) স্বর্ণ বুলিয়ন, রৌপ্য বুলিয়ন, প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম, রেডিয়াম, মহামূল্যবান পাথর, মুদ্রা, স্বর্ণ বা রৌপ্য বা প্লাটিনাম বা প্যালাডিয়াম বা মহামূল্য পাথরের তৈরী অলংকার অথবা প্রতিটি ক্ষেত্রে দশ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্য কোন পণ্য; অথবা

(ই) কোন জাহাজ, নৌযান বা উড়োজাহাজ বা অন্য কোন যানবাহনের কোন স্থানে বা কোন ব্যাগেজে বা কোন পণ্যের মধ্যে অথবা কোন ব্যক্তির দেহে যে কোন প্রকারে লুকানো কোন পণ্য; অথবা

(ঈ) ধারা ৯ অথবা ১০ এর অধীন ঘোষিত রুট ব্যতীত অন্য কোন রুটে কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে অন্য কোন পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনয়ন করা অথবা বাহিরে নেওয়া; এবং উক্ত পণ্য সমূহ উল্লেখিতভাবে আনয়ন করার অথবা বাহিরে নেওয়ার জন্য কোন প্রচেষ্টা, প্ররোচনা অথবা সমর্থন করা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং সকল সমজাতীয় শব্দ ও অভিব্যক্তি সমূহের ব্যাখ্যা তদ্‌নুসারে করা হইবে।

(ন) “স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন লাইসেন্সকৃত বেসরকারী ওয়্যারহাউস, যাহা ধারা ৯১ এর উপধারা (২) এর বিধান হইতে অব্যাহতির উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক একশত শতাংশ রপ্তানিকারক শিল্প হিসাবে নির্ধারিত;

(নন) “ওয়্যারহাউস“ অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিয়োগকৃত অথবা ধারা ১৩ এর অধীন লাইসেন্সকৃত কোন স্থান;

(প) “ওয়্যারহাউসিং স্টেশন” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হিসাবে ঘোষিত কোন স্থান;

(ফ) “জেটি” অর্থ ধারা ১০ এর দফা (খ) এর অধীন কাস্টমস-বন্দরে পণ্য অথবা কোন পণ্য শ্রেণী বোঝাই এবং খালাস করার জন্য অনুমোদিত কোন স্থান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের নিয়োগ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত যে কোন এলাকা ভিত্তিক অথবা কৃত্য ভিত্তিক যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে -

(ক) চীফ কমিশনার অব কাস্টমস

(কক) কমিশনার অব কাস্টমস;

(খ) কমিশনার অব কাস্টমস (আপীল);

(গ) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড);

(ঘ) কমিশনার অব কাস্টমস (মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ অডিট);

(ঙ) মহা পরিচালক (কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত);

(চ) মহা পরিচালক (পরিদর্শন);

(ছ) মহা পরিচালক (শুল্ক অব্যাহতি ও প্রত্যর্পণ);

(জ) মহা পরিচালক (প্রশিক্ষণ);

(জজ) মহা পরিচালক, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল;

(ঝ) অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমস অথবা পরিচালক;

(ঞ) যুগ্ম কমিশনার অব কাস্টমস অথবা যুগ্ম পরিচালক;

(ট) উপ কমিশনার অব কাস্টমস অথবা উপ পরিচালক;

(ঠ) সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস অথবা সহকারী পরিচালক;

(ঠঠ) রাজস্ব কর্মকর্তা;

(ঢ) অন্য যে কোন পদবীর কাস্টমস কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

৪। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা এবং কর্তব্য।- ধারা ৩ এর অধীন নিযুক্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা এই আইনের দ্বারা অথবা অধীনে তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা তাহার উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করিবেন; এবং তিনি তাহার অধস্তন যে কোন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাহার উপর অর্পিত অথবা আরোপিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনে অথবা তদধীনে প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালনের উপর উহা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ পরিসীমা নির্ধারণ এবং শর্ত আরোপ করিতে পারিবে।

৫। ক্ষমতা অর্পণ।- বোর্ড, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত পরিসীমা এবং শর্তাবলী, যদি থাকে, সাপেক্ষে নাম এবং পদবী উল্লেখপূর্বক যে কোন অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমসকে ধারা ৩ এর দফা (ক), (গ) এবং (ঘ) এ উল্লেখিত কমিশনার অব কাস্টমস এর যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের;

(ক) যে কোন যুগ্ম কমিশনার অব কাস্টমসকে ধারা ৩ এর দফা (ক), (গ) এবং (ঘ) এ উল্লেখিত অতিরিক্ত কমিশনার অথবা কমিশনার অব কাস্টমস এর ক্ষমতা প্রয়োগের;

(খ) যে কোন উপ কমিশনার অব কাস্টমসকে যুগ্ম কমিশনার বা অতিরিক্ত কমিশনারের যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের;

(গ) যে কোন সহকারী কমিশনার অব কাস্টমসকে উপ কমিশনার অব কাস্টমসের যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের;

(ঘ) অন্য যে কোন কাস্টমস কর্মকর্তাকে সহকারী কমিশনার অব কাস্টমসের যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের;

কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৬। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব কতিপয় অন্য কর্মকর্তাগণের উপর অর্পণ।- বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শর্ত সাপেক্ষে অথবা বিনা শর্তে, এই আইনের অধীন কোন কাস্টমস কর্মকর্তার যে কোন দায়িত্ব অন্য কোন সরকারী কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

৭। কাস্টমস কর্মকর্তাগণকে সহায়তা ।- সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের,

নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের , স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের, বিধিবদ্ধ সংস্থা সমূহের, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং অসরকারী সংস্থাসমূহের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী কাস্টমস কর্মকর্তাগণকে এই আইনের অধীন সকল দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।

৮। জুরি অথবা ময়না তদন্ত অথবা এ্যাসেসর হিসাবে কাজ করার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি।- অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ডের কোন কর্মকর্তাকে বা কমিশনার অব কাস্টমস্‌কে বা কাস্টমসের অন্য কোন কর্মকর্তা, যাহাকে বোর্ড অথবা কমিশনার অব কাস্টমস সরকারী কর্তব্যের কারণে অব্যাহতি প্রদান করা প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিবেন, তাহাকে কোন ময়না তদন্তের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

বন্দর, বিমান বন্দর, স্থল কাস্টমস স্টেশন, ইত্যাদি ঘোষণা

৯। কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমান বন্দর, ইত্যাদি ঘোষণা।- বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে -

(ক) যে সকল বন্দর এবং বিমানবন্দরে আমদানিকৃত পণ্য নামানো হয় এবং রপ্তানি পণ্য বা পণ্যশ্রেণী বোঝাই করা হয় কেবলমাত্র সেই সকল স্থান কাস্টমস-বন্দর এবং কাস্টমস-বিমানবন্দর হইবে;

(খ) যে সকল স্থানে স্থলপথে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে আমদানিকৃত বা রপ্তানি করা হইবে এইরূপ পণ্য বা পণ্যশ্রেণী খালাস প্রদান করা হয় কেবলমাত্র সেই সকল স্থান স্থল কাস্টমস-স্টেশন অথবা কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো হইবে;

(গ) সেই সকল রুট কেবলমাত্র যে রুটের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত কোন পণ্য বা পণ্যশ্রেণী স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থল কাস্টমস-স্টেশনে অথবা স্টেশন হইতে অথবা কোন স্থল সীমান্তে অথবা সীমান্ত হইতে গমনাগমন করিতে পারিবে;

(ঘ) সেই সকল বন্দর যাহা কেবলমাত্র বাংলাদেশের কোন নির্ধারিত কাস্টমস-বন্দরের সহিত উপকূলীয় বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বন্দর হইবে; এবং

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্যে যাহা কাস্টম-হাউস হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহার সীমানা।

১০। **অবতরণ স্থান সমূহ অনুমোদন এবং কাস্টমস স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ করার ক্ষমতা।-** বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা -

(ক) কোন কাস্টমস-স্টেশনের সীমানা নির্ধারণ করিতে পারিবে ; এবং

(খ) কোন কাস্টমস-স্টেশনে পণ্য বা পণ্যশ্রেণী বোঝাই এবং অবতরণের জন্য যথাযথ স্থান অনুমোদন করিতে পারিবে।

১১। ওয়্যারহাউস স্টেশন ঘোষণা করার ক্ষমতা।- বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে সকল স্থানে কেবলমাত্র সরকারী ওয়্যারহাউস নিয়োগ করা যায় এবং বেসরকারী ওয়্যারহাউসকে লাইসেন্স প্রদান করা যায় সেই সকল স্থানকে ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

১২। সরকারী ওয়্যারহাউস নিয়োগের ক্ষমতা।- কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস, সময়ে সময়ে, যে কোন ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে সরকারী ওয়্যারহাউস নিয়োগ করিতে পারিবে, যেখানে শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য কাস্টমস-শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে জমা রাখা যাইবে।

১৩। বেসরকারী ওয়্যারহাউসের লাইসেন্স প্রদান।- (১) উপধারা (২) সাপেক্ষে, কোন ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস বেসরকারী ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবেন, যেখানে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বা তাহার পক্ষে আমদানিকৃত শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য অথবা সরকারী ওয়্যারহাউসে জমা রাখার সুবিধা লভ্য নয় আমদানিকৃত এইরূপ অন্য আমদানিকৃত কোন পণ্য জমা রাখা যাইবে।

(২) বোর্ড, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা -

(ক) বেসরকারী ওয়্যারহাউসের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করার উপর;

(খ) ওয়্যারহাউসকৃত হইবে এমন পণ্যের উপর; এবং

(গ) ওয়্যারহাউসের আমদানি স্বত্বের উপর

- শর্তাবলী অথবা নিয়ন্ত্রণসমূহ আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস সাময়িকভাবে বাতিল অথবা বাতিল করিতে পারিবেন -

(ক) যদি লাইসেন্সধারী এই আইনের অথবা তদধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করেন বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ করেন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে গণস্বার্থে কোন লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল অথবা বাতিল করা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই ক্ষেত্রে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারীকে এক মাসের কারণ দর্শানো নোটিশ এবং যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

১৪। কাস্টমস কর্মকর্তাগণের আরোহণ ও অবতরণের জন্য স্টেশন।- কমিশনার অব কাস্টমস সময়ে সময়ে কাস্টমস বন্দরে বা উহার নিকটবর্তী স্থানে স্টেশন অথবা সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যেখানে অথবা যে সীমার মধ্যে উক্ত বন্দরে আগমনকারী অথবা বন্দর হইতে বর্হিগমনকারী জাহাজকে কাস্টমস কর্মকর্তাগণের আরোহণ বা অবতরণের জন্য আনিতে হইবে, এবং পোর্টস এ্যাক্ট, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৫ নং আইন) এর বিধানে যদি কোন ভিন্ন ব্যবস্থা না করা

হইয়া থাকে তাহা হইলে পাইলট কর্তৃক বন্দরে আনীত হয় নাই এমন জাহাজ বন্দরের কোন নির্দিষ্ট স্থানে নোঙর করিবে অথবা ভিড়াইবে তাহার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

আমদানি এবং রপ্তানির নিষিদ্ধকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ

১৫। নিষিদ্ধকরণ।- নিম্নবর্ণিত দফাসমূহে উল্লেখিত কোন পণ্য বিমান অথবা স্থল অথবা সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আনয়ন করা যাইবে না ঃ

(ক) নকল মুদ্রা;

(খ) জাল বা নকল মুদ্রা নোট এবং অন্য কোন নকল দ্রব্য;

(গ) কোন অশ্লীল পুস্তক, পুস্তিকা, কাগজ, অংকন, চিত্রকর্ম, উপস্থাপনা, প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র অথবা বস্তু, ভিডিও অথবা অডিও রেকর্ডিং, সিডি অথবা অন্য কোন মাধ্যমে রেকর্ডিং;

(ঘ) দন্ড বিধি, ১৮০৬ (১৮০৬ সনের ৪৫ নং আইন) এর সংজ্ঞার আওতাধীন নকল ট্রেড মার্ক প্রযোজ্য পণ্য অথবা পণ্য অথবা ট্রেড মার্ক প্রযোজ্য পণ্য অথবা ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর সংজ্ঞার আওতাধীন মিথ্যা বানিজ্যিক বর্ণনা প্রয়োগযোগ্য পণ্য;

(ঙ) বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুত অথবা উৎপাদিত পণ্য যাহাতে বাংলাদেশের কোন প্রস্তুতকারক, ডিলার বা ব্যবসায়ীর আসল অথবা দাবীকৃত নাম অথবা ট্রেড মার্ক ব্যবহার করা হইয়াছে, যদি না -

(অ) ঐ পণ্য যে বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে প্রস্তুত বা উৎপাদিত সে সম্পর্কে উক্ত নাম বা ট্রেড মার্ক ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সূচক থাকে; এবং

(আ) যে দেশে উক্ত স্থান অবস্থিত উহার নাম অথবা ট্রেড মার্কের যে কোন অক্ষরের মত বড় অক্ষরে এবং স্পষ্টভাবে এবং যে ভাষায় এবং বর্ণমালায় নাম এবং ট্রেড মার্ক লেখা হইয়াছে সেই ভাবে উক্ত সূচকে দেখানো হয়;

(চ) বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুত খন্ড পণ্যসমূহ (যাহা সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য অথবা খন্ড হিসাবে বিক্রয় করা হয়), যদি না বাংলাদেশে আপাতত প্রযোজ্য প্রমিত মিটারে বা অন্য কোন পরিমাপে উহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য আরবী সংখ্যায় প্রতিটি খন্ডে সুস্পষ্টভাবে স্ট্যাম্পযুক্ত থাকে;

(ছ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহিরে প্রস্তুতকৃত বা উৎপাদিত পণ্য এবং উক্ত পণ্যের শ্রেণীভুক্ত কোন পণ্য এবং উক্ত পণ্যের শ্রেণীভুক্ত কোন পণ্য যাহার ক্ষেত্রে প্যাটেন্ট এবং ডিজাইন আইন, ১৯১১ (১৯১১ সনের ২ নং আইন) এর অধীন প্রয়োগযোগ্য কোন কপিরাইট বিদ্যমান এবং এইরূপ ডিজাইনের কোন প্রতারণাপূর্ণ অথবা দৃশ্যমান

অনুকরণ, যদি না এইরূপ ডিজাইনের প্রয়োগ ডিজাইনটির নিবন্ধিত সত্বাধিকারীর লাইসেন্স অথবা লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে করা হইয়া থাকে, এবং

(জ) বাংলাদেশ ভুখন্ডের অভ্যন্তরে বাণিজ্যিকভাবে বিক্রয় অথবা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহিরে উৎপাদি কোন পণ্য অথবা সামগ্রী, যাহাতে কপি রাইট আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৮ নং আইন) লংঘিত হয় অথবা কোন ইনটিগ্রেটেড সার্কিটের নক্সাকৃত ডিজাইন লংঘিত হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্ত, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ আরোপ সাপেক্ষে, যে কোন শ্রেণীর পণ্যকে দফা (ঘ), (ঙ), (চ), (ছ) এবং (জ) এর বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। **পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ।-** সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার পণ্য বিমান, সমুদ্র অথবা স্থলপথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনা অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নেওয়া নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৭। ধারা ১৫ অথবা ধারা ১৬ লংঘনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্য আটক ও বাজেয়াপ্তকরণ।- যে ক্ষেত্রে ধারা ১৫ এর বিধান অথবা ধারা ১৬ এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপন লংঘন করিয়া কোন পণ্য বাংলাদেশে আমদানি অথবা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানির প্রচেষ্টা করা হয় সেই ক্ষেত্রে এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন অপরাধী যে দন্ডে দন্ডযোগ্য হইবেন তাহা ক্ষুন্ন না করিয়া উক্ত পণ্য আটকযোগ্য এবং বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং যে ভাবে নির্ধারিত হয় সেই পদ্ধতিতে উহার বিলি ব্যবস্থা করা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কাস্টমস-শুল্ক আরোপ, কাস্টমস-শুল্ক হইতে অব্যাহতি এবং কাস্টমস-শুল্ক প্রত্যর্পণ

১৮। শুল্কযোগ্য পণ্য । (১) অতঃপর ব্যবস্থিত বিধান ব্যতীত, প্রথম তফসিলে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন যেরূপ নির্ধারিত রহিয়াছে সেইরূপ হারে নিম্নবর্ণিত পণ্য সমূহের উপর কাস্টমস-শুল্ক ধার্য করা হইবে-

(ক) বাংলাদেশে আমদানিকৃত অথবা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ;

(খ) কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে যে কোন কাস্টমস-স্টেশনে আনীত পণ্য, এবং সেখানে শুল্ক পরিশোধ না করিয়া, ট্রানশিপ অথবা পরিবহন করিয়া অথবা অতঃপর বহন করিয়া যাহা অন্য কোন কাস্টমস-স্টেশনে আমদানি করা হয় ; এবং

(গ) এক কাস্টমস্ স্টেশন হইতে অন্য কাস্টমস-স্টেশনে বন্ডের অধীন আনীত পণ্য ঃ

তবে শর্ত থাকে যে এই আইনের অধীন কোন কাস্টমস-শুল্ক অথবা আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপণীয় অন্য কোন কর আরোপ ও আদায় করা হইবে না, যদি -

(ক) কোন একটি চালানের পণ্যের মূল্য এক হাজার টাকার অধিক না হয় ; এবং

(খ) শুল্ক এবং করের মোট পরিমাণ এক হাজার টাকার অধিক না হয়।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ সমীচীন মনে করে সেইরূপ শর্ত, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ আরোপ সাপেক্ষে, প্রথম তফসিলে বিনির্দিষ্ট সকল অথবা কোন পণ্যের উপর উক্ত তফসিলে নির্ধারিত কাস্টমস শুল্কের সর্বোচ্চ হারের অধিক নয় এমন হারে রেগুলেটরী শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন পণ্যের উপর রেগুলেটরী শুল্কের হার উক্ত পণ্যের উপর উল্লিখিত তফসিলে নির্ধারিত আরোপযোগ্য কাস্টমস-শুল্ক হারের অধিক হইতে পারিবে, তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত রেগুলেটরী শুল্ক ঐ তফসিলের সর্বোচ্চ কাস্টমস- শুল্ক হারের অধিক হইবে না

(৩) উপধারা (২) এর অধীন আরোপিত রেগুলেটরী শুল্ক উপধারা (১) অথবা আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৪) উপধারা (২) এর অধীন জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন পূর্বে রহিত করা না হইলে যে অর্থ বৎসরে উহা জারী করা হইয়াছে সেই অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর উহা রহিত হইয়া যাইবে।

১৮ক। কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ।- (১) যদি কোন দেশ অথবা এলাকা কোন পণ্যের প্রস্তুতকরণ অথবা উৎপাদনে অথবা সেখান হইতে রপ্তানিতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উক্ত পণ্য পরিবহনে ভর্তুকিসহ কোন ভর্তুকি প্রদান করে, তাহা হইলে, উক্ত পণ্য যে দেশে প্রস্তুত, উৎপাদিত অথবা ভিন্নভাবে প্রাপ্ত সেই দেশ হইতে সরাসরি আমদানি করা হউক না কেন এবং উহা প্রস্তুতকৃত অথবা উৎপাদিত দেশ হইতে রপ্তানির সময়ে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় অথবা প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন দ্বারা অথবা ভিন্নভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় আমদানি করা হউক না কেন, উক্ত পণ্য আমদানিতে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার উপর উক্ত ভর্তুকির অনধিক পরিমাণ কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভর্তুকি বিদ্যমান আছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি-

(ক) রপ্তানিকারক বা উৎপাদক দেশের অভ্যন্তরে সরকার অথবা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা থাকে, যেখানে -

(অ) সরকারের প্রচলিত নিয়মে কোন অনুদান, ঋণ এবং অংশীদারী মূলধন প্রবাহসহ সরাসরি তহবিল হস্তান্তর অথবা তহবিল বা দায় বা উভয়ের প্রচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট থাকে ;

(আ) রাজস্ব অনুপ্রেরণাসহ সরকারী ন্যায্য প্রাপ্য রাজস্ব মওকুফ করা অথবা আদায় না করা হয় ;

(ই) সাধারণ অবকাঠামো সুবিধা প্রদান ব্যতীত সরকার পণ্য বা সেবা প্রদান করে অথবা পণ্য ক্রয় করে ;

(ঈ) দফা (অ) (আ) বা (ই) এ বর্ণিত এক বা একাধিক ধরণের কার্যক্রম, যাহা সাধারণত সরকারের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহা পরিচালনার জন্য সরকার কোন বেসরকারী সংস্থার তহবিলে অর্থ প্রদান করে, ইহার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে অথবা ইহাকে নির্দেশ প্রদান করে এবং ইহার প্রচলিত পদ্ধতি প্রকৃত অর্থে সরকার কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি হইতে পৃথক না হয়; অথবা

(খ) সরকার যে কোন ধরণের আয় অথবা মূল্য সহায়তা মঞ্জুর করে বা বহাল রাখে, যাহা ঐ দেশ হইতে রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হয় অথবা যাহাতে ঐ দেশে কোন পণ্যের আমদানি হ্রাস পায়, এবং ইহার ফলে একটি সুবিধা অর্পিত হয়।

(২) ভর্তুকির পরিমাণ নির্ধারণ স্থগিত রাখিয়া সরকার এই ধারার বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত ভর্তুকির অধিক নয় এমন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এই উপধারার অধীনে আরোপ করিতে পারিবে, এবং যদি উক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক পরবর্তীকালে নির্ধারিত ভর্তুকির পরিমাণ হইতে অধিক হয় তাহা হইলে সরকার -

(ক) উক্ত নির্ধারণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া এবং উক্ত নির্ধারণের পরে যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক হ্রাস করিবে; এবং

(খ) এইরূপ হ্রাস করার ফলে আদায়কৃত অতিরিক্ত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক ফেরত প্রদান করিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধিমালা প্রণয়ন সাপেক্ষে, উপধারা (১) অথবা উপধারা(২)এর অধীন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপিত হইবে না, যদি না ইহা নিরূপিত হয় যে -

(ক) ভর্তুকি রপ্তানি কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত ; অথবা

(খ) ভর্তুকি রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে আমদানিকৃত কাঁচামালের উপর স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার সম্পর্কিত ; অথবা

(গ) পণ্য প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন অথবা রপ্তানিতে নিয়োজিত কতিপয় সীমিত সংখ্যক ব্যক্তিকে ভর্তুকি প্রদান করা হইয়াছে, যদি না উক্ত ভর্তুকি -

(অ) প্রস্তুতকরণ, উৎপাদন অথবা রপ্তানিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অথবা তাহাদের পক্ষে পরিচালিত গবেষণা কার্যের জন্য; অথবা

(আ) রপ্তানীকারক দেশের অভ্যন্তরে কোন অনুন্নত এলাকার সহায়তার জন্য; অথবা

(ই) নূতন পরিবেশগত আবশ্যকতার সহিত বিদ্যমান সুবিধাদির অভিযোজন উন্নয়নকল্পে সহায়তার জন্য

- প্রদান করা হয়।

(৪) যে ক্ষেত্রে সরকার অভিমত পোষণ করে যে, ভর্তুকি সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ আমদানির ফলে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি হইয়াছে, যাহা পূরণ করা কঠিন এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত স্বার্থহানির পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য ভুতাপেক্ষভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপধারা (২) এর অধীন কাইন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী কোন তারিখ হইতে ভুতাপেক্ষভাবে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে; তবে তাহা উক্ত উপধারার অধীন প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের পূর্বে হইবে না এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত শুল্ক এই উপধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত তারিখ হইতে প্রদেয় হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন আরোপযোগ্য কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত অন্য কোন শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৬) ইতিপূর্বে প্রত্যাহৃত না হইলে এই ধারার অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক উহা আরোপের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পুনরীক্ষণ করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে উক্ত সমাপ্তির ফলে ভর্তুকি কার্যক্রম এবং স্বার্থহানি অব্যাহত থাকিতে অথবা উহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সময়ে সময়ে, এই শুল্ক আরোপের মেয়াদ অতিরিক্ত পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য বর্ধিত করিতে পারে এবং এইরূপ বর্ধিত অতিরিক্ত মেয়াদ বর্ধিতকরণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উল্লিখিত পাঁচ বৎসর সময়ের মেয়াদ সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হওয়া কোন পুনরীক্ষণ কার্যক্রম উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত না হয়, তাহা হইলে, পুনরীক্ষণের ফলাফল সাপেক্ষে, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক অনধিক এক বৎসর অতিরিক্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৭) সরকার, সময়ে সময়ে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর উপধারা (১) অথবা উপধারা (২) এ উল্লেখিত ভর্তুকির পরিমাণ সরকার কর্তৃক নির্ণীত এবং নির্ধারিত হইবে এবং সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,

এইরূপ পণ্য শনাক্তকরণের জন্য এবং উহাদের আমদানির পর এই ধারার অধীন আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক নিরূপণ এবং আদায় করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৮) এই ধারার অধীন কাইন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপের কোন কার্যধারা আরম্ভ করা যাইবে না, যদি না কোন স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষ হইতে পেশকৃত লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে কোন নির্দিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভর্তুকির কারণে সৃষ্ট স্বার্থহানির দৃশ্যমাণ প্রমাণ রহিয়াছে।

১৮খ। এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ।- (১) যদি কোন দেশ অথবা এলাকা (অতঃপর এই ধারায় রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকা হিসাবে উল্লেখিত) হইতে কোন পণ্য উহার স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হয় তাহা হইলে উক্ত পণ্য আমদানিতে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে ডাম্পিং মার্জিনের অনধিক পরিমাণ এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা - এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, -

(ক) কোন পণ্যের ক্ষেত্রে "ডাম্পিং এর ব্যবধান" অর্থ উহার রপ্তানি মূল্য এবং স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ;

(ক) কোন পণ্যের ক্ষেত্রে "রপ্তানি মূল্য" অর্থ রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকা হইতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য অথবা যেখানে কোন রপ্তানি মূল্য নাই অথবা রপ্তানিকারক এবং আমদানিকারক অথবা কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যে সম্পৃক্ততা অথবা কোন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার কারণে যখন রপ্তানিমূল্য অবিশ্বাসযোগ্য হয় তখন যে মূল্যে আমদানিকৃত পণ্য কোন নিরপেক্ষ ক্রেতার নিকট প্রথম পুনঃবিক্রয় হয় সেই মূল্যের ভিত্তিতে অথবা আমদানিকৃত অবস্থায় পুনঃবিক্রয় না হইলে উপবিধি (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে যেইরূপ নির্ধারণ করা যায় সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে রপ্তানি মূল্য নির্ণয় করা যাইবে;

(গ) কোন পণ্যের ক্ষেত্রে "স্বাভাবিক মূল্য" অর্থ-

(অ) উপধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে রপ্তানিকারক দেশে অথবা এলাকায় ভোগের জন্য সমজাতীয় পণ্যের সাধারণ ব্যবসা প্রক্রিয়ায় নিরূপিত তুলনীয় মূল্য; অথবা

(আ) রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকার স্থানীয় বাজারে যখন স্বাভাবিক ব্যবসা প্রক্রিয়ায় সমজাতীয় পণ্যের কোন বিক্রয়মূল্য থাকে না, অথবা যখন বিশেষ বাজার পরিস্থিতির কারণে অথবা রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকার স্থানীয় বাজারে স্বল্প পরিমাণ বিক্রয়ের কারণে উক্ত বিক্রয় কোন যথাযথ তুলনা অনুমাদন করে না তখন স্বাভাবিক মূল্য হইবে-

(ক) রপ্তানিকারক দেশ অথবা এলাকা অথবা কোন যথোপযুক্ত তৃতীয় দেশ হইতে রপ্তানিকৃত সমজাতীয় পণ্যের উপধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নিরূপিত তুলনীয় প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্য ; অথবা

(খ) উপধারা (৬) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নির্ধারিত উৎস দেশে প্রশাসনিক, বিক্রয় ও সাধারণ ব্যয় এবং মুনাফা বাবদ যুক্তিসঙ্গত সংযোজনসহ উক্ত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উৎস দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ হইতে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এবং যেই

ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের মাধ্যমে পণ্য শুধুমাত্র স্থানান্তরিত হয় অথবা এইরূপ পণ্য রপ্তানিকারক দেশে উৎপাদিত না হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎস দেশের মূল্যের ভিত্তিতে পণ্যের স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারিত হইবে।

(২) কোন পণ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং এর মার্জিন নির্ধারণ স্থগিত রাখিয়া সরকার এই ধারার বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত উক্ত মূল্য এবং ব্যবধানের ভিত্তিতে এইরূপ পণ্য বাংলাদেশে আমদানির উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে এবং যদি উক্ত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক পরবর্তীকালে নির্ধারিত ব্যবধান হইতে অধিক হয় তাহা হইলে সরকার -

(ক) উক্ত নির্ধারণের বিষয় বিবেচনায় রাখিয়া এবং উক্ত নির্ধারণের পর যথাশীঘ্র সম্ভব এই প্রকার এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক হ্রাস করিবে; এবং

(খ) এই হ্রাস করার ফলে আদায়কৃত অতিরিক্ত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক ফেরত প্রদান করিবে।

(৩) যদি সরকার তদন্তাধীন ডাম্পকৃত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে এই অভিমত পোষণ করে যে-

(অ) ডাম্পিং এর একটি ইতিহাস রহিয়াছে, যাহা স্বার্থহানি ঘটাইয়াছে অথবা আমদানিকারক সচেতন ছিল বা তাহার সচেতন থাকা উচিৎ ছিল যে রপ্তানিকারক ডাম্পিং চর্চা করে এবং এইরূপ ডাম্পিং স্বার্থহানি ঘটায়; এবং

(আ) তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ডাম্পিং পণ্য আমদানির ফলে স্বার্থহানি ঘটিয়াছে, যাহা সময় নির্বাচন, ডাম্পকৃত পণ্য আমাদনির পরিমাণ এবং অন এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আরোপযোগ্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্কের প্রতিকারমূলক প্রভাব গুরুতরভাবে দুর্বল করিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপধারা (২) এর অধীন এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের পূর্ববর্তী কোন তারিখ হইতে ভুতাপেক্ষাভাবে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে; তবে তাহা উক্ত উপধারার অধীন প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে নব্বই দিনের পূর্বে হইবে না এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত শুল্ক এই উপধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত তারিখ হইতে বলবৎ হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপযোগ্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত অন্য কোন শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৫) ইতোপূর্বে প্রত্যাহৃত না হইলে এই ধারার অধীন আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক উহা আরোপের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার পুনরীক্ষণ করিয়া যদি এই অভিমত পোষণ করে যে উক্ত শুল্ক সমাপ্তির ফলে ডাম্পিং এবং স্বার্থহানি অব্যাহত থাকিতে অথবা উহাদের পুনারাবৃত্তি ঘটিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সময়ে সময়ে, এই শুল্ক আরোপের মেয়াদ অতিরিক্ত পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য বর্ধিত করিতে পারে এবং এইরূপ বর্ধিত অতিরিক্ত মেয়াদ বর্ধিতকরণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উল্লেখিত পাঁচ বৎসর সময়ের মেয়াদ সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আরম্ভ হওয়া কোন পুনরীক্ষণ কার্যক্রম উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে চুড়ান্ত করা না হয়, তাহা হইলে, পুনরীক্ষণের ফলাফল সাপেক্ষে, এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক অনধিক এক বৎসর অতিরিক্ত সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

(৬) সরকার, সময়ে সময়ে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ তদন্তের পর উপধারা (১) অথবা উপধারা (২) এ উল্লেখিত ডাম্পিং এর ব্যবধান সরকার কর্তৃক নির্ণীত এবং নির্ধারিত হইবে এবং সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার উদ্দেশ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং পূর্ববর্তী সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিমালা এই ধারার অধীন এন্টি-ডাম্পিং শুল্কারোপযোগ্য পণ্য কোন উপায়ে শনাক্ত করা যায় এবং উক্ত পণ্য সম্পর্কিত রপ্তানি মূল্য, স্বাভাবিক মূল্য এবং ডাম্পিং এর ব্যবধান কি ভাবে নির্ধারণ করা যায় এবং উক্ত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক নিরূপণ এবং আদায়ের বিধান করিতে পারিবে।

(৭) এই ধারার অধীন এন্টি- ডাম্পিং শুল্ক আরোপের কোন কার্যধারা আরম্ভ করা যাইবে না, যদি না কোন স্থানীয় শিল্প কর্তৃক অথবা উহার পক্ষ হইতে পেশকৃত লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন সরকারকে অবহিত করে যে কোন নির্দিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যের ডাম্পিং এর কারণে সৃষ্ট স্বার্থহানির দৃশ্যমাণ প্রমাণ রহিয়াছে।

১৮গ। কতিপয় ক্ষেত্রে ধারা ১৮ক অথবা ধারা ১৮খ এর অধীন শুল্ক আরোপণীয় নয়।- (১) ধারা ১৮-ক অথবা ধারা ১৮-খ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) ডাম্পিং এবং রপ্তানি ভর্তুকির একই পরিস্থিতির ক্ষতিপূরণের জন্য কোন পণ্য কাউন্টারভেইলিং এবং এন্টি- ডাম্পিং উভয় শুল্কের আওতাধীন করা যাইবে না।

(খ) সরকার -

(অ) উৎস দেশে ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য সমজাতীয় পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক অথবা কর অব্যাহতির কারণে অথবা রপ্তানির কারণে অথবা উক্ত শুল্ক অথবা কর ফেরত প্রদানের কারণে ধারা ১৮ক অথবা ধারা ১৮খ এর অধীন কোন কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক অথবা এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক ;

(আ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কোন সদস্য দেশ হইতে অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহিত সর্বোচ্চ সুবিধা প্রাপ্ত জাতি হিসাবে চুক্তিভুক্ত কোন দেশ (অতঃপর "নির্দিষ্ট দেশ" হিসাবে উল্লেখিত) হইতে কোন পণ্য আমদানিতে, উপধারা (২) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ ব্যতীত, যদি নির্ধারণ করা হইয়া থাকে যে উক্ত পণ্যের বাংলাদেশে আমদানি বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠিত শিল্পের স্বার্থহানি ঘটায় অথবা বস্তুগতভাবে স্বার্থহানির হুমকি হইয়া দাঁড়ায় অথবা বাংলাদেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্থ করে তাহা হইলে উপরি উক্ত প্রতিটি ধারার উপধারা (১) এর অধীন কোন কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক অথবা এন্টি- ডাম্পিং শুল্ক ; এবং কোন নির্দিষ্ট দেশ হইতে বাংলাদেশে কোন পণ্য আমদানিতে, উপধারা (২) এর অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ ব্যতীত, যদি ভর্তুকি অথবা ডাম্পিং এবং উহার পরিণতিতে স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানির প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে; এবং অধিকতর নির্ধারণ করা হইয়া থাকে যে তদন্তকালীন সময়ে উক্তরূপ প্রত্যেক ধারার উপধারা (২) এর অধীন কোন কাউন্টার ভেইলিং শুল্ক অথবা এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক

- আরোপ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাংলাদেশে রপ্তানিকারক কোন তৃতীয় দেশের স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকি রোধের উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের উপর কাউন্টারভেইলিং শুল্ক অথবা এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক

আরোপ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে দফা (খ) এর উপদফা (আ) এবং (ই) এ অন্তর্ভুক্ত বিধানের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(গ) সরকার -

(অ) কোন সময়ে রপ্তানিকারক দেশের অথবা এলাকার সরকারের নিকট হইতে ভর্তুকি বিলুপ্ত অথবা সীমিতকরার অথবা উহার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের সম্মতি সম্বলিত সন্তোষজনক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইলে অথবা রপ্তানিকারক পণ্যের মূল্য পুণঃনির্ধারণে সম্মত হইলে এবং ইহার ফলে ভর্তুকির ক্ষতিকর প্রভাব বিলুপ্ত হওয়ার বিষয়ে সরকার সন্তুষ্ট হইলে ধারা ১৮- ক এর অধীন কোন কাউন্টারভেইলিং শুল্ক;

(আ) কোন সময়ে রপ্তানিকারকের নিকট হইতে মূল্য পুণঃনির্ধারণের অথবা ডাম্পকৃত মূল্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রপ্তানি বন্ধ করার সন্তোষজনক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইলে এবং সরকার যদি সন্তষ্ট হয় যে এই ব্যবস্থার ফলে ডাম্পিং এর ক্ষতিকর প্রভাব তিরোহিত হইবে তাহা হইলে ধারা ১৮-খ এর অধীন এন্টি -ডাম্পিং শুল্ক

- আরোপ করিবে না ।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং উপরোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, এই ধারার উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতিতে তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে, উক্ত তদন্তে যে সকল উপাদান বিবেচনায় আনা হইবে সেই সব বিষয়ে এবং উক্ত তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে উক্ত বিধিমালায় বিধান করা যাইবে।

১৮ঘ। কাউন্টারভেইলিং অথবা এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপের বিরুদ্ধে আপীল।- (১) কোন পণ্য আমদানির সাথে সম্পর্কিত কোন ভর্তুকি অথবা ডাম্পিং এর অস্তিত্ব, মাত্রা এবং প্রভাব এর বিষয়ে নির্ধারণী আদেশ বা উহার পুনরীক্ষণের বিরুদ্ধে ধারা ১৯৬ এর অধীন গঠিত কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করা যাইবে।

(২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আপীল আপীলাধীন আদেশের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীলকারী পর্যাপ্ত কারণে সময়মত আপীল দায়েরে বাধাগ্রস্ত হইয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে আপীলাত ট্রাইবুনাল উপরোক্ত নব্বই দিন সময় সমাপ্তির পরে আপীল গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) আপীলের পক্ষ সমূহকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আপীলাত ট্রাইবুনাল যে আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া বা বাতিল করিয়া ইহার বিবেচনায় সঙ্গত যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক উক্ত আপীল সমূহ শুনানীর জন্য গঠিত একটি বিশেষ বেঞ্চে উপধারা (১) এর অধীন প্রত্যেক আপীলের শুনানী হইবে এবং বেঞ্চ প্রেসিডেন্ট ও অন্যূন দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং উহাতে একজন টেকনিকাল এবং একজন জুডিশিয়াল সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৮ঙ। সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ।- (১) সরকার যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করে সেইরূপ তদন্ত অনুষ্ঠান করিয়া যদি সন্তুষ্ট হয় যে, কোন পণ্য বাংলাদেশে এমন বর্ধিত পরিমাণে এবং এমন শর্তে আমদানি করা হইতেছে যাহাতে স্থানীয় শিল্পের গুরূতর স্বার্থহানি ঘটাইতে অথবা স্বার্থহানি ঘটানোর হুমকির সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পণ্যের উপর সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার বিবেচনায় যেরূপ সঙ্গত মনে হয় সেইরূপ শর্ত, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ আরোপ সাপেক্ষে যে কোন পণ্যকে আরোপণীয় সেইফগার্ড শুল্ক হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন স্বার্থহানি বা স্বার্থহানির হুমকি নির্ধারণের বিষয়টি অনিস্পন্ন অবস্থায়, যদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রাথমিক নির্ধারণে দেখা যায় যে বর্ধিত আমদানি স্থানীয় শিল্পের গুরূতর স্বার্থহানি করিয়াছে অথবা স্বার্থহানির হুমকি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইলে সেই ভিত্তিতে সরকার সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি চূড়ান্ত নির্ধারণের পর সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে, বর্ধিত আমদানি কোন স্থানীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটায় নাই অথবা স্বার্থহানির হুমকির সৃষ্টি করে নাই, তাহা হইলে সরকার আদায়কৃত শুল্ক ফেরত প্রদান করিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সাময়িক সেইফগার্ড শুল্ক উহা আরোপের তারিখ হইতে দুই শত দিবসের বেশী বলবৎ থাকিবে না।

(৩) এই ধারার অধীন আরোপিত শুল্ক এই আইনের অধীন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন আরোপিত শুল্কের অতিরিক্ত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন আরোপিত শুল্ক, পূর্বে বাতিল হইয়া না থাকিলে, উহা আরোপের তারিখ হইতে চার বৎসর সমাপ্তির পর অকার্যকর হইয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সরকার এই অভিমত পোষণ করে যে স্থানীয় শিল্প উক্ত স্বার্থহানি অথবা স্বার্থহানির হুমকির সাথে সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বহাল থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার উক্ত আরোপের মেয়াদ বাড়াইতে পারিবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থাতেই সেইফগার্ড শুল্ক প্রথম আরোপের তারিখ হইতে দশ বৎসর সময়ের অধিক বহাল থাকিবে না।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিমালা সেইফগার্ড শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য যে পদ্ধতিতে শনাক্ত করা হইবে

সেই বিষয়ে এবং যে উপায়ে উক্ত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত গুরুতর স্বার্থহানির কারণ নিরূপিত হইবে এবং সেইফগার্ড শুল্ক নির্ণয় ও আদায় করা হইবে সেই সকল বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে -

(ক) "স্থানীয় শিল্প" অর্থ সেই সব উৎপাদনকারীগণ-

(অ) যাহারা সম্পূর্ণভাবে অনুরূপ পণ্য অথবা কোন সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন করেন ; অথবা

(আ) যাহাদের বাংলাদেশে অনুরূপ পণ্যের বা সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের সম্মিলিত উৎপাদনের পরিমাণ উক্ত পণ্যের বাংলাদেশে মোট উৎপাদনের অধিকতর পরিমাণ হিস্যা গঠন করে ;

(খ) "গুরুতর স্বার্থহানি" অর্থ কোন স্বার্থহানি যাহা কোন স্থানীয় শিল্পের অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক ক্ষতির কারণ হয়;

(গ) "গুরুতর স্বার্থহানির হুমকি" অর্থ গুরুতর স্বার্থহানির কোন স্পষ্ট এবং আসন্ন বিপদ।

১৯। কাস্টমস শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদানের সাধারণ ক্ষমতা। - (১) বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার যদি সন্তুষ্ট হয় যে জনস্বার্থে ইহা করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইহার বিবেচনায় যেরূপ সঙ্গত মনে হয় সেইরূপ শর্ত, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ, যদি থাকে, আরোপ সাপেক্ষে, বাংলাদেশে অথবা বাংলাদেশের কোন বন্দর অথবা স্টেশনে আমদানিকৃত বা বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের কোন বন্দর অথবা স্টেশন হইতে রপ্তানিকৃত কোন পণ্যকে উহার উপর আরোপণীয় কাস্টমস শুল্ক হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন অর্থ বৎসরে কোন পণ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে শুল্কের হার বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সেই বৎসরে একবারের বেশী পরিবর্তন করা যাইবে না ।

(২) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত অব্যাহতি উক্ত উপধারার অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২০। ব্যতিক্রমী অবস্থায় শুল্ক হইতে অব্যাহতি প্রদানের সরকারী ক্ষমতা। - যদি সরকার সন্তুষ্ট হয় যে জনস্বার্থে ইহা করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার, ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থায়, ইহার বিবেচনায় যেইরূপ সঙ্গত মনে হয় সেইরূপ শর্ত, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ, যদি থাকে, আরোপ সাপেক্ষে, উক্ত অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন পণ্যকে উহার উপর আরোপণীয় কাস্টমস-শুল্ক প্রদান হইতে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২১। কতিপয় পণ্য শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত খালাস প্রদানের এবং কতিপয় পণ্যের শুল্ক ফেরত প্রদানের ক্ষমতা। - বোর্ড অথবা বোর্ড হইতে এই ব্যাপারে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকোন কর্তৃপক্ষ ইহার বিবেচনায় যেরূপ সঙ্গত মনে হয় সেইরূপ শর্ত, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ আরোপ সাপেক্ষে, সাধারণ ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিয়া অথবা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ আদেশ দ্বারা -

(ক) পরবর্তীকালে রপ্তানির জন্য যে সকল পণ্য সাময়িকভাবে আমদানি করা হয় উহাদের উপর আরোপণীয় কাস্টমস - শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত উহাদের খালাস প্রদানের;

(খ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণীর বা বর্ণনার পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, মেরামত অথবা পুণঃসংযোজনের জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত নির্দিষ্ট শ্রেণীর অথবা বর্ণনার পণ্যের উপর আরোপণীয় কাস্টমস্-শুল্ক সামগ্রিক বা আংশিক পরিশোধ ব্যতীত উহাদের খালাস প্রদানের; এবং

বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ শ্রেণীর অথবা বর্ণনার পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, মেরামত অথবা সংযোজনে ব্যবহৃত হইয়াছে সেইরূপ নির্ধারিত শ্রেণীর অথবা বর্ণনার আমদানিকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কাস্টমস-শুল্ক সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ফেরত প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩৭ এর অধীনে যেই শ্রেণীর অথবা বর্ণনার পণ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দাবী করা যায় সেই শ্রেণীর অথবা বর্ণনার পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত শুল্ক ফেরত প্রদান করা যাইবে না।

২২। বাংলাদেশে উৎপাদিত অথবা প্রস্তুত পণ্যের পুনঃ-আমদানি। - যদি বাংলাদেশে উৎপাদিত অথবা প্রস্তুত পণ্য বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত হইয়া পরবর্তীকালে বাংলাদেশে আমদানি করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পণ্য কাস্টমস-শুল্ক আরোপযোগ্য হইবে এবং উহার উপর বাংলাদেশে উৎপাদিত অথবা প্রস্তুত নয় সেইরূপ একই শ্রেণীর এবং মূল্যের পণ্য আমদানির উপর আরোপণীয় সকল শর্ত এবং নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য হইবে ঃ

(ক) যে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য রপ্তানির সময়ে ড্র-ব্যাক প্রদান করা হইয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে ড্র - ব্যাক পরিশোধের পর ;

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন বন্ডেড ওয়্যারহাউস হইতে রপ্তানিকৃত -

(অ) উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোন আমদানিকৃত উপাদানের উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর, যদি থাকে; অথবা

(আ) উক্ত পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল, যদি থাকে, এর উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর; অথবা

(ই) উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক ও কর ; যদি থাকে, পরিশোধ ব্যতিরেকে রপ্তানি করা হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে বিদ্যমান হারে উক্ত করের প্রাক্কলিত শুল্ক ও সমুদয় পরিমাণের সমান কাস্টমস- শুল্ক পরিশোধ করা হইলে; অথবা

(গ) অন্য যে কোন ক্ষেত্রে, কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ ব্যাতিরেকে।

২৩। পরিত্যক্ত, ধ্বংসাবশেষ, ইত্যাদি পণ্য । - বাংলাদেশে আনীত অথবা আগমনকৃত সকল পরিত্যক্ত পণ্য, জাহাজ হইতে নিক্ষিপ্ত পণ্য, ডুবন্ত জাহাজের ভাসমান পণ্য এবং উহার ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্য হিসাবে গণ্য করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২৪। রসদ ও ভান্ডার সামগ্রী শুল্কমুক্ত রপ্তানি করা যাইবে। - বাংলাদেশে উৎপাদিত অথবা প্রস্তুতকৃত পণ্য, যাহা কোন বৈদেশিক বন্দর, বিমানবন্দর অথবা স্টেশনের গন্তব্যে যাত্রার জন্য উদ্যত কোন যানবাহনে রসদ ও ভান্ডার সামগ্রী হিসাবে প্রয়োজন, তাহা যে পরিমাণ সংশ্লিষ্ট যানবাহনের আয়তন, যাত্রী ও ক্রুগণের সংখ্যা এবং যাত্রা বা ভ্রমণের মেয়াদ বিবেচনাপূর্বক যথোপযুক্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন সেই পরিমাণে কাস্টমস-শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ ব্যতিরেকে রপ্তানি করা যাইবে।

২৫। শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য। - (১) যখন কোন পণ্যের উপর কাস্টমস-শুল্ক উহার মূল্যের ভিত্তিতে আরোপণীয় হয় তখন সেই মূল্য হইবে প্রকৃত মূল্য, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্য, অথবা উক্ত মূল্যের নিকটতম নিরূপণযোগ্য সমতুল্য মূল্য, যে মূল্যে সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় উক্ত পণ্য অথবা অনুরূপ পণ্য আমদানির সময় এবং স্থানে অথবা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানির সময় এবং স্থানে অর্পণের উদ্দেশ্যে সাধারণত বিক্রয় করা হয় অথবা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়, যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে একে অন্যের ব্যবসায়ে কোন স্বার্থ থাকে না এবং বিক্রয় অথবা বিক্রয় প্রস্তাবে মূল্যই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়।

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে -

(ক) "আমদানির সময়" অর্থ যেই তারিখ ধারা ৭৯ এর অধীন বিল অব এন্ট্রি দাখিল করা হয় সেই তারিখ ঃ

(খ) "রপ্তানির সময়" অর্থ যেই তারিখ ধারা ১৩১ এর অধীন বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় সেই তারিখ অথবা যে ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট ব্যতীত অথবা বিল অব এক্সপোর্ট উপস্থাপনের প্রত্যাশায় পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করা হয় সেই ক্ষেত্রে যে সময় পণ্য কাস্টমস-বন্দরে, কাস্টমস-বিমানবন্দরে অথবা কাস্টমস-স্টেশনে রপ্তানির উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হয় সেই সময়;

(গ) (অ) "আমদানির স্থান" অর্থ কাস্টমস-বন্দর, কাস্টমস-বিমানবন্দর অথবা কাস্টমস-স্টেশন যেখানে বিল অব এন্ট্রি প্রথম দাখিল করা হয়; এবং

(আ) "রপ্তানির স্থান" অর্থ কাস্টমস-বন্দর অথবা কাস্টমস-স্টেশন যেখানে বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয়।

(২) উপধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লেখিত আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে নিরূপিত হইবে।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কাস্টমস-শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মূল্য ভিত্তিক কাস্টমস-শুল্ক আরোপযোগ্য আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের জন্য ট্যারিফ মূল্য অথবা সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের ঘোষিত মূল্য এই উপধারায় নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে উহার উপর ঘোষিত মূল্যের ভিত্তিতে কাস্টমস-শুল্ক আরোপণীয় হইবে।

(৪) কোন আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য হিসাব করার জন্য মুদ্রার বিনিময় হার হইবে যে মাসে ধারা ৭৯ অথবা **১৩১** এর অধীন বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় অথবা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করা হয় উহার পূর্ববর্তী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসের পূর্বের ত্রিশ দিবস সময়ে বিদ্যমান গড় বিনিময় হার এবং উক্ত হার বোর্ড কর্তৃক অথবা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) "বিনিময় হার" অর্থ বাংলাদেশ মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় অথবা বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশ মুদ্রায় রূপান্তরের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিনিময় হার;

(খ) "বৈদেশিক মুদ্রা" এবং "বাংলাদেশ মুদ্রা" বলিতে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ৭ নং আইন) এ যথাক্রমে যে অর্থ আরোপ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

(ক) কোন পণ্যের মূল্যে ভাড়া, বীমা কমিশন এবং অন্যান্য ব্যয়, মাশুল, বিক্রয় খরচ এবং আমদানি অথবা রপ্তানির স্থানে পণ্য অর্পণের জন্য আনুষঙ্গিক খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(খ) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্রেতার নিকট কাস্টমস-বিমানবন্দরে পৌঁছানো হয় অথবা পৌঁছানো হইতে পারে, উড়োজাহাজে পরিবহনকৃত এমন পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণীর ভাড়া নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৫ক। প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীসমূহ এবং তাহাদের প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে শুল্কায়ন। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা-

(ক) প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীসমূহ এবং অডিট এজেন্সীসমূহ নিয়োগ করিতে পারিবে ; এবং

(খ) প্রত্যয়নের পরিধি ও পদ্ধতি এবং অডিটের পরিধি ও পদ্ধতি এবং উক্ত প্রত্যয়ন ও অডিটের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে কোন পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, মূল্য, বর্ণনা এবং শুল্ক শ্রেণীবিন্যাস কোন প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইকৃত এবং প্রত্যয়িত হইলে তাহা শুল্কায়নের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই ধারায় "মূল্য" অর্থ ধারা ২৫ এর উপধারা (১) এবং (২) অনুসারে নির্ধারিত পণ্যের মূল্য।

২৫খ। বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন।- আমদানিতব্য পণ্য জাহাজে, উড়োজাহাজে অথবা অন্য কোন যানবাহনে বোঝাই করার পূর্বে অথবা বোঝাই করার সময়ে কোন প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শন করানো আমদানিকারকদের জন্য বাধ্যতামূলক ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন শ্রেণীর আমদানিকারক কর্তৃক কোন পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণী অথবা কোন কাস্টমস বন্দর অথবা কাস্টমস স্টেশন অথবা উক্ত বন্দর বা স্টেশনের অন্তর্গত অন্য কোন এলাকা হইতে আমদানিকৃত কোন পণ্যকে বাধ্যতামূলক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২৫গ। প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্ভিস চার্জ।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সে সকল আমদানিকৃত পণ্যের প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন আবশ্যক উহাদের উপর মূল্য ভিত্তিক অনধিক এক শতাংশ হারে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্ভিস চার্জ আরোপ করিতে পারিবে এবং এই চার্জ ধারা ১৮(১) এর অধীন আরোপযোগ্য কাস্টমস-শুল্ক হিসাবে আদায় করা হইবে।

২৬। দলিলপত্র পেশ করার জন্য তলব। (১) যে ক্ষেত্রে -

(ক) কোন কাস্টমস কর্মকর্তার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, কোন পণ্য বেআইনীভাবে আমদানি, রপ্তানি, অবমূল্যায়ন, অধিমূল্যায়ন, প্রবেশ, অপসারণ অথবা এই আইনের পরিপন্থি প্রক্রিয়ায় কোন ব্যক্তি দ্বারা অবৈধভাবে লেনদেন করা হইয়াছে অথবা কোন ব্যক্তি উক্ত পণ্য আমদানি, রপ্তানি, অবমূল্যায়ন, অধিমূল্যায়ন, প্রবেশ, অপসারণ অথবা অন্য কোনভাবে লেনদেন করার চেষ্টা করিয়াছে ; অথবা

(খ) এই আইনের অধীন পণ্য আটক করা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তা, লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া, উক্ত ব্যক্তিকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি, যাহাকে উক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট পণ্যের মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহাকে অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার এজেন্টকে, যেভাবে এবং যখন প্রয়োজন মনে করিবেন সেই ভাবে এবং তখন উক্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা অন্য কোন নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট সকল হিসাব পুস্তক, রেকর্ডপত্র অথবা দলিলপত্র, যাহাতে নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে তিন বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের ক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, ব্যয় অথবা মূল্য অথবা পরিশোধ সম্পর্কিত এন্ট্রি অথবা স্মারক লিপিবদ্ধ থাকে অথবা লিপিবদ্ধ থাকার কথা, তাহা পেশ এবং অর্পণ করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কাস্টমস কর্মকর্তা এই ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন আবশ্যকতার অতিরিক্ত উক্তরূপ পণ্যের মালিক অথবা আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অথবা, ক্ষেত্রমত, এজেন্টকে -

(ক) উক্ত কর্মকর্তার অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট কাস্টমস কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত দলিলপত্র, পুস্তক অথবা নথিপত্র উপস্থাপন করিতে এবং উহার কপি করিতে অথবা উহা হইতে উদ্ধৃতি নেওয়ার জন্য কর্মকর্তাকে অনুমতি দিতে,

(খ) ইলেক্ট্রনিক অথবা অন্য কোন মাধ্যম মারফত উক্ত দলিলপত্র, পুস্তক অথবা রেকর্ডপত্রের ধারণকৃত তথ্য সঞ্চারিত অথবা প্রেরণ করিতে, এবং

(গ) উক্ত দলিলপত্র, পুস্তক অথবা নথিপত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে

- নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৬ক। দলিলপত্রের ব্যাপারে অধিকতর ক্ষমতা।- যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কাস্টমস কর্মকর্তা, নোটিশ দ্বারা, কোন সরকারী বিভাগে, কর্পোরেশনে, স্থানীয় সংস্থায় অথবা ব্যাংকে নিযুক্ত কোন কর্মকর্তাসহ কোন ব্যক্তিকে যেভাবে এবং যখন প্রয়োজন তখন

(ক) কোন দলিলপত্র অথবা নথিপত্র, যাহা যুগ্ম কমিশনার কোন তদন্ত বা অডিটের জন্য আবশ্যক বা প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করেন, তাহা একজন কাস্টমস কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপন করিতে;

(খ) উক্ত দলিলপত্র অথবা রেকর্ডপত্রের কপি বা অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি নেওয়ার জন্য কাস্টমস কর্মকর্তাকে অনুমতি দিতে, এবং

(গ) কোন পণ্য সম্পর্কিত অথবা উক্ত তদন্তধীন পণ্যের বিনিময় সম্পর্কিত অথবা উক্ত তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র বা রেকর্ডপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যুগ্ম কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

২৬খ। কাস্টমস কর্মকর্তা দলিলপত্র এবং রেকর্ডপত্র দখলে নিতে এবং তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারিবেন।- **(১)** একজন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন এন্ট্রি প্রসঙ্গে উপস্থাপিত অথবা এই আইনের অধীন আবশ্যকতার কারণে দাখিলকৃত কোন দলিলপত্র অথবা রেকর্ডপত্র দখলে নিতে এবং তত্ত্বাবধানে রাখিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা এই ধারার উপধারা (১) এর অধীন কোন দলিল বা রেকর্ড দখলে নেন সেই ক্ষেত্রে উক্ত দলিল বা রেকর্ডের স্বত্ব সংরক্ষণ করেন এমন ব্যক্তির অনুরোধক্রমে উক্ত কর্মকর্তা তৎকর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে প্রত্যয়িত দলিলের কাস্টমস সিলযুক্ত একটি কপি ট্রুকপি হিসাবে সেই ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(৩) উক্তরূপ প্রত্যয়িত প্রতিটি কপি সকল আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে, যেন উহাই মূল কপি।

২৬গ। তল্লাশীকালে প্রাপ্ত দলিলপত্রের অনুলিপি করা।- (১) এই আইনের অধীন যেক্ষেত্রে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন আইনানুগ তল্লাশী, পরিদর্শন, অডিট অথবা পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং

যুক্তিসঙ্গত কারণে তাহার বিশ্বাস হয় যে উক্ত তল্লাশী, পরিদর্শন, অডিট অথবা পরীক্ষাকালে হস্তগত হওয়া দলিলপত্র এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের সাক্ষ্য হইবে সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত দলিলপত্র কপি করার উদ্দেশ্যে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(২) এই ভাবে অপসারিত দলিলপত্র অথবা নথিপত্র যথাশীঘ্র সম্ভব অনুলিপি করিয়া অবশ্যই উহা পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে প্রত্যয়িত কাস্টমস সিলযুক্ত উক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি সকল আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে, যেন উহাই মূল কপি।

২৬ঘ। তল্লাশীকালে প্রাপ্ত দলিলপত্র এবং পণ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ।- এই আইনের অধীন যে ক্ষেত্রে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন আইনানুগ তল্লাশী, পরিদর্শন, অডিট অথবা পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং যুক্তিসঙ্গত কারণে তাহার বিশ্বাস জন্মে যে উক্ত তল্লাশী, পরিদর্শন, অডিট অথবা পরীক্ষাকালে তাহার হস্ড়গত হওয়া দলিলপত্র ও পণ্য এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের সাক্ষ্য হইবে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দলিলপত্রের বা, ক্ষেত্রমত, পণ্যের কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই ধারার উপধারা (১) এর অধীন কোন দলিলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন, সেই ক্ষেত্রে সেই দলিলের স্বত্ব সংরক্ষণ করেন এমন ব্যক্তির অনুরোধক্রমে তিনি তৎকর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে প্রত্যয়িত উহার কাস্টমস্ সীলযুক্ত একটি কপি ট্রুকপি হিসাবে সেই ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(৩) উক্তরূপ প্রত্যয়িত প্রতিটি কপি সকল আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে, যেন উহাই মূল কপি।

২৭। ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্যের শুল্ক হ্রাসকরণ।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন আমদানিকৃত পণ্যের প্রথম পরীক্ষাকালে সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে মালিক কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদর্শন করানো যায় যে -

(ক) অবতরণকালে অথবা তাহার পূর্বে যে কোন সময়ে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে; অথবা

(খ) অবতরণের পর, কিন্তু উক্ত পরীক্ষার পূর্বে যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা অথবা দৈবদুর্বিপাকের দ্বারা, এবং মালিক অথবা তাহার এজেন্টের কোন ইচ্ছাকৃত কর্ম, অবহেলা অথবা ব্যর্থতার কারণে নয়, পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ;

- সেই ক্ষেত্রে মালিকের লিখিত আবেদনক্রমে উক্ত পণ্যের মূল্য যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপণ করা হইবে এবং পণ্যের উক্তরূপ হ্রাসকৃত মূল্য নিরূপণের অনুপাত অনুসারে মালিককে শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন আমদানিকৃত পণ্যের মালিক কর্তৃক লিখিতভাবে কমিশনার অব কাস্টমস এর সন্তুষ্টিমত প্রদর্শন করানো যায় যে আমদানির পর কিন্তু দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে খালাসের পূর্বে দুর্ঘটনার দ্বারা অথবা দৈব দুর্বিপাকের ফলে পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত, অবনতিপ্রাপ্ত, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতি, অবনতি, নিখোঁজ অথবা ধ্বংসের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পণ্যের মালিক কর্তৃক পেশকৃত আবেদনক্রমে কমিশনার উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় অথবা পরিশোধিত শুল্ক মওকুফ অথবা ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে "দৈব দুর্বিপাক" বলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বুঝাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস এর সন্তুষ্টিমতে দেখানো যায় যে ওয়্যারহাউসকৃত কোন পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য খালাসের পূর্বে কোন দুর্ঘটনা অথবা দৈব দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতির সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনপূর্বক পণ্যের মালিক কর্তৃক পেশকৃত আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস একজন যথোপযুক্ত কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য নিরূপণের অনুমতি দিতে পারিবেন এবং পণ্যের মালিককে উক্তরূপ মূল্য নিরূপণে যে হারে মূল্যহ্রাস পাইয়াছে সেই আনুপাতিক হারে শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

২৮। আমদানিকৃত স্পিরিট রসায়নিক পরীক্ষা এবং পানাহার অনুপযোগী করার ক্ষমতা।- যখন আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা পানাহার অনুপযোগী করা স্পিরিটের উপর এই আইনে নির্ধারিত শুল্ক হইতে কম শুল্ক আরোপিত থাকে তখন সেইরূপ স্পিরিট বাংলাদেশে আমদানি করা হইলে উহা, বিধিমালা সাপেক্ষে, কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক রাসায়নিক পরীক্ষা করা যাইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় কাস্টমস-শুল্ক আরোপ করার পূর্বে উহা আমদানিকারকের খরচে যথেষ্টভাবে পানাহার অনুপযোগী করা যাইবে।

২৯। বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট এর সংশোধনের ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ।- ধারা ৮৮ এ বিধৃত বিধান ব্যতীত, ঘোষিত মূল্য, পরিমাণ অথবা বর্ণনার ভিত্তিতে শুল্কায়িত পণ্য কাস্টমস এলাকা হইতে অপসারণের পর তৎসম্পর্কিত বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট সংশোধন করা যাইবে না।

৩০। আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কহার মূল্য এবং বিনিময়-হার নির্ধারণের তারিখ।- কোন আমদানিকৃত পণ্যের প্রযোজ্য শুল্ক হার, মূল্য এবং বিনিময় হার হইবে-

(ক) ধারা ৭৯ এর অধীন দেশীয় ভোগের জন্য খালাসকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত ধারার অধীন যে তারিখ বিল অব এন্ট্রি উপস্থাপন করা হয় এবং উহাতে একটি বিল অব এন্ট্রি নম্বর বরাদ্দ করা হয় সেই তারিখে বলবৎ শুল্ক হার , মূল্য এবং বিনিময় হার;

(খ) ধারা ১০৪ এর অধীন দেশীয় ভোগের জন্য ওয়্যারহাউস হইতে খালাসকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে যে তারিখ ধারা ৭৯ এর অধীন বিল অব এন্ট্রি উপস্থাপন করা হয় এবং উহার উপর বিল অব এন্ট্রি নম্বর বরাদ্দ করা হয় সেই তারিখে বলবৎ শুল্ক হার, মূল্য এবং বিনিময় হার; এবং

(গ) অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক পরিশোধের তারিখ বলবৎ শুল্ক হার, মূল্য এবং বিনিময় হার ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে যানবাহনে পণ্য আমদানি করা হইবে উহা আগমনের পূর্বজ্ঞানে যদি কোন বিল অব এন্ট্রি উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে এই ধারার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক তারিখ হইবে যে তারিখে যানবাহনটির মেনিফেস্ট উহা আগমনের পর অর্পণ করা হয় সেই তারিখ।

৩০ক। মূল্য এবং কার্যকর শুল্ক হার।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা কোন আদালতের সিদ্ধান্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৩০ এর উদ্দেশ্যে কোন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মূল্য এবং শুল্ক হারের অন্তর্ভুক্ত হইবে যথাক্রমে ধারা ২৫ এর অধীন নির্ধারিত মূল্য এবং ধারা ১৮, ১৮ক অথবা ১৮খ এর অধীন আরোপিত শুল্কের পরিমাণ এবং কোন পণ্যের বিক্রয়ের জন্য কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি সম্পাদনের অথবা ঋণপত্র খোলার পূর্বে অথবা পরে শুল্ক হইতে অব্যাহতি অথবা রেয়াত সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রত্যাহারের ফলে যে পরিমাণ শুল্ক প্রদেয় হইত সেই পরিমাণ শুল্ক।

৩১। রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণের তারিখ।- রপ্তানিকৃত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক হার এবং মূল্য নিরূপণের জন্য বিনিময় হার হইবে যে তারিখ ধারা ১৩১ এর অধীন বিল অব এক্সপোর্ট অর্পণ করা হয় সেই তারিখে বিদ্যমান শুল্ক হার অথবা, ক্ষেত্রমত, বিনিময় হার ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্ট ব্যতীত অথবা এইরূপ বিল অর্পণের প্রত্যাশায় কোন পণ্য রপ্তানি অনুমোদিত হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্ক হার এবং মূল্য নিরূপণের জন্য বিনিময় হার হইবে যে তারিখ বহির্গমনোদ্যত যানবাহনে পণ্য বোঝাই আরম্ভ করা হয় সেই তারিখে প্রযোজ্য শুল্ক হার, অথবা, ক্ষেত্রমত, বিনিময় হার।

৩২। অসত্য ঘোষণা, ভুল, ইত্যাদি।- (১) যদি কোন ব্যক্তি কাস্টমস সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে, -

(ক) কোন কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট কোন ঘোষণা, নোটিশ, প্রত্যয়নপত্র অথবা অন্য যে কোন দলিল প্রদান অথবা স্বাক্ষর করেন অথবা অর্পণ করেন বা অর্পণ করার ব্যবস্থা করেন ; অথবা

(খ) এই আইনের দ্বারা অথবা অধীন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদানে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত সেইরূপ প্রশ্নের জবাবে কোন ঘোষণা প্রদান করেন ; অথবা

(গ) ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে কোন ঘোষণা, দলিল, তথ্য অথবা রেকর্ড প্রেরণ করেন অথবা উহাদের সফট কপি উপস্থাপন করেন, এবং উক্ত দলিল অথবা ঘোষণা বস্তুগত তথ্যে অসত্য হয়, তাহা হইলে তিনি এই ধারার অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ দলিলের অথবা ঘোষণার কারণে অথবা কোন সহযোগিতার কারণে কোন শুল্ক অথবা চার্জ আরোপ করা হয় নাই অথবা কম আরোপিত হইয়াছে অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত কারণে কোন অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ তাহার উপর নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ তিনি কেন পরিশোধ করিবেন না উহার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ জারী করা হইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে অসাবধানতা, ভ্রান্তি অথবা ভুল ব্যাখ্যার কারণে, পরিমাণে এক হাজার টাকার নিম্নে নহে, এমন কোন শুল্ক অথবা চার্জ আরোপ করা হয় নাই অথবা কম আরোপিত হইয়াছে অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত কারণে কোন অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ তাহার উপর প্রাসঙ্গিক তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ তিনি কেন পরিশোধ করিবেন না উহার কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ জারী করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এ বর্ণিত ব্যক্তির যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা তাহা বিবেচনাপূর্বক উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় শুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন, যাহা নোটিশে উল্লেখিত অর্থের পরিমাণ কোন ক্রমেই অতিক্রম করিবে না, এবং উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ নির্ধারিত অর্থের পরিমাণ এক হাজার টাকার নিম্নে হয় সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা পরিশোধ করিতে হইবে না।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্যে অভিব্যক্তি “প্রাসঙ্গিক তারিখ” অর্থ-

(ক) যে ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপিত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে পণ্য খালাসের আদেশ প্রদান করার তারিখ;

(খ) যে ক্ষেত্রে ধারা ৮১ এর অধীন শুল্ক সাময়িকভাবে নিরূপিত হয় সেই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শুল্কায়নের পর শুল্ক সমন্বয় করার তারিখ ;

(গ) যে ক্ষেত্রে শুল্ক বা চার্জ ভুলক্রমে ফেরত প্রদান করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উহা ফেরত প্রদানের তারিখ ;

(ঘ) অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে শুল্ক অথবা চার্জ পরিশোধ করার তারিখ।

৩৩। ছয় মাসের মধ্যে ফেরত প্রদান দাবী করিতে হইবে।- (১) অসাবধানতাবশত, ভুলবশত, অথবা অন্য কোনভাবে পরিশোধিত বলিয়া দাবীকৃত কোন কাস্টমস শুল্ক অথবা চার্জসমূহ উহা পরিশোধের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দাবী করা না হইলে উহা ফেরত প্রদান করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে এইরূপ দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ এক হাজার টাকার কম সেই ক্ষেত্রে ফেরত প্রদান মঞ্জুর করা হইবে না।

(২) ধারা ৮১ এর অধীন সাময়িক পরিশোধের ক্ষেত্রে উক্ত ছয় মাস সময় চূড়ান্ত শুল্কায়নের পর শুল্ক সমন্বয় করার তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

৩৪। শুল্ক এবং চার্জসমূহের চলতি-হিসাব রক্ষণ এবং জমা রাখার জন্য ক্ষমতা।- সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অথবা সরকারী সংস্থার ক্ষেত্রে যদি তাহার বিবেচনায় যথাযথ হয় তাহা হইলে কাস্টমস-শুল্ক অথবা চার্জসমূহ যেভাবে এবং যখন প্রদেয় হয় সেভাবে এবং তখন পরিশোধে বাধ্য করার পরিবর্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থার সাথে উক্ত শুল্ক এবং চার্জসমূহের চলতি-হিসাব রক্ষণ করিতে পারিবেন, যে হিসাব এক মাসের অতিরিক্ত নহে এমন বিরতিতে নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান অথবা সংস্থা এমন পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিবেন অথবা জামানত দাখিল করিবেন যাহা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিবেচনায় যে কোন সময়ে যে পরিমাণ শুল্ক বা চার্জ প্রদেয় তাহা মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যর্পণ

৩৫। আমদানিকৃত পণ্য রপ্তানির উপর প্রত্যর্পণ।- এই অধ্যায়ে বর্ণিত পরবর্তী বিধানাবলী এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, যখন সহজে শনাক্তযোগ্য কোন পণ্য যাহা বাংলাদেশে আমদানি করা হইয়াছে এবং আমদানিকালে যাহার উপর কাস্টমস শুল্ক পরিশোধ করা হইয়াছে, তাহা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করা হয় অথবা বিদেশগামী কোন যানবাহনে রসদ অথবা ভান্ডার সামগ্রী হিসাবে ব্যবহারের জন্য রপ্তানি করা হয়, তখন উক্ত শুল্কের অনধিক সাত-অষ্টমাংশ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ হিসাবে ফেরত প্রদান করা হইবে, যথাঃ-

(১) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে যে পণ্য আমদানি করা হইয়াছে সেই একই পণ্য হিসাবে উহা কাস্টমস স্টেশনে শনাক্ত করা হয়, এবং

(২) পণ্য কাস্টম-হাউসের নথিতে প্রদর্শিত আমদানির তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে অথবা যদি উক্ত সময় পর্যাপ্ত কারণে বোর্ড অথবা কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক বর্ধিত করা হয় সেই বর্ধিত সময়ের মধ্যে রপ্তানির জন্য এন্ট্রি করা হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত পণ্য আমদানির পর তিন বৎসরের অধিক সময় বর্ধিত করিবেন না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ১৩১ এর অধীন যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট যে তারিখ বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা হয় সেই তারিখে পণ্য রপ্তানির জন্য এন্ট্রি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৬। আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহারের জন্য গৃহীত পণ্যের প্রত্যর্পণ।- ধারা ৩৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আমদানি এবং রপ্তানির মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবহারে নেওয়া পণ্যের উপর পরিশোধিত শুল্ক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে প্রত্যর্পণ হিসাবে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৩৭। রপ্তানিকৃত পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ। - যে ক্ষেত্রে বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হয় যে বাংলাদেশে প্রস্তুত এবং বাংলাদেশের বাহিরে কোন স্থানে রপ্তানিকৃত কোন শ্রেণীর অথবা বর্ণনার পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোন শ্রেণী এবং বর্ণনার আমদানিকৃত পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ প্রদান করা সমীচীন সেই ক্ষেত্রে বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারে যে উক্ত পণ্যের ব্যাপারে বিধিমালায় যেইরূপ ব্যবস্থিত থাকে সেই পরিমাণ এবং সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাইবে।

৩৮। শণাক্তযোগ্য পণ্যের ঘোষণা প্রদানের এবং নির্ধারিত বৈদেশিক এলাকার ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ করার ক্ষমতা।- (১) বোর্ড, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে সকল পণ্য সহজে শণাক্তযোগ্য নয় বলিয়া গণ্য হইবে তাহা ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নির্ধারিত বিদেশী বন্দর অথবা এলাকায় কোন পণ্য রপ্তানির উপর প্রত্যর্পণ প্রদান নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

৩৯। যে ক্ষেত্রে কোন প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাইবে না।- পূর্ববর্তী বিধান সমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাইবে না-

(ক) যে সকল পণ্য রপ্তানি পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক এবং উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই সেই সকল পণ্যের উপর, অথবা

(খ) যখন কোন একক চালানের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ দাবীর অর্থ একশত টাকার নিচে হয়, অথবা

(গ) পণ্য রপ্তানির সময় অথবা রপ্তানির তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী করা না হয় এবং প্রতিষ্ঠিত না হয়।

৪০। প্রত্যর্পণ প্রদানের সময়।- পণ্যবাহী জাহাজ সমুদ্রে যাত্রা না করা পর্যন্ত অথবা অন্যান্য যানবাহন বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান না করা পর্যন্ত কোনরূপ প্রত্যর্পণ প্রদান করা যাইবে না।

৪১। প্রত্যর্পণ দাবীদার কর্তৃক ঘোষণা।- সঠিকভাবে রপ্তানিকৃত কোন পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ দাবীদার প্রত্যেক ব্যক্তি অথবা তাহার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট এই মর্মে ঘোষণা প্রদান এবং স্বাক্ষর করিবেন যে উক্ত পণ্য প্রকৃত পক্ষে রপ্তানি করা হইয়াছে এবং উহা বাংলাদেশের কোন স্থানে পুনরায় অবতরণ করে নাই এবং পুনরায় অবতরণের অভিপ্রায় নাই এবং বহির্গমন এবং রপ্তানি এন্ট্রির সময়ে উক্ত ব্যক্তি প্রত্যর্পণ পাওয়ার অধিকারী এবং এই অধিকার বহাল রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

যানবাহনের আগমন এবং প্রস্থান

৪২। যানবাহনের আগমন।- (১) বাংলাদেশের বাহিরের কোন স্থান হইতে বাংলাদেশে প্রবেশকারী যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কাস্টমস-স্টেশন ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যানবাহনটিকে ভিড়াইবেন না অথবা অবতরণ করাইবেন না অথবা ভিড়াইবার অথবা অবতরণ করাইবার অনুমতি দিবেন না।

(২) উপধারা (১) এর বিধানাবলী কোন দুর্ঘটনা, খারাপ আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে কাস্টমস-স্টেশন ব্যতীত অন্য স্থানে ভিড়াইতে অথবা অবতরণ করাইতে বাধ্য হওয়া যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু এইরূপ যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি-

(ক) উহার আগমন নিকটতম কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট করিবেন এবং চাহিদামত উক্ত যানবাহনের কার্গোবুক অথবা মেনিফেস্ট অথবা লগ-বুক তাহার নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(খ) উক্ত কর্মকর্তার সম্মতি ব্যতীত যানবাহনটিতে পরিবহনকৃত কোন পণ্য খালাসের অথবা কোন ক্রু-সদস্য অথবা যাত্রীকে ঐ এলাকা হইতে প্রস্থানের অনুমতি দিবেন না;

(গ) উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কোন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোন নির্দেশ পরিপালন করিবেন; এবং কোন যাত্রী বা ক্রু-সদস্য এইরূপ কোন কর্মকর্তার সম্মতি ব্যতীত যানবাহনটির এলাকা ত্যাগ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই কোন যাত্রী অথবা ক্রু- সদস্যকে যানবাহনটির এলাকা হইতে প্রস্থানকে অথবা যানবাহনটি হইতে পণ্য খালাসকে বিরত করিবে না, যেখানে উক্ত প্রস্থান অথবা খালাস স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা অথবা জীবন অথবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য প্রয়োজন হয়।

৪৩। জাহাজের ক্ষেত্রে আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ।- (১) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন নদী অথবা বন্দরে স্থান নির্দিষ্ট করিতে পারিবে, যাহা কোন আগত জাহাজ ইহার আমদানি মেনিফেস্ট পাইলট, কাস্টমস অফিসার অথবা উহা গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ না করা পর্যন্ত অথবা, ক্ষেত্রমত, কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী কর্তৃক উহা কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রেরণ না করা পর্যন্ত অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(২) এই ধারার অধীন যদি বোর্ড কর্তৃক কোন নদী অথবা বন্দরে স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়া থাকে এবং কোন জাহাজের মাষ্টার সেখানে আগমন করিয়া সেইভাবে নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে অথবা নিচে অবস্থান করেন তাহা হইলে উক্ত মাস্টার জাহাজ নোঙর করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাইলট, কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা উহা গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ করিবেন।

(৩) যদি কোন জাহাজ কোন কাস্টমস-বন্দরে, যেখানে উক্তরূপ কোন স্থান নির্দিষ্ট করা হয় নাই, আগমন করে তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাস্টার জাহাজটি বন্দর সীমানায় নোঙর করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাইলট, কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা উহা গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পদমর্যাদায় রাজস্ব কর্মকর্তা এর নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে কোন জাহাজের মাষ্টার তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন অবস্থার কারণে জাহাজটি বোর্ড কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত স্থানের বাহিরে অথবা নিচে নোঙর করার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ করা হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি উহা অতিরিক্ত চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে অথবা প্রথম লাইটারেজ জাহাজ ভিড়ানোর অব্যবহিত পরে, যাহাই সর্বাগ্রে হয়, অর্পণ করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৪) ইতোপূর্বে অন্তর্ভুক্ত বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন জাহাজ আগমনের পূর্বজ্ঞানে উহার আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৪৪। জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে আমদানী মেনিফেস্ট অর্পণ।- স্থল কাস্টমস-স্টেশন অথবা, ক্ষেত্রমত, কাস্টমস-বিমানবন্দরে আগমনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি

যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ করিবেন অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হন তাহা হইলে তিনি কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে উহা প্রেরণ করিতে পারিবেন।

৪৫। আমদানি মেনিফেস্ট স্বাক্ষর এবং আমদানি মেনিফেস্টের বিষয়বস্তু এবং উহার সংশোধন।- (১) ধারা ৪৩ এবং ৪৪ এর অধীন অর্পিত প্রতিটি মেনিফেস্ট যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং উক্ত যানবাহনে আমদানিকৃত সকল পণ্য উহাতে উল্লেখ থাকিবে এবং উহাতে যে সকল পণ্য খালাস করা হইবে অথবা ট্রানশিপ করা হইবে অথবা স্থানান্তর করা হইবে অথবা অন্য কাস্টমস-স্টেশনে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোন গন্তব্যে নেওয়া হইবে সেই সকল পণ্য এবং কাস্টমস-স্টেশনে অথবা বাহিরে গমন অথবা যাত্রাকালে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ভান্ডার সামগ্রী আলাদাভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উহা বোর্ড সময়ে সময়ে যেইরূপ নির্দেশ করে সেইরূপ ফরমে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সেইরূপ অধিকতর তথ্য বিবরণ সম্বলিত হইতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী কর্তৃক কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রেরিত মেনিফেস্ট তাহার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টকে আমদানি মেনিফেস্ট কোন স্পষ্টত পরিদৃষ্ট ভুল সংশোধনের অথবা উক্ত কর্মকর্তার মতে দুর্ঘটনা অথবা অসাবধানতার ফলে বাদ পড়া কোন তথ্য সংশোধিত অথবা সম্পূরক আমদানি মেনিফেস্ট পেশের মাধ্যমে সরবরাহের অনুমতি দিবেন এবং উহার উপর বোর্ড সময়ে সময়ে যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে ফী আরোপ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যে পদ্ধতি, শর্তাবলী, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণের অধীন কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অথবা তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টকে সংশোধিত অথবা সম্পূরক আমদানি মেনিফেস্ট বিশেষ অবস্থায় দাখিল করার অনুমতি প্রদান করিবেন তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং বোর্ড যেইরূপ নির্দেশ করে তিনি সেইরূপ ফী ধার্য করিবেন।

৪৬। আমদানি মেনিফেস্ট গ্রহণকারী ব্যক্তির কর্তব্য।- ধারা ৪৩ বা ৪৪ এর অধীন আমদানি মেনিফেস্ট গ্রহণকারী ব্যক্তি উহা প্রতিস্বাক্ষর করিবেন এবং কমিশনার অব কাস্টমস সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ বিবরণ উহাতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যে ক্ষেত্রে আমদানি মেনিফেস্ট কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রেরিত হয় সেই ক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রেরিত মেনিফেস্ট গ্রহণকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা প্রতিস্বাক্ষর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এ ব্যাপারে তিনি কমিশনারের নির্দেশ, যদি থাকে, পরিপালন করিবেন।

৪৭। মেনিফেস্ট ইত্যাদি অর্পণ এবং জাহাজ ভিতরে প্রবেশের জন্য এন্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত খোল অনাবৃত করা যাইবে না।- পূর্ববর্তী বিধান অনুসারে আমদানি মেনিফেস্ট অর্পণ না করা পর্যন্ত অথবা ভিতরে প্রবেশের জন্য এন্ট্রির আবেদনপত্রসহ উক্ত মেনিফেস্টের একটি কপি মাস্টার কর্তৃক যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন এবং উহার

উপর উক্ত এন্ট্রির আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত কাস্টমস-বন্দরে আগমনকারী কোন জাহজের খোল অনাবৃত করার অনুমতি প্রদান করা যাইবে না।

৪৮। দলিলপত্র পেশের নির্দেশ দান এবং প্রশ্নসমূহ জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা।- (১) যখন কোন আমদানি মেনিফেস্ট উপস্থাপন করা হয় তখন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা চাহিদামত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার যথার্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট জাহাজে বোঝাইকৃত কার্গো অথবা পণ্যের প্রতি অংশের জন্য বিল অব লেডিং অথবা বিল অব ফ্রেইট অথবা উহাদের কপি, জার্নি লগ-বুক এবং পোর্ট ক্লিয়ারেন্স, যে স্থান হইতে যানবাহনটি আসিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে সেখানে প্রদত্ত ডকেট অথবা অন্যান্য কাগজপত্র উক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার নিকট যানবাহনটি, সকল পণ্য, ক্রু, যাত্রী এবং সমুদ্রযাত্রা অথবা ভ্রমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিবেন।

(২) এই ধারার অধীন কোন কিছু তলব করা হইলে অথবা প্রশ্ন করা হইলে যদি তাহা পরিপালন না করা হয় অথবা উত্তর প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন জাহাজকে খোল অনাবৃত করার এবং ক্ষেত্রমত, অন্য যানবাহনকে আমদানিকৃত পণ্য অবতরণ করার অনুমতি মঞ্জুর অস্বীকার করিতে পারিবেন।

৪৯। খোল অনাবৃত করার বিশেষ পাস।- ধারা ৪৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, যথোপযুক্ত কর্মকর্তা আমদানি মেনিফেস্ট প্রাপ্তি এবং কোন জাহাজের ভিতরে প্রবেশের এন্ট্রির পূর্বে ইহার খোল অনাবৃত করার অনুমতি সম্বলিত একটি বিশেষ পাস মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৫০। রপ্তানি পণ্য বোঝাই করার পূর্বে বহির্গমন এন্ট্রির অথবা পণ্য বোঝাইয়ের আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।- (১) যাত্রী ব্যাগেজ এবং মেইল ব্যাগ ব্যতীত অন্য কোন পণ্য কোন যানবাহনে বোঝাই করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না -

(ক) জাহাজের ক্ষেত্রে, উক্ত জাহাজ বহির্গমন এন্ট্রির জন্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট জাহাজের মাস্টার কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত আবেদন করা হয় এবং উক্ত এন্ট্রির জন্য উহার উপর আদেশ প্রদান করা হয় ; এবং

(খ) অন্য কোন যানবাহনের ক্ষেত্রে, যানবাহনে পণ্য বোঝাই করার ক্ষমতা পাওয়ার জন্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত আবেদন করা হয় এবং উহার উপর পণ্য বোঝাইয়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

(২) এই ধারার অধীন পেশকৃত প্রত্যেক আবেদনপত্রে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিবরণ উল্লেখ থাকিবে।

৫১। পোট- ক্লিয়ারেন্স ব্যতীত কোন জাহাজ প্রস্থান করিবে না।- (১) কোন জাহাজ, বোঝাইকৃত অথবা খালি যে অবস্থায় থাকুক না কেন, যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স মঞ্জুর না করা পর্যন্ত কোন কাস্টমস-বন্দর হইতে প্রস্থান করিবে না।

(২) জাহাজের মাস্টার পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স পেশ না করিলে কোন পাইলট জাহাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

৫২। জাহাজ ব্যতীত অন্য যানবাহন বিনা অনুমতিতে প্রস্থান করিবে না।- যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত অনুমতি প্রদান না করা পর্যন্ত জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন কাস্টমস-স্টেশন অথবা কাস্টমস-বিমানবন্দর হইতে প্রস্থান করিবে না।

৫৩। জাহাজের পোর্ট-ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন।- (১) পোর্ট-ক্লিয়ারেন্সের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্র জাহাজের মাস্টার কর্তৃক জাহাজটির প্রস্তাবিত প্রস্থানের কম পক্ষে চব্বিশ ঘন্টা পূর্বে পেশ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস অথবা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিপিবদ্ধ কোন বিশেষ কারণে উক্ত আবেদনপত্র আরো কম সময়ে পেশ করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যখন মাস্টার একজন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হন তখন তিনি এই উপধারার অধীন আবেদনপত্রটি কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রেরণের মাধ্যমে পেশ করিতে পারিবেন এবং এইভাবে পেশকৃত আবেদনপত্র তৎকর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) পোর্ট- ক্লিয়ারেন্সের জন্য আবেদন করার সময়ে মাস্টার -

(ক) বোর্ড কর্তৃক, সময়ে সময়ে নির্ধারিত ফরমে, জাহাজে রপ্তানি করা হইবে এইরূপ সকল পণ্যের বর্ণনা সম্বলিত উক্ত মাস্টার কর্তৃক স্বাক্ষরিত দুই প্রস্থ রপ্তানি মেনিফেস্ট যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিবেন এবং উহাতে আমদানি মেনিফেস্টে প্রদর্শিত সকল পণ্য এবং ভান্ডার সামগ্রী, যাহা অবতরণ করা হয় নাই অথবা জাহাজে ভোগ করা হয় নাই অথবা ট্রানশিপ করা হয় নাই, তাহা পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শন করিবেন;

(খ) কমিশনার অব কাস্টমস এর সাধারণ নির্দেশাবলীর অধীন কর্মরত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ সকল বিল অব এক্সপোর্ট অথবা অন্যান্য দলিলপত্র উক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিবেন; এবং

(গ) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা জাহাজের প্রস্থান এবং গন্তব্যস্থান সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন করিবেন তাহার উত্তর দিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মাস্টার যদি একজন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হন তাহা হইলে তিনি রপ্তানি মেনিফেস্ট এবং দফা (খ) ও (গ) এ উল্লেখিত দলিলপত্র কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং সেইভাবে প্রেরিত দলিলপত্র এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ধারা ৪৫ এর আমদানি মেনিফেস্টের সংশোধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ ধারা ৫৪ এর অধীন অর্পিত রপ্তানি মেনিফেস্টের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য হইবে।

৫৪। জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনকে প্রস্থানের পূর্বে দলিলপত্র অর্পণ করিতে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।- জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট-

(ক) বোর্ড কর্তৃক, সময়ে সময়ে নির্ধারিত ফরমে, উক্ত যানে যে সকল পণ্য রপ্তানি হইবে তাহা উল্লেখপূর্বক তাহার অথবা তাহার এজেন্টের স্বাক্ষরযুক্ত দুই প্রস্থ রপ্তানি মেনিফেস্ট যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিবেন এবং উক্ত যানবাহনের আমদানি মেনিফেস্টে প্রদর্শিত সকল পণ্য এবং ভান্ডার সামগ্রী, যাহা অবতরণ করা হয় নাই অথবা যানবাহনে ভোগ করা হয় নাই অথবা ট্রানশিপ করা হয় নাই, তাহা পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শন করিবেন ;

(খ) কমিশনার অব কাস্টমস এর সাধারণ নির্দেশাবলীর অধীন কর্মরত যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ সকল বিল অব এক্সপোর্ট অথবা অন্যান্য দলিলপত্র উক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিবেন ; এবং

(গ) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যানবাহনটির প্রস্থান এবং গন্ড্ব্যস্থান সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন করিবেন তাহার উত্তর দিবেন।

৫৫। জাহাজের পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা অন্যান্য যানবাহনের প্রস্থানের অনুমতি প্রদান অস্বীকার করার ক্ষমতা।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা জাহাজের পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা অন্যান্য যানবাহনের প্রস্থান-অনুমতি প্রদান অস্বীকার করিতে পারিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না-

(ক) ধারা ৫৩ অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫৪ এর বিধান পরিপালন করা হয় ;

(খ) উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে উহার মালিক অথবা মাস্টার কর্তৃক অথবা অন্য যানবাহনের ক্ষেত্রে উহার মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জাহাজের জন্য প্রদেয় স্টেশন অথবা বন্দরের সকল পাওনা, অন্যান্য চার্জ এবং অর্থদন্ড এবং উহাতে বোঝাইকৃত পণ্য সমূহের উপর প্রদেয় সকল শুল্ক, কর এবং অন্যান্য পাওনা যথাযথভাবে পরিশোধ করা হয় অথবা উক্ত কর্মকর্তা যেমন নির্দেশ করেন তেমন গ্যারান্টি দ্বারা অথবা তেমন হারে অর্থ জমা প্রদান দ্বারা নিশ্চিত করা হয় ;

(গ) যে ক্ষেত্রে উপরের বর্ণনামতে প্রদেয় সকল শুল্ক, কর এবং অন্যান্য পাওনা পরিশোধ ব্যতীত অথবা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান ব্যতীত অথবা এই আইনের অথবা বিধিমালার অথবা আপাতত বলবৎ পণ্য রপ্তানি সম্পর্কিত অন্য কোন আইনের বিধান লংঘন করিয়া রপ্তানি পণ্য বোঝাই করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে -

(অ) উক্ত পণ্য নামানো হয়, অথবা -

(আ) যদি যথোপযুক্ত কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত পণ্য নামানো বাস্তবসম্মত নয়, তাহা হইলে পণ্য বাংলাদেশে ফেরত আনার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত

এজেন্ট অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন অথবা উক্ত কর্মকর্তা যেমন নির্দেশ করেন তেমন গ্যারান্টি অথবা তেমন পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করেন ;

(ঘ) এজেন্ট, যদি থাকেন, যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে লিখিত ঘোষণা প্রদান করেন যে তিনি ধারা ১৫৬ এর উপধারা (১) এর অধীন টেবিলের দফা ২৪ অনুসারে আরোপিত কোন অর্থদন্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন এবং উহা সম্পাদন করার জন্য জামানত পেশ করেন ;

(ঙ) এজেন্ট,যদি থাকেন, যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে লিখিত ঘোষণা প্রদান করেন যে আমদানি পণ্যের অন্তর্ভুক্ত কোন পণ্যের মালিক কর্তৃক উক্ত পণ্যের ক্ষতি হওয়ার অথবা কম পণ্য অর্পণ করার দাবী প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহা পূরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(২) উপধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ঘোষণা প্রদানকারী এজেন্ট ধারা ১৫৬ এর উপধারা (১) এর অধীন টেবিলের দফা ২৪ অনুযায়ী আরোপিত সকল অর্থদন্ডের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন এবং উপধারা (১) এর দফা (ঙ) এর অধীন ঘোষণা প্রদানকারী এজেন্ট উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত সকল দাবী পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৫৬। পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা প্রস্থানের অনুমতি মঞ্জুরী।- যখন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই অধ্যায়ের যানবাহন সম্পর্কিত বিধানাবলী যথাযথভাবে পরিপালিত হইয়াছে তখন তিনি জাহাজের মাস্টারকে পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স এবং অন্য যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্থানের অনুমতি মঞ্জুর করিবেন এবং একই সময়ে তৎকর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মেনিফেস্টের একটি কপি মাস্টারকে অথবা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ফেরত প্রদান করিবেন।

৫৭। এজেন্টের জামানতের ভিত্তিতে পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা প্রস্থানের অনুমতি মঞ্জুরী ।- ধারা ৫৫ অথবা ধারা ৫৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, যথোপযুক্ত কর্মকর্তা জাহাজের ক্ষেত্রে পোর্ট ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রস্থানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন যদি ধারা ৫৩ অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫৪ এ নির্ধারিত রপ্তানি মেনিফেস্ট এবং অন্যান্য দলিলপত্র উক্ত মঞ্জুরীর তারিখ হইতে দশ দিবসের মধ্যে যথাযথভাবে অর্পণ করার জন্য এজেন্ট এমন জামানত পেশ করেন যাহা উক্ত কর্মকর্তার নিকট পর্যাপ্ত মনে হয়।

৫৮। পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা প্রস্থানের অনুমতি বাতিল করার ক্ষমতা।- (১) এই আইনের, বিধিমালার অথবা অন্য কোন আইনের বিধান পরিপালন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাহাজটি যখন কোন বন্দর এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্য কোন যানবাহন যখন কোন স্টেশন অথবা বিমানবন্দর অথবা বাংলাদেশ ভূখন্ডের অভ্যন্তরে থাকে তখন যে কোন সময়ে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা প্রস্থানের লিখিত অনুমতি ফেরত প্রদানের দাবী করিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপ কোন দাবী লিখিতভাবে করা যাইবে অথবা যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বেতারবার্তা যোগে জানান যাইবে, এবং লিখিতভাবে করা হইলে তাহা -

(ক) ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তাহার এজেন্টের নিকট ব্যক্তিগতভাবে অর্পণের মাধ্যমে ; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তির অথবা এজেন্টের সর্বশেষ জ্ঞাত বাসস্থানে রাখিয়া আসার মাধ্যমে ; অথবা

(গ) যানবাহনটির উপর ভারপ্রাপ্ত অথবা পরিচালনার দায়িত্বে আছেন বলিয়া প্রতীয়মান ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসার মাধ্যমে জারী করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে পূর্বোক্তমতে পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা প্রস্থানের অনুমতি ফেরত প্রদানের দাবী করা হয় সেই ক্ষেত্রে পোর্ট - ক্লিয়ারেন্স অথবা অনুমতি অবিলম্বে বাতিল হইয়া যাইবে।

৫৯। কয়েক শ্রেণীর যানবাহনকে এই অধ্যায়ের কতিপয় বিধান হইতে অব্যাহতি।- (১) জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনে অবস্থানকারীদের ব্যাগেজ ব্যতীত অন্য পণ্য বহন করা না হইলে উহার ক্ষেত্রে ধারা ৪৪, ৫২ এবং ৫৪ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের সকল অথবা যে কোন বিধান হইতে সরকারের অথবা কোন বিদেশী সরকারের মালিকানাধীন যানবাহনকে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

কাস্টমস-স্টেশনে যানবাহন সংশ্লিষ্ট সাধারণ বিধানসমূহ

৬০। যানবাহনে আরোহণের জন্য কাস্টমস কর্মকর্তা নিযুক্ত করার ক্ষমতা।- যখন কোন যানবাহন কোন কাস্টমস-স্টেশনে অবস্থান করে অথবা উক্ত স্টেশনের দিকে অগ্রসর হয় তখন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যে কোন সময়ে এক অথবা একাধিক কাস্টমস কর্মকর্তা যানবাহনটিতে আরোহণের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবে, এবং এই ভাবে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা যতক্ষণ যথোপযুক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত যানবাহনে অবস্থান করিবেন।

৬১। কর্মকর্তাকে গ্রহণ করিতে এবং তাহার থাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে।- যখন একজন কাস্টমস কর্মকর্তাকে এইভাবে কোন যানবাহনে আরোহণের জন্য নিযুক্ত করা হয় তখন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিতে, তাহার জন্য উপযুক্ত থাকার ব্যবস্থা করিতে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬২। কর্মকর্তাগণের প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা।- (১) পূর্ব বর্ণনামতে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তার যানবাহনের প্রতিটি অংশে প্রবেশের অবাধ অধিকার থাকিবে এবং তিনি -

(ক) উক্ত যানবাহন হইতে খালাসের পূর্বে যে কোন পণ্য চিহ্নযুক্ত করাইতে পারিবেন ;

(খ) যানবাহনে পরিবহনকৃত কোন পণ্য অথবা কোন স্থান অথবা কন্টেইনার, যাহাতে পণ্য পরিবহন করা হয়, তাহা তালাবদ্ধ, সীলকৃত, চিহ্নযুক্ত অথবা অন্যভাবে নিরাপদ করিতে পারিবেন ; অথবা

(গ) ডেকের ফাঁক অথবা খোলের প্রবেশপথ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(২) যদি উক্ত যানবাহনে কোন বাক্স, স্থান অথবা বন্ধ পাত্র তালাবদ্ধ থাকে এবং উহার চাবি দিতে অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বিষয়টি যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট করিবেন, যিনি তৎপ্রেক্ষিতে যানবাহনে অবস্থানকারী কর্মকর্তা অথবা তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকে উহা তল্লাশী করার লিখিত আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত আদেশে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদেশটি উপস্থাপন করিয়া উক্ত বাক্স, স্থান অথবা বন্ধ পাত্র তাহার সম্মুখে খোলার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং তাহার নির্দেশ মতে উহা খোলা না হইলে তিনি উহা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

৬৩। যানবাহন সীলকরণ।- যে সকল যানবাহন বাংলাদেশের বাহিরে গন্তব্যস্থলের জন্য ট্রানজিট পণ্য বহন করে অথবা বিদেশী ভুখন্ড হইতে কোন কাস্টমস-স্টেশনে অথবা কোন কাস্টমস-স্টেশন হইতে বিদেশী ভুখন্ডে পণ্য বহন করে সেই সকল যানবাহন বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে সীল করা যাইবে।

৬৪। কর্মকর্তার উপস্থিত ব্যতিরেকে পণ্য বোঝাই অথবা খালাস অথবা জলযানযোগে পরিবহন করা যাইবে না।- ধারা ৬৭ এর অধীন প্রদত্ত সাধারণ অনুমতি অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমতির ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে যাত্রী ব্যাগেজ অথবা জাহাজের নিরাপত্তার জন্য জরুরী প্রয়োজনীয় ব্যালাস্ট বোঝাই করা বাদে অন্য কোন পণ্য কাস্টমস-বন্দরে কোন জাহাজে বোঝাইকরণ অথবা বোঝাইয়ের জন্য জলযানযোগে পরিবহন অথবা জাহাজ হইতে নামানো যাইবে না অথবা যাত্রী ব্যাগেজ বাদে অন্য কোন পণ্য ল্যান্ড কাস্টমস-স্টেশনে অথবা কাস্টমস বিমান বন্দরে অন্য কোন যানবাহনে বোঝাই অথবা কোন যানবাহন হইতে নামানো যাইবে না।

৬৫। কতিপয় দিবসে এবং কতিপয় সময়ে পণ্য বোঝাই, খালাস অথবা ছাড় করানো যাইবে না।- যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফী পরিশোধ না করিয়া-

(ক) নেগোশিয়েবল ইন্স্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১(১৮৮১ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৫ এর সংজ্ঞামতে কোন সরকারী ছুটির দিন অথবা অন্য কোন দিন, যেদিন কোন কাস্টমস-বন্দরে যান খালাস অথবা বোঝাই অথবা কোন ল্যান্ড কাস্টমস-স্টেশনে অথবা ক্ষেত্রমত, কাস্টমস-বিমানবন্দরে পণ্য বোঝাই, নামানো,

ছাড় প্রদান অথবা অর্পণ করা বোর্ড কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিষিদ্ধ করা হয় সেই দিনে; অথবা

(খ) অন্য কোন দিনে বোর্ড কর্তৃক, অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময়ে সময়ে নির্ধারিত কার্য সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কোন কাস্টমস-বন্দরে যাত্রী ব্যাগেজ বা মেইল ব্যাগ ব্যতীত অন্য কোন পণ্য খালাস অথবা বোঝাই অথবা বোঝাইয়ের জন্য জলযানযোগে পরিবহন করা যাইবে না অথবা কোন ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশনে অথবা কাস্টমস-বিমান বন্দরে কোন পণ্য বোঝাই, নামনো অথবা ছাড় প্রদান করা যাইবে না।

৬৬। অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্যত্র পণ্য বোঝাই করা অথবা নামানো যাইবে না।- ধারা ৬৭ এর অধীন প্রদত্ত সাধারণ অনুমতি অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি ছাড়া ধারা ১০ এর দফা (খ) এর অধীন পণ্য নামানো অথবা বোঝাইয়ের জন্য যথাযথভাবে অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আমদানিকৃত কোন পণ্য নামানো অথবা রপ্তানির জন্য বোঝাই করা যাইবে না।

৬৭। ধারা ৬৪ এবং ৬৬ হইতে অব্যাহতি দানের ক্ষমতা।- ধারা ৬৪ অথবা ধারা ৬৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পণ্য বোঝাইয়ের জন্য যথাযথভাবে নির্ধারিত হয় নাই এমন কোন স্থান হইতে এবং কোন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতি অথবা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কাস্টমস স্টেশনে পণ্য বোঝাইয়ের সাধারণ অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬৮। বোট-নোট।- (১) যখন কোন পণ্য জলযান যোগে পরিবহনের উদ্দেশ্যে কোন জাহাজ হইতে অবতরণ করা হয় এবং উহা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য অথবা স্থানীয় ভোগের জন্য খালাস করা হয় অথবা রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোন জাহাজে বোঝাইয়ের জন্য বহন করা হয় তখন প্রত্যেক বোঝাইকৃত জলযান অথবা অন্য কোন আলাদা চালানের জন্য এইরূপ প্রেরিত প্যাকেজের সংখ্যা এবং মার্কস ও নাম্বার অথবা উহার অন্য প্রকার বর্ণনা উল্লেখপূর্বক একটি বোট-নোট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) পণ্য অবতরণের জন্য প্রতিটি বোট-নোট জাহাজের একজন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং যদি জাহাজে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অবস্থান করেন, তাহা হইলে তৎকর্তৃক উহা অনুরূপভাবে স্বাক্ষরিত হইবে এবং গন্তব্যে পৌঁছার পর উহা গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

(৩) পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিটি বোট-নোট যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা যে জাহাজে পণ্য রপ্তানি করা হইবে উক্ত জাহাজে অবস্থান করেন তাহা হইলে উহা উক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করা হইবে এবং যদি কোন কর্মকর্তা জাহাজে অবস্থান না করেন তাহা হইলে উহা জাহাজের মাস্টার অথবা উহা গ্রহণ করার জন্য নিযুক্ত জাহাজের কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করা হইবে।

(৪) অবতরণকৃত পণ্যের বোট-নোট গ্রহণকারী কাস্টমস কর্মকর্তা, এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের বোট-নোট গ্রহণকারী কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, মাস্টার অথবা অন্য কর্মকর্তা উক্ত বোট-নোট স্বাক্ষর করিবেন এবং কমিশনার অব কাস্টমস যেইরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ বিবরণ উহাতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময়ে সময়ে কোন কাস্টমস-বন্দর অথবা উহার কোন অংশের জন্য এই ধারার প্রয়োগ স্থগিত রাখিতে পারিবে।

৬৯। জলযানযোগে পরিবহনকৃত পণ্য অবিলম্বে অবতরণ অথবা জাহাজজাত করিতে হইবে।- অবতরণের অথবা জাহাজজাতকরণের উদ্দেশ্যে জলযানযোগে পরিবহনকৃত সকল পণ্য অযথা বিলম্ব না করিয়া অবতরণ অথবা জাহাজজাত করিতে হইবে।

৭০। অনুমতি ব্যতিরেকে পণ্য যানান্তর করা যাইবে না।- আসন্ন বিপদের ক্ষেত্র ব্যতীত কাস্টমস কর্মকর্তার অনুমতি ছাড়া অবতরণের অথবা জাহাজীকরণের উদ্দেশ্যে কোন নৌকায় খালাসকৃত অথবা বোঝাইকৃত কোন পণ্য অন্য কোন নৌকায় যানান্তর করা যাইবে না।

৭১। লাইসেন্সবিহীন কার্গো-বোট চলাচল নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা।- (১) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কাস্টমস-বন্দরের ক্ষেত্রে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত তারিখের পর যথাযথভাবে লাইসেন্সকৃত অথবা নিবন্ধিত নয় এমন নৌকাকে উক্ত বন্দর সীমানার মধ্যে পণ্যদ্রব্য অবতরণ অথবা জাহাজীকরণের জন্য কার্গো-বোট হিসাবে চলাচল করিতে দেওয়া হইবে না।

(২) যে বন্দরের ক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রজ্ঞাপন জারী করা হইয়াছে সেই বন্দরের ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা এই উদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোন কর্মকতা, বিধিমালা সাপেক্ষে, এবং বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে ফিস নির্ধারণ করে তাহা পরিশোধ করা হইলে, কার্গো-বোটের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং নিবন্ধন করিতে অথবা উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

৭২। অনধিক একশত টন জাহাজের চলাচল।- (১) বাংলাদেশী জাহাজের মালিকানাধীন প্রত্যেক নৌকা এবং অনধিক একশত টনের অন্যান্য প্রত্যেক নৌযান বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চিহ্নযুক্ত করিতে হইবে।

(২) অনধিক একশত টনের সকল অথবা যে কোন শ্রেণীর অথবা যে কোন বর্ণনার নৌযানের চলাচল সমুদ্রে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে হউক না কেন, বিধিমালা দ্বারা এইরূপ চলাচলের উদ্দেশ্য এবং সীমা নিষিদ্ধ, প্রণালীবদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

নবম অধ্যায়

পণ্য খালাস এবং পণ্যের অভ্যন্তরীণ এন্ট্রি

৭৩। যথাযথ অনুমতি প্রাপ্তির পর জাহাজের পণ্য খালাস আরম্ভ হইতে পারিবে।- যখন কাস্টমস-বন্দরে পৌঁছিয়াছে এইরূপ জাহাজকে অভ্যন্তরে আগমনের এন্ট্রির জন্য আদেশ প্রদান করা হয় অথবা উক্ত জাহাজের খোল উন্মুক্ত করার অনুমতি প্রদান করিয়া বিশেষ পাস দেওয়া হয় তখন উক্ত জাহাজের পণ্য খালাস আরম্ভ করা যাইবে ।

৭৪। জাহাজ ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের পণ্য খালাস।- যখন জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন ল্যান্ড কাস্টমস্-স্টেশন অথবা কাস্টমস-বিমানবন্দরে পৌঁছার পর উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারা ৪৪ এর অধীন আমদানি মেনিফেস্ট এবং ধারা ৪৮ এর অধীন প্রয়োজনীয় দলিলাদি অর্পণ করেন তখন তিনি যানবাহনটি অবিলম্বে ল্যান্ড কাস্টমস-স্টেশন অথবা কাস্টমস-বিমান বন্দরের পরীক্ষাস্থলে নিবেন অথবা নেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন এবং উক্ত যানবাহনে পরিবহনকৃত সকল পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অথবা এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে কাস্টম-হাউসে অপসারণ করিবেন অথবা অপসারণ করার ব্যবস্থা করিবেন।

৭৫। আমদানি মেনিফেস্টের অর্ন্তভুক্ত না হইলে আমদানিকৃত পণ্য নামানো যাইবে না।- (১) আমদানি মেনিফেস্টে প্রদর্শন করার আবশ্যকতা রহিয়াছে সেইরূপ আমদানিকৃত পণ্য উক্ত কাস্টমস-স্টেশনে নামানোর জন্য আমদানি মেনিফেস্টে অথবা সংশোধিত অথবা সম্পূরক আমদানি মেনিফেস্টে উল্লেখ করা না হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যানবাহন হইতে উক্ত পণ্য নামানো যাইবে না।

(২) এই ধারার কোন কিছুই কোন যাত্রী অথবা ক্রু-সদস্যের সঙ্গে করিয়া আনা ব্যাগেজ অথবা মেইল ব্যাগ নামানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৭৬। অনুমোদিত সময়ের মধ্যে জাহাজ হইতে না নামানো পণ্য সম্পর্কিত পদ্ধতি।- (১) (ক) যদি বিল অব লেডিং এ যেইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে সেইরূপ সময়ের মধ্যে অথবা যদি কোন সময়ের উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে বোর্ড, সময়ে সময়ে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাহাজ এন্ট্রির অনধিক পনের কার্যদিবসের মধ্যে যেইরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ সময়ের মধ্যে জাহাজে আমদানিকৃত পণ্য (নামানো হইবে না বলিয়া আমদানি মেনিফেস্টে প্রদর্শিত পণ্য ব্যতীত) নামানো না হয়, অথবা

(খ) যদি সামান্য পরিমাণ পণ্য ব্যতীত কোন জাহাজের পণ্য উক্তরূপ নির্ধারিত অথবা নিয়োগকৃত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে খালাস করা হয়, তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাস্টার অথবা তাহার আবেদনক্রমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা তখন উক্ত পণ্য কাস্টম-হাউসে বহন করিতে পারিবেন এবং উহা সেখানে এন্ট্রির অপেক্ষায় থাকিবে।

(২) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা অতঃপর উক্ত পণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং উহার জন্য প্রাপ্তি রশিদ প্রদান করিবেন ; এবং যদি জাহাজের মাস্টার অথবা এজেন্ট কর্তৃক যথোপযুক্ত কর্মকর্তাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করা হয় যে পণ্য সমূহ ফ্রেইট, প্রাইমেজ, জেনারেল এভারেজ, ডেমারেজ, কন্টেইনার ডিটেনশন চার্জ, ডেড-ফ্রেইট, টার্মিনাল হ্যান্ডলিং চার্জ, কন্টেইনার সার্ভিস চার্জ অথবা অন্য কোন চার্জ এর লিয়েনের অধীন থাকিবে, তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা বর্ণিত চার্জসমূহ পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে লিখিত নোটিশ না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত পণ্যের দখল গ্রহণ করিবেন।

৭৭। ক্ষুদ্র পার্সেল অবতরণ করানোর এবং দাবীদারবিহীন পার্সেল নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা।- (১) জাহাজ পৌঁছার পর যে কোন সময়ে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত জাহাজের মাস্টারের সম্মতিক্রমে পণ্যের কোন ক্ষুদ্র প্যাকেজ অথবা পার্সেল কাস্টম-হাউসে বহন করার ব্যবস্থা করিবেন, যেখানে উহা এন্ট্রির জন্য কাস্টমস কর্মকর্তাগণের দায়িত্বে এই আইনের অধীন উক্ত প্যাকেজ বা পার্সেল অবতরণের জন্য অনুমোদিত অবশিষ্ট কার্যদিবস পর্যন্ত রক্ষিত থাকিবে।

(২) যদি এইভাবে কাস্টম হাউসে বহনকৃত কোন প্যাকেজ অথবা পার্সেল উহা নামানোর জন্য অনুমোদিত সংখ্যক কার্যদিবস উত্তীর্ণ হওয়ার পর অথবা যে জাহাজ হইতে উহা নামানো হইয়াছে তাহা বর্হিগমনের ছাড়পত্র প্রদান করার সময় দাবীদারবিহীন থাকে, তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাষ্টার ধারা ৭৬ এর বিধানমতে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং কাস্টম-হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতঃপর উক্ত ধারার ব্যবস্থামতে উক্ত প্যাকেজ অথবা পার্সেলের দখল গ্রহণ করিবেন।

৭৮। অবিলম্বে নামানোর অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা।- (১) ধারা ৭৪, ৭৬ এবং ৭৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কাস্টমস- স্টেশনের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য ঘোষণা করিয়াছে সেই স্টেশনের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা ধারা ৪৭ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অথবা ধারা ৪৯ এর অধীন প্রদত্ত বিশেষ পাস প্রাপ্তির সাথে সাথে কোন জাহাজের মাস্টারকে অথবা আমদানি মেনিফেস্ট প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে জাহাজ ব্যতীত অন্য যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উক্ত যানবাহনে আমদানিকৃত সকল পণ্য অথবা উহার অংশ বিশেষ তাহার এজেন্টের জিম্মায়, যদি তিনি উহা গ্রহণ করিতে সম্মত থাকেন, উহা নিু বর্ণিত স্থানে খালাসের উদ্দেশ্যে নামানোর অনুমতি দিতে পারিবেন-

(ক) কোন কাস্টম-হাউসে, নির্ধারিত অথবা কোন অবতরণ স্থানে অথবা জেটিতে; অথবা

(খ) পোর্ট কমিশনার, পোর্ট ট্রাস্ট, রেলওয়ে অথবা অন্য কোন সরকারী সংস্থা অথবা কোম্পানীর মালিকানাধীন কোন অবতরণ স্থানে অথবা জেটিতে; অথবা

(গ) হেফাজতে দেওয়ার জন্য কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তির নিকট।

(২) উক্ত পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ গ্রহণকারী কোন এজেন্ট উক্ত পণ্যের মালিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এতদসম্পর্কিত কোন ক্ষতি অথবা কম সরবরাহের সকল দাবী মিটাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত মালিকের নিকট হইতে প্রদত্ত সেবা বাবদ চার্জসমূহ আদায় করার অধিকারী হইবেন, কিন্তু যে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ নামানোর জন্য মালিক কর্তৃক কোন এজেন্ট পূর্বাহ্নে নিযুক্ত হইয়া থাকেন এবং উক্ত নিযুক্তি বাতিল না হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত এজেন্ট কমিশন অথবা অনুরূপ কোন কিছু পাইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত আদেশ ব্যতীত উক্ত পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ গ্রহণকারী কোন এজেন্ট ইহা অপসারণ করিতে অথবা অন্যভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেন না।

(৩) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উপধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন খালাসকৃত সকল পণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং ধারা ৭৬ এবং ধারা ৮২ এর বিধানমতে উহাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) উপধারা (১) এর দফা (খ) বা দফা (গ) এর অধীন কোন সরকারী সংস্থা অথবা কোম্পানী অথবা পোর্ট কর্তৃপক্ষ অথবা এয়ারলাইন্স অথবা ব্যক্তির মালিকানাধীন অবতরণ স্থানে অথবা জেটিতে বা মজুদ করার স্থানে কোন পণ্য নামানো হইলে

তাহারা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত আদেশ ব্যতীত উহা অপসারণ করিতে অথবা অন্য কোন ভাবে ব্যবস্থাপনা করিতে পারিবেন না।

৭৯। দেশীয় ভোগের অথবা ওয়্যারহাউসকরনের জন্য এন্ট্রি।- (১) বোর্ড যেরূপ নির্দেশ প্রদান করে সেইরূপ ফরমে এবং পদ্ধতিতে এবং সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ পূর্বক কোন আমদানিকৃত পণ্যের মালিক উক্ত পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য অথবা ওয়্যারহাউসকরনের জন্য অথবা অন্য কোন অনুমোদিত উদ্দেশ্যে উহা এন্ট্রি করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক যদি এই মর্মে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট ঘোষণা প্রদান এবং স্বাক্ষর করেন যে বিল অব এন্ট্রি অর্পণ করার জন্য অপরিহার্য তথ্যের অভাবে তিনি ইহা অর্পণ করিতে অপারগ, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা উহা এন্ট্রির পূর্বে তাহাকে উক্ত পণ্য একজন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা উক্ত তথ্য পেশ করা সাপেক্ষে ধারা **১২** এর অধীন নিয়োগকৃত সরকারী ওয়্যারহাউসে, ওয়্যারহাউসকরণ না করিয়া, উক্ত পণ্য জমা রাখার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(১ক) যে মালিক ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিল অব এন্ট্রি অর্পণ অথবা প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে কমিশনার অব কাস্টমস উপধারা (২) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিক অথবা তাহার এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং উক্ত কমিশনার যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ তথ্য এবং দলিলপত্র সম্বলিত একটি কাগজের বিল অব এন্ট্রি যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(২) কাস্টমস-বন্দরে অথবা ল্যান্ড কাস্টমস-স্টেশনে অথবা কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোতে পণ্য নামানোর ত্রিশ দিবসের মধ্যে অথবা কাস্টমস-বিমান বন্দরে উহা নামানোর একুশ দিবসের মধ্যে অথবা কমিশনার অব কাস্টমস যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে উপধারা (১) এর অধীন বিল অব এন্ট্রি উপস্থাপন করা এবং পণ্য খালাস করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস মেনিফেস্ট অর্পণের পূর্বেই বিল অব এন্ট্রি উপস্থাপনের অনুমতি দিতে পারিবেন যদি যে জাহাজে অথবা উড়োজাহাজে বাংলাদেশে আমদানির জন্য পণ্য যানজাতকরণ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ উপস্থাপনের ত্রিশ দিবসের মধ্যে পৌঁছার আশা করা যায়।

(৩) যদি কমিশনার অব কাস্টমস এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কাস্টমস-শুল্ক হার বিরূপভাবে প্রভাবিত হইবে না এবং প্রতারণা করার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা হইলে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতিতে এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া ওয়্যারহাউসিং বিল অব এন্ট্রি দ্বারা দেশীয় ভোগের বিল অব এন্ট্রি প্রতিস্থাপন করার অথবা তদ্বিপরীতভাবে প্রতিস্থাপন করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৭৯ক। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত বিল অব এন্ট্রি এবং দলিলপত্র গ্রহণ।- বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, প্রজ্ঞাপনে উলেণ্টখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত বিল অব এন্ট্রি এবং সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র গ্রহণ করা যাইবে।

৭৯খ। কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ ।- কোন ব্যক্তি কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য প্রেরণ অথবা সেখান হইতে তথ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যদি না সেই ব্যক্তি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক উক্ত কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের একজন ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধিত হন।

৭৯গ। নিবন্ধিত ব্যবহারকারী।- (১) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধিত হইতে ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে কমিশনার অব কাস্টমস এর নিকট লিখিত আবেদন করিতে পারিবেন এবং আবেদনের ব্যাপারে কমিশনার কর্তৃক নির্দেশিত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) আবেদনের উদ্দেশ্যে উক্ত কমিশনার যেইরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের জন্য তিনি নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উক্ত কমিশনার -

(ক) যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ শর্ত এবং পরিসীমা সাপেক্ষে আবেদনপত্রটি মঞ্জুর করিতে ; অথবা

(খ) আবেদনপত্রটি নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৪) উক্ত কমিশনার তাহার সিদ্ধান্তের নোটিশ লিখিতভাবে আবেদনকারীকে প্রদান করিবেন।

৭৯ঘ। নিবন্ধিত ব্যবহারকারীদের ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার বরাদ্দ।- (১) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমের ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে উক্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কমিশনার অব কাস্টমস যেইরূপ নির্ধারণ করেন সেইরূপ ফরম এবং প্রকৃতির একটি ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার বরাদ্দ করিবেন।

(২) এই ধারার উপ-ধারা (১) অনুসরণে বরাদ্দকৃত ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার নিবন্ধিত ব্যবহারকারী কর্তৃক কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য প্রেরণের এবং উহা হইতে তথ্য গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

(৩) কমিশনার অব কাস্টমস, লিখিত নোটিশ দ্বারা, ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ারগণের ব্যবহার এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধিত ব্যবহারকারী অথবা সাধারণভাবে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীগণের উপর শর্তাবলী এবং পরিসীমা আরোপ করিতে পারিবেন।

৭৯ঙ। ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ারের ব্যবহার।- (১) যেই ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে বরাদ্দকৃত ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার ব্যবহারপূর্বক কাস্টমস কম্পিউটার

সিস্টেমে তথ্য প্রেরণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত তথ্য প্রেরণ বিপরীত প্রমাণের অনুপস্থিতিতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য হইবে যে ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার বরাদ্দকৃত নিবন্ধিত ব্যবহারকারী উক্ত তথ্য প্রেরণ করিয়াছেন।

(২) যে ক্ষত্রে ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার ইহা ব্যবহারের অধিকারী নন এমন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে এই ধারার উপধারা (১) প্রযোজ্য হইবে না যদি ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার বরাদ্দকৃত নিবন্ধিত ব্যবহারকারী উক্ত আইডেন্টিফাইয়ারটির অনুমোদিত ব্যবহারের পূর্বে কমিশনার অব কাস্টমসকে লিখিত নোটিশ প্রদান করেন যে ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ারটি আর নিরাপদ নয়।

৭৯চ। নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর নিবন্ধন বাতিল।- (১) যে ক্ষেত্রে এখতিয়ার সম্পন্ন কমিশনার অব কাস্টমস যে কোন সময়ে সন্তুষ্ট হন যে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে নিবন্ধিত ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তি-

(ক) উক্ত কমিশনার কর্তৃক এই আইনের ধারা ৭৯-গ (৩) এর অধীন আরোপিত নিবন্ধনের কোন শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন, অথবা

(খ) উক্ত কমিশনার কর্তৃক এই আইনের ধারা ৭৯-ঘ (৩) এর অধীন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ারের ব্যবহার এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত আরোপিত কোন শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা উহা লংঘন করিয়াছেন, অথবা

(গ) এই আইনের অধীন কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে অসঙ্গত নিবেশন অথবা ইহাতে হস্তক্ষেপ সম্পর্কিত কোন অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হইয়াছেন

- সেই ক্ষেত্রে উক্ত কমিশনার বাতিলের কারণ সমূহ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হিসাবে তাহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

৭৯ছ। প্রেরণের নথি কাস্টমস সংরক্ষণ করিবে।- (১) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর নিকট হইতে প্রেরিত অথবা প্রাপ্ত প্রতিটি তথ্যের নথি কাস্টমস অবশ্যই সংরক্ষণ করিবে।

(২) এই ধারার উপধারা (১) এ বর্ণিত নথি উহা প্রেরণের অথবা প্রাপ্তির তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য অথবা যেরূপ নির্ধারিত হয় সেইরূপ অন্য কোন মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৮০। শুল্ক নিরূপণ।- (১) উক্ত বিল অব এন্ট্রি অর্পণের অথবা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণের পর পণ্য অথবা যেইরূপ প্রয়োজন হয় উহার সেইরূপ অংশ মালিকের অথবা তাহার এজেন্টের উপস্থিতিতে, যদি না কোন ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এইরূপ উপস্থিতির অনুমতি প্রদান করা যায়, অযথা বিলম্ব ব্যতীত, সরেজমিন পরীক্ষা অথবা গবেষণাগার পরীক্ষা করিতে হইবে এবং অতঃপর পণ্যের শুল্ক, যদি থাকে, নিরূপিত হইবে এবং তখন উক্ত পণ্যের মালিক অতঃপর ব্যবস্থিত বিধানাবলী সাপেক্ষে উহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য খালাস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরেজমিন পরীক্ষা অথবা গবেষণাগার পরীক্ষার পূর্বে বিল অব এন্ট্রিতে আমদানিকৃত পণ্য সম্পর্কিত বিবরণ এবং বিধিমালার অধীন পেশকৃত এবং ধারা ২৬ এর অধীন উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উহার শুল্ক নিরূপণের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, তবে পরবর্তীকালে যদি পণ্য পরীক্ষায় অথবা অন্যভাবে দেখা যায় যে শুল্ক নিরূপণ সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে বিল অব এন্ট্রির দলিলপত্রের কোন বিবরণ অথবা উক্তরূপ সরবরাহকৃত কোন তথ্য শুদ্ধ নহে, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে এই আইনের অধীন অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা ক্ষুন্ন না করিয়া উক্ত পণ্যের শুল্ক পুনঃ-নিরূপণ করা হইবে।

(৩) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন আমদানিকারক অথবা কোন শ্রেণীর আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত কোন পণ্য অথবা পণ্য শ্রেণীকে উপ-ধারা (১) এর অধীন সরেজমিন পরীক্ষা অথবা গবেষণাগার পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা হইতে জনস্বার্থে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যের জন্য বিল অব এন্ট্রি অর্পণ অথবা প্রেরণের পর এই ধারার উদ্দেশ্যে শুল্ক যথাযথভাবে নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে যে, কোন বিল অব এন্ট্রির ক্ষেত্রে পুনশুল্কায়ন প্রয়োজন সেখানে তিনি কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পণ্যের জন্য প্রদেয় শুল্ক পুনর্নিরূপণ করিবেন এবং এই আইনের অধীন তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ অন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

৮১। সাময়িক শুল্ক নিরূপণ।- (১) যে ক্ষেত্রে দেশীয় ভোগের জন্য অথবা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য অথবা দেশীয় ভোগের উদ্দেশ্যে ওয়্যারহাউস হইতে খালাসের জন্য এন্ট্রি করা কোন আমদানিকৃত পণ্যের উপর অথবা রপ্তানির জন্য এন্ট্রি করা কোন পণ্যের উপর প্রদেয় কাস্টমস-শুল্ক পণ্যসমূহের রাসায়নিক অথবা অন্যান্য পরীক্ষার কারণে অথবা শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনে অথবা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত সকল দলিলপত্র অথবা সম্পূর্ণ দলিলপত্র অথবা পূর্ণ তথ্য সরবরাহ না করার জন্য অবিলম্বে কাস্টমস্-শুল্ক নিরূপণ করা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় শুল্ক সাময়িকভাবে নিরূপণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সাময়িকভাবে শুল্ক নিরূপণের উপর চূড়ান্ত শুল্কায়নের ফলে যে অতিরিক্ত শুল্ক প্রদেয় হইবে উহা পরিশোধ করার জন্য উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায় যেরূপ পর্যাপ্ত হয় আমদানিকারক (ওয়্যারহাউসিং এর জন্য এন্ট্রিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) অথবা রপ্তানিকারক সেইরূপ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ জামানত হিসাবে প্রদান করেন অথবা কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকের গ্যারান্টি দাখিল করেন।

(২) যে ক্ষেত্রে এই রূপ সাময়িক শুল্কায়নের ভিত্তিতে কোন পণ্য খালাস প্রদান অথবা অর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের উপর প্রদেয় প্রকৃত শুল্ক সাময়িক শুল্কায়নের তারিখ হইতে একশত বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে এবং যেই ক্ষেত্রে কোন আদালত , ট্রাইবুনাল অথবা আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট কোন মামলা অনিষ্পন্ন রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্তভাবে নিরূপণ করিতে হইবে এবং উক্ত শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর যথোপযুক্ত কর্মকর্তা ইতোপূর্বে পরিশোধিত অথবা গ্যারান্টিকৃত অর্থের সাথে চূড়ান্ত শুল্কায়নের ভিত্তিতে

প্রদেয় অর্থের বিপরীতে শুল্কের পরিমাণ সমন্বয় করার আদেশ প্রদান করিবেন এবং উহাদের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অনতিবিলম্বে পরিশোধ করিবেন অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহাদের নিকট ফেরত প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, উহা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এই উপ-ধারার অধীন বর্ণিত চূড়ান্ত শুল্কায়নের সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

৮২। পণ্য নামানোর পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা খালাস অথবা ওয়্যারহাউসিং অথবা ট্রানশিপ না করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।- কাস্টমস-বন্দর অথবা ল্যান্ড কাস্টমস-স্টেশনে অথবা কাস্টমস-ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোতে নামানোর তারিখ হইতে ত্রিশ দিবসের মধ্যে অথবা কাস্টমস-বিমানবন্দরে পণ্য নামানোর তারিখ হইতে একুশ দিবসের মধ্যে অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ অনুমতি প্রদান করেন সেইরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে যদি দেশীয় ভোগের অথবা ওয়্যারহাউসিং অথবা ট্রানশিপ করার জন্য উহা এন্ট্রি এবং খালাস করা না হয়, তাহা হইলে মালিকের ঠিকানা সংগ্রহ করা গেলে তাহাকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা তাহার ঠিকানা সংগ্রহ করা না গেলে নোটিশটি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া উক্ত পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার আদেশক্রমে বিক্রয় করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) জীবজন্তু, পচনশীল এবং বিপজ্জনক পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে যে কোন সময় বিক্রয় করা যাইবে ;

(খ) অস্ত্র, গোলাবারুদ অথবা সামরিক সরঞ্জাম সরকারের অনুমোদনক্রমে বোর্ড যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করে সেইরূপ সময়, স্থান এবং পদ্ধতিতে বিক্রয় অথবা অন্যভাবে ব্যবস্থা করা যাইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই দেশীয় ভোগের জন্য শুল্কযোগ্য কোন পণ্য কাস্টমস-শুল্ক পরিশোধ না করিয়া অপসারণের ক্ষমতা প্রদান করিবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে ন্যায়নির্ণয়ন, আপীল, পুনরীক্ষণ অথবা কোন আদালতের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে উপধারা (১) এর অধীন কোন পণ্য বিক্রয় করা হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী ট্রেজারীতে জমা করিতে হইবে; এবং যদি উক্ত ন্যায়নির্ণয়নে অথবা আপীলে অথবা পুনরীক্ষণে ইহা পরিদৃষ্ট হয় অথবা আদালত সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে উক্তরূপ বিক্রয়কৃত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য নহে, তাহা হইলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ধারা ২০১ এ যেরূপ ব্যবস্থিত রহিয়াছে সেইরূপ পাওনা, কর অথবা শুল্ক প্রয়োজনীয় কর্তনের পর উহা মালিককে ফেরত প্রদান করা হইবে।

৮২ক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি উপস্থাপনের পর পণ্য কাস্টমস কর্তৃক শুল্কায়ন এবং ছাড় প্রদান না করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি।- যে ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানবলীর অধীন আটককৃত, জব্দকৃত, বাজেয়াপ্তকৃত, ন্যায়নির্ণয়াধীন অথবা আপীলাধীন পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্য, যাহার জন্য বিল অব লেডিং এন্ট্রি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে, তাহা সাত কার্যদিবসের মধ্যে শুল্কায়ন এবং ছাড় প্রদান করা না হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের মালিক তিনি

যাহাতে শুল্ক এবং কর প্রদান পূর্বক পণ্য খালাস নিতে সক্ষম হন তাহার জন্য সকল কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা তিনটি কার্যদিবসের মধ্যে চূড়ান্ত করার জন্য কমিশনারকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত কমিশনার অথবা তাহার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, আমদানি বৈধ হইলে, শুল্কায়ন সম্পন্ন করিবেন অথবা আমদানি বৈধ না হইলে, কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "আটককৃত পণ্য" বলিতে রাসায়নিক পরীক্ষা অথবা তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার জন্য অথবা শ্রেণীবিন্যাস, মূল্য, আমদানিযোগ্যতার বিষয়ে অথবা অন্য কোন আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মতার্থে প্রেরণের জন্য আটককৃত পণ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দশম অধ্যায়

দেশীয় ভোগের জন্য পণ্য খালাস

৮৩। দেশীয় ভোগের জন্য খালাস।- (১) দেশীয় ভোগের জন্য এন্ট্রিকৃত এবং ধারা ৮০ এর অধীন শুল্কায়িত কোন পণ্যের মালিক যখন আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে, পরিশোধ করেন এবং যদি যথোপযুক্ত কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ নহে অথবা উক্ত পণ্যের আমদানিতে প্রযোজ্য কোন বাধানিষেধ অথবা শর্ত ভঙ্গ করা হয় নাই, তাহা হইলে তিনি উহা খালাসের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮০(৩) এর অধীন প্রজ্ঞাপিত কোন পণ্যের আমদানিকারক অথবা কোন শ্রেণীর আমাদানিকারককে এই ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আনুষ্ঠানিক আদেশ ব্যতীত পণ্য খালাসের অনুমতি দেওয়া হইবে এবং উক্ত পণ্য ছাড়ের জন্য যথাযথভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বোর্ড, বিশেষ আদেশ দ্বারা, গণস্বার্থে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে যে কোন সরকারী অথবা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থা কাস্টমস-শুল্ক এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ ব্যতিরেকে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত শুল্ক এবং চার্জ পরিশোধ করার গ্যারান্টি দাখিলপূর্বক পণ্য খালাস নিতে পারিবে।

৮৩ক। শুল্কায়নের সংশোধনী।- (১) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কাস্টমস কর্মকর্তা সময়ে সময়ে শুল্কায়নের শুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য যেরূপ তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন সেইরূপ শুল্ক নিরূপণ সংশোধন করিতে অথবা শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত মূল্য সংশোধন করিতে অথবা করার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এমন কি যদিও যে পণ্যের সাথে মূল্য বা শুল্ক সংশ্লিষ্ট উহা কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ হইতে ইতোমধ্যে খালাসপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা উহার উপর প্রথমে নিরূপিত শুল্ক পরিশোধ করা হইয়াছে।

(২) যদি সংশোধনীর ফলে নূতন দায়িতার সৃষ্টি হয় অথবা বিদ্যমান দায়িতা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক শুল্কের জন্য দায়বদ্ধ ব্যক্তির নিকট একটি লিখিত দাবীনামা জারী করা হইবে।

(৩) এই আইনে ভিন্নভাবে ব্যবস্থিত না থাকিলে পূর্বোল্লেখিত দাবীনামা পরিশোধের যথাযথ তারিখ হইবে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত দাবীনামা জারীর তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবস।

৮৩খ। শুল্কায়ন সংশোধনীর জন্য সময়ের সীমাবদ্ধতা।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন শুল্ক নিরূপণ এই আইনের অধীন করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে প্রথম শুল্কায়ন করার তারিখ হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর কাস্টমস কর্মকর্তা শুল্কায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করার অধিকারী হইবেন না।

(২) এই ধারার উপধারা (১) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে পণ্য সম্পর্কে প্রদত্ত কোন এন্ট্রি অথবা ঘোষণা প্রতারণামূলক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিমূলক হয় সেই ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তা শুল্কায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রথম শুল্কায়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে শুল্কায়ন সংশোধন করিতে পারিবেন।

৮৩গ। নথিপত্রের অডিট অথবা পরীক্ষা।- (১) এই আইনের ধারা **২১১** অনুসারে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা যে কোন সময়ে যেখানে নথিপত্র রাখা হয় সেই অঙ্গন অথবা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং যে সকল নথিপত্র **হস্ত্মলিখিত হয়** অথবা ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অথবা সিস্টেমসমূহে প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ করা হয় উহার সুনির্দিষ্ট লেনদেন সম্পর্কিত অথবা উহার পর্যাপ্ততা অথবা সত্যতা সম্পর্কিত বিষয়ে অডিট এবং পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন হিসাব পুস্তক, নথিপত্র এবং দলিলপত্র এবং কোন সম্পত্তি, পদ্ধতি অথবা বিষয় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোন লাইসেন্সধারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অথবা অন্য কোন ব্যক্তির হেফাজতে অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল ভূমি, ইমারত এবং স্থানে কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তার প্রবেশের এবং সকল হিসাব পুস্তক, নথিপত্র এবং দলিলপত্রে সম্পূর্ণ এবং অবাধ প্রবেশের অধিকার থাকিবে, যাহা উক্ত কর্মকর্তার বিবেচনায়-

(ক) এই আইনের অধীন কোন শুল্ক আহরণের জন্য অথবা কর্মকর্তার উপর আইনানুগভাবে অর্পিত কোন কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অথবা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে; অথবা

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অথবা এই আইনের অধীন কোন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অন্যবিধ প্রয়োজনীয় কোন তথ্য সরবরাহ করিতে পারে।

(৩) কাস্টমস কর্মকর্তা উক্তরূপ কোন পুস্তক, নথিপত্র অথবা দলিলপত্রের উদ্ধৃতি অথবা অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার উপ-ধারা (২) এবং (৩) সত্ত্বেও, কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন বেসরকারী আবাসস্থলে উহার বাসিন্দা অথবা মালিকের সম্মতি ব্যতীত অথবা এই আইনের অধীন জারীকৃত কোন পরোয়ানা ব্যতীত উক্তরূপ আবাসস্থলে প্রবেশ করিবেন না।

৮৩ঘ। অডিটর, ইত্যাদি নিয়োগের ক্ষমতা।- বোর্ড, বিশেষ আদেশ জারী করিয়া, যেরূপ যথোপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ শর্তাবলীতে, কোন কাস্টমস বিষয়ে অডিট পরিচালনার জন্য পেশাদার অডিটর অথবা অডিট ফার্ম নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত অডিটর অথবা অডিট ফার্ম এই ধারার উদ্দেশ্যে একজন কাস্টমস কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

একাদশ অধ্যায়

ওয়্যারহাউসকরণ

৮৪। ওয়্যারহাউসকরণের জন্য আবেদন।- যখন কোন শুল্কযোগ্য পণ্য ওয়্যারহাউসকরণের জন্য এন্ট্রি করা হয় এবং উহা ধারা ৮০ এর অধীন শুল্কায়ন করা হয় তখন উক্ত পণ্যের মালিক উহা কোন নিয়োগকৃত অথবা লাইসেন্সকৃত ওয়্যারহাউসে জমা প্রদানের অনুমতির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

৮৫। আবেদনপত্রের ফরম।- উক্তরূপ প্রত্যেকটি আবেদনপত্র লিখিত এবং আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং উহা বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফরমে হইবে।

৮৬। ওয়্যারহাউসিং বন্ড।- (১) যখন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে উক্তরূপ আবেদন করা হইয়াছে তখন ইহার সাথে সম্পর্কিত পণ্যের মালিক উক্ত পণ্যের উপর ধারা ৮০ অথবা ধারা ৮১ এর অধীন নিরূপিত শুল্কের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে নিজেকে দায়বদ্ধ করিয়া -

(ক) উক্ত পণ্য সম্পর্কিত এই আইন এবং বিধিমালার অধীন সকল বিধান পালন করিতে;

(খ) দাবীনামা নোটিশে উল্লেখিত তারিখে অথবা ইহার পূর্বে উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় সকল শুল্ক, ভাড়া এবং চার্জসহ উক্তরূপ উল্লেখিত তারিখ হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করিতে, যাহা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্থিরকৃত ব্যাংক রেটের নিম্নে হইবে না এবং এইরূপ নির্ধারিত ব্যাংক রেটের দ্বিগুণের বেশী হইবেনা ; এবং

(গ) উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে এই আইন এবং বিধিমালার বিধানাবলী লংঘনের জন্য আরোপিত সকল অর্থদন্ড পরিশোধ করিতে একটি বন্ড সম্পাদন করিবেন।

(২) উক্তরূপ প্রতিটি বন্ড বোর্ড সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফরমে হইবে এবং উহা মাত্র একটি যানবাহনের পণ্য অথবা উহার অংশ সম্পর্কিত হইবে।

(৩) উপধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কোন আমদানিকারককে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য ওয়্যারহাউসকরণ এর ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ পরিমাণ অর্থের এবং সেইরূপ শর্ত, সীমা অথবা বাধানিষেধ সাপেক্ষে একটি সাধারণ বন্ডে আবদ্ধ হইতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোন আমদানিকারক কর্তৃক কোন পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পাদিত বন্ড উক্ত পণ্য অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর অথবা উহা অন্য ওয়্যারহাউসে অথবা ওয়্যারহাউসকরণ স্টেশনে অপসারণ করা সত্ত্বেও কার্যকর থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে সকল পণ্য অথবা উহার অংশ বিশেষ অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয় সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা হস্তান্তরিত পণ্যের উপর নিরূপিত শুল্কের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থের একটি নূতন বন্ড হস্তান্তরিত

ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং অতঃপর হস্তান্তরিত ব্যক্তি কর্তৃক নূতন সম্পাদিত বন্ডের সমপরিমাণ দায় হইতে হস্তান্তরকারী ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত বন্ড অবমুক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮৬ক। ওয়্যারহাউসিং ব্যাংক গ্যারান্টি।- ওয়্যারহাইসকরণের জন্য পণ্য খালাস সম্পর্কিত বন্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড অথবা বোর্ড হইতে এতদ্বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনার অব কাস্টমস নির্দেশ দিতে পারেন যে, পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের অনধিক পরিমাণ অর্থের জন্য বন্ড সম্পাদনের অতিরিক্ত একটি ব্যাংক গ্যারান্টি যেইরূপ নির্ধারণ করা হয় সেইরূপ পদ্ধতিতে দাখিল করিতে হইবে।

৮৭। ওয়্যারহাউসে পণ্য প্রেরণ।- (১) যখন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ৮৫ এবং ধারা ৮৬ এর বিধান পরিপালিত হয় তখন উক্ত পণ্য যে ওয়্যারহাউসে জমা দেওয়া হইবে সেখানে পরিবহনের জন্য উহার মালিক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট অর্পণ করা হইবে।

(২) উক্ত পণ্যের মালিকের নাম এবং আমদানিকারী যানবাহনের নাম অথবা নম্বর, প্রতিটি প্যাকেজের মার্কস, নাম্বার এবং অভ্যন্তরীস্থ বস্তু এবং যে ওয়্যারহাউস অথবা ওয়্যারহাউসের অভ্যন্তরে যে স্থানে উহা জমা করা হইবে উহা উল্লেখপূর্বক একটি পাস প্রেরণ করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উক্ত পণ্য জমাদানের পর উহার মালিক সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে পণ্য ওয়্যারহাউসকরণ সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

৮৮। ওয়্যারহাউসে পণ্য গ্রহণ।- (১) পণ্য গ্রহণের পর ওয়্যারহাউস রক্ষক কর্তৃক পাসটি পরীক্ষা করা হইবে এবং উহা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট ফেরত প্রদান করা হইবে।

(২) কোন প্যাকেজ, বাট, কাস্ক অথবা অন্য কন্টেইনার কোন ওয়্যারহাউসে প্রবেশ করানো যাইবে না, যদি না পাসে উল্লেখিত মার্কস এবং নাম্বারস উহাতে উল্লেখ থাকে এবং অন্যভাবে উহা পাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

(৩) যদি পাসের সাথে পণ্য সঙ্গতিপূর্ণ পাওয়া যায় তাহা হইলে ওয়্যারহাউস রক্ষক সেই মর্মে পাসের উপর প্রত্যয়ন করিবেন এবং উক্ত পণ্যের ওয়্যারহাউসিং সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) পণ্য যদি উক্তরূপ সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহা হইলে বিষয়টি ওয়্যারহাউস রক্ষক যথোপযুক্ত কর্মকর্তার আদেশের জন্য রিপোর্ট করিবেন, এবং পণ্য একজন কাস্টমস কর্মকর্তার দায়িত্বে কাস্টম হাউসে ফেরত পাঠাইবেন অথবা ওয়্যারহাউস রক্ষক যেরূপ সবচেয়ে বেশী সুবিধাজনক মনে করে সেইরূপ আদেশের অপেক্ষায় জমা রাখিবেন।

(৫) যদি অসাবধানতাবশত অথবা সরল বিশ্বাসে করা ভুলবশত বিল অব এন্ট্রিতে কোন পণ্যের পরিমাণ এবং মূল্য অসত্যভাবে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে পণ্য ওয়্যারহাউসিং সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময়ে উক্ত ভুল সংশোধন করা যাইবে, এবং পরবর্তীকালে নয়।

৮৯। পণ্য কি ভাবে ওয়্যারহাউসকরণ করা হয়।- ধারা ৯৪ এ ব্যবস্থিত বিধান ব্যতীত যেভাবে প্যাকেজ, বাট,

কাস্‌ক

অথবা অন্য কন্টেইনারে আমদানি করা হয় সেইভাবে সকল পণ্য ওয়্যারহাউসকরণ করা হইবে।

৯০। পণ্য ওয়্যারহাউসকৃত হইলে ওয়ারেন্ট প্রদান করিতে হইবে।- (১) যখন সরকারী ওয়্যারহাউসে অথবা লাইসেন্সকৃত বেসরকারী ওয়্যারহাউসে কোন পণ্য সংরক্ষিত হয় তখন ওয়্যারহাউস রক্ষক পণ্য জমাদানকারী ব্যক্তিকে তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ওয়ারেন্ট প্রদান করিবেন।

(২) বোর্ড সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করে ওয়ারেন্ট সেইরূপ ফরমে হইবে এবং উহা পৃষ্ঠাংকন দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য হইবে; এবং উক্ত ওয়ারেন্টে বর্ণিত পণ্য যে শর্তাবলীতে উহার প্রথম জমাদানকারী ব্যক্তি গ্রহণ করার অধিকারী হইতেন সেই একই শর্তাবলীতে পৃষ্ঠাংকনধারী ব্যক্তি উহা গ্রহণ করার অধিকারী হইবেন।

(৩) বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন শ্রেণীর পণ্যকে এই ধারার প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

৯১। ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ।- (১) সকল ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকিবে।

(২) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যতীত যে কোন ওয়্যারহাউস তালাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৩) উপধারা (৪) সাপেক্ষে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি-

(ক) ওয়্যারহাউসে প্রবেশ করিতে অথবা তথা হইতে কোন পণ্য অপসারণ করিতে; অথবা

(খ) উপধারা (২) এর অধীন তালাবদ্ধ ওয়্যাহাউসের তালা খুলিতে পারিবেন না।

(৪) (ক) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন পরিদর্শন ডাইরেক্টরেটের অথবা কাস্টমস গোয়েন্দা এবং তদন্ত ডাইরেক্টরেটের এমন কোন কর্মকর্তার, অথবা

(খ) দফা (ক) এ উল্লেখিত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিন্মে উক্ত দুই ডাইরেক্টরেটের কোন কর্মকর্তার কোন ওয়্যারহাউসের যে কোন অংশে প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং তাহাতে রক্ষিত পণ্য, নথিপত্র, হিসাবপত্র এবং দলিলপত্র পরীক্ষা করার এবং তিনি যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ কোন প্রশ্ন করার ক্ষমতা থাকিবে।

৯২। ওয়্যারহাউসে রক্ষিত প্যাকেজ খোলানোর এবং পরীক্ষা করানোর ক্ষমতা।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যে কোন সময়ে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, কোন ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত কোন পণ্য অথবা প্যাকেজ

খোলা, ওজন দেওয়া অথবা পরীক্ষা করা হইবে; এবং উক্ত কোন পণ্য এইরূপ খোলা, ওজন দেওয়া অথবা পরীক্ষা করার পর উহা তিনি যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইভাবে সীলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করাইতে পারিবেন।

(২) কোন পণ্য পরীক্ষার পর উক্তরূপ সীলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করা হইলে উহা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় খোলা যাইবে না; এবং এইরূপ অনুমতিক্রমে উক্ত কোন পণ্য খোলা হইলে তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহা হইলে প্যাকেজসমূহ পুনরায় সীলযুক্ত অথবা মার্কযুক্ত করা হইবে।

৯৩। ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিকের ওয়্যারহাউসে প্রবেশাধিকার।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে অফিস চলাকালীন যে কোন সময়ে একজন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত পণ্যের মালিকের পণ্যের নিকট যাওয়ার প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে আবেদন করা হইলে একজন কাস্টমস কর্মকর্তাকে উক্ত মালিকের সঙ্গী হওয়ার জন্য নিয়োগ করা হইবে।

(২) উক্ত মালিকের সঙ্গী হওয়ার জন্য যখন কোন কাস্টমস কর্মকর্তাকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয় তখন তজ্জন্য বহনকৃত ব্যয় মিটাইতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ উক্ত মালিককে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট, বিধিমালা সাপেক্ষে, প্রদান করিতে হইবে; এবং যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যদি নির্দেশ দেন তাহা হইলে উক্ত অর্থ অগ্রিম প্রদান করিতে হইবে।

৯৪। ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিকের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে এবং বিধিমালা দ্বারা যেভাবে নির্ধারিত হয় সেইভাবে ফিস পরিশোধ করিয়া কোন পণ্যের মালিক উহা ওয়্যারহাউসকরণের পূর্বে অথবা পরে;

(ক) ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অবনতিগ্রস্ত পণ্য বাদবাকী পণ্য হইতে আলাদা করিতে পারিবেন,

(খ) পণ্যের সংরক্ষণ, বিক্রয় ,রপ্তানি অথবা ব্যবস্থিত করার উদ্দেশ্যে পণ্য বাছাই করিতে অথবা উহার পাত্র পরিবর্তন করিতে পারিবেন ;

(গ) পণ্যের অবচয়, অবনতি অথবা ক্ষতি রোধ করার জন্য যেমন প্রয়োজন হয় তেমন পদ্ধতিতে পণ্য এবং উহাদের পাত্রের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন ;

(ঘ) বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করাইতে পারিবেন ; অথবা

যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ অনুমোদন করেন পণ্যের সেইরূপ কোন নমুনা দেশীয় ভোগের জন্য এন্ট্রিপূর্বক অথবা এন্ট্রি ব্যতীত এবং শুল্ক পরিশোধপূর্বক অথবা পরিশোধ ব্যতীত, তবে মূল পরিমাণের ঘাটতির উপর শেষ পর্যন্ত প্রদেয় হইলে উহার শুল্ক পরিশোধপূর্বক, গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) কোন পণ্য উক্তরূপ পৃথককৃত এবং যথাযথ অথবা অনুমোদিত প্যাকেজে পুনঃপ্যাকেটজাত করার পর উক্ত পণ্যের মালিকের অনুরোধক্রমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা এইভাবে পৃথকীকরণ অথবা পুনঃপ্যাকেটজাতকরণের পরে কোন বর্জ্য, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা উদ্বৃত্ত পণ্য অবশিষ্ট থাকিলে উহা (অথবা, অনুরূপ অনুরোধক্রমে, শুল্ক উপযোগী নয় এমন কোন পণ্য)

ধ্বংস করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অথবা অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উহার উপর প্রদেয় শুল্ক মওকুফ করিতে পারিবেন।

৯৫। ওয়্যারহাউসে পণ্যসমূহ সম্পর্কিত প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম।- (১) বিধিমালা সাপেক্ষে, কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিক কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমসকে পনের দিবসের পূর্ব-নোটিশ লিখিতভাবে প্রদান করিয়া ওয়্যারহাউসে উক্ত পণ্য দ্বারা কোন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া অথবা অন্য কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উক্ত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় পণ্যের কোন অবচয় অথবা বর্জ্য হয় সেই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ-

(ক) যদি উক্ত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক রপ্তানি করা হয় তাহা হইলে রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় যে পরিমাণ ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য অপচয়িত অথবা বর্জ্য হইয়াছে উহার জন্য কোন শুল্ক আরোপ করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপচয়িত অথবা বর্জ্য হয় ধ্বংস করিতে হইবে নতুবা উহাদের উপর শুল্ক পরিশোধ করিতে হইবে, যেন উহা ঐ অবস্থায় বাংলাদেশে আমদানি করা হইয়াছে।

(খ) যদি উক্ত কার্যক্রম অথবা প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক দেশীয় ভোগের জন্য ওয়্যারহাউস হইতে খালাস করা হয়, তাহা হইলে দেশীয় ভোগের জন্য উক্ত পণ্যের যে পরিমাণ খালাস করা হয় তাহার উপর, এবং বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম বা প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট অপচয়িত বস্তু অথবা বর্জ্য দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করা হইলে তাহার উপর শুল্ক এবং অন্যান্য কর আরোপ করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অন্য কোন বিধানাবলী সত্ত্বেও কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক এই দফার অধীন শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য নিরূপণ করা হইবে।

৯৬। ভাড়া এবং ওয়্যারহাউস-পাওনা পরিশোধ।- (১) কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিক আপাতত বলবৎ কোন আইনের অধীন নির্ধারিত হারে অথবা যে ক্ষেত্রে এইরূপ ভাড়া নির্ধারিত নাই সেই ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) কর্তৃক অথবা অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিতহারে অথবা ওয়্যারহাউস মালিক এবং ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিকের মধ্যে চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হারে ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ ওয়্যারহাউস রক্ষককে পরিশোধ করিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ সম্বলিত হারের একটি তালিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন অংশে উক্ত ওয়্যারহাউসে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) যদি কোন ভাড়া অথবা অন্যান্য চার্জ উহা প্রদেয় হওয়ার তারিখ হইতে দশ দিবসের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের মালিককে যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর এবং যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে ওয়্যারহাউস রক্ষক অপরিশোধিত ভাড়া এবং অন্যান্য চার্জ আদায়ের জন্য যেরূপ যথেষ্ট হয় পণ্যের সেইরূপ অংশ (ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের কোন স্থানান্তর সত্ত্বেও) বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯৭। এই আইনে ব্যবস্থিত বিধান ব্যতীত কোন পণ্য ওয়্যারহাউসের বাহিরে নেওয়া যাইবে না।- দেশীয় ভোগের অথবা রপ্তানির জন্য খালাস অথবা অন্য কোন ওয়্যারহাউসে অপসারণ অথবা এই আইনে ব্যবস্থিত অন্য কোন প্রক্রিয়া ব্যতীত কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য ওয়্যারহাউস হইতে বাহিরে নেওয়া যাইবে না।

৯৮। যে মেয়াদের জন্য ওয়্যায়হাউসে পণ্য সংরক্ষিত থাকিতে পারিবে। - (১) কোন স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক অথবা একশত শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত এবং ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য উহা ওয়্যারহাউসকরণের তারিখ হইতে অনধিক চব্বিশ মাস মেয়াদের জন্য ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত থাকিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পণ্য পচনশীল হওয়ার সম্ভবনা থাকিলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস উপ-ধারা (১) এ উল্লেখকৃত ওয়্যারহাউসকরণের মেয়াদ অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২ক) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একশত শতাংশ রপ্তানিমুখী জাহাজ নির্মাণ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত এবং ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য ওয়্যারহাউসকরণের তারিখ হইতে অনধিক আটচল্লিশ মাস সময় পর্যন্ত ওয়্যারহাউসে থাকিতে পারিবে।

(৩) কোন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক আমদানিকৃত এবং ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য উহা ওয়্যারহাউসকরণের তারিখ হইতে অনধিক বারো মাস মেয়াদের জন্য ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত থাকিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (৩) এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য ধারা ৮৬ এর অধীন পণ্যের ক্ষেত্রে বন্ড সম্পাদনের তারিখ হইতে অনধিক ছয়মাস মেয়াদের জন্য ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত থাকিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৩) এবং (৪) এ বর্ণিত কোন পণ্যের অবনয়ন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে ওয়্যারহাউসকরণের মেয়াদ কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক অনধিক তিন মাস সময় পর্যন্ড় বর্ধিত করা যাইবে এবং পরবর্তীতে বোর্ড কর্তৃক অনধিক তিন মাস অধিকতর সময়ের জন্য বর্ধিত করা যাইবে।

(৬) কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস উপ-ধারা (১), (৩) এবং (৪) এ বর্ণিত ওয়্যারহাউসকরণের মেয়াদ, উক্ত উপ-ধারাসমূহে বর্ণিত পণ্য অবনয়ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ওয়্যারহাউসকরণের মেয়াদ হ্রাস করিতে পারিবেন।

৯৮ক। লাইসেন্স বাতিল হইয়া গেলে পণ্য অপসারণ করিতে হইবে।- যখন কোন বেসরাকারী ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বাতিল করা হয় তখন উহার অভ্যন্তরে ওয়্যারহাউসকৃত কোন পণ্যের মালিক উক্ত বাতিলকরণের নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে দশ দিবসের মধ্যে অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত কোন বর্ধিত সময়ের মধ্যে ওয়্যারহাউস হইতে পণ্য অন্য কোন ওয়্যারহাউসে অপসারণ করিবেন অথবা উহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করিবেন।

৯৯। একই কাস্টমস-স্টেশনে এক ওয়্যারহাউস হইতে অন্য ওয়্যারহাউসে পণ্য অপসারণের ক্ষমতা।-
(১) এই আইনের অধীন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের কোন মালিক ধারা ৯৮ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং মেয়াদের মধ্যে এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস, অথবা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) কর্তৃক অথবা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কমিশনার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তার অনুমতিক্রমে উক্ত কমিশনার যেরূপ নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ শর্তাবলীতে এবং জামানত পেশের পর পণ্য একই কাস্টমস স্টেশনের এক ওয়্যারহাউস হইতে অন্য ওয়্যারহাউসে অপসারণ করিতে পারিবেন।
(২) যখন কোন মালিক কোন পণ্য অপসারণ করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি এইরূপ করার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনুমতির জন্য আবেদন করিবেন।

১০০। পণ্য এক ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হইতে অন্য ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে অপসারণের ক্ষমতা।- (১) কোন ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের কোন মালিক ধারা ৯৮ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং এর সময়সীমার মধ্যে অন্য কোন ওয়্যারহাউসিং স্টেশনে ওয়্যারহাউসিং এর উদ্দেশ্যে উহা অপসারণ করিতে পারিবেন।
(২) যখন কোন মালিক উক্ত উদ্দেশ্যে কোন পণ্য অপসারণের ইচ্ছা করেন তখন তিনি বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফরম এবং পদ্ধতিতে যে পণ্য অপসারণ করা হইবে তাহার বিবরণ এবং যে কাস্টমস স্টেশনে অপসারিত হইবে তাহার নাম উল্লেখপূর্বক কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনারের নিকট আবেদন করিবেন।

১০১। গন্তব্যের ওয়্যারহাউসিং স্টেশনের কর্মকর্তাগণের নিকট পণ্যের হিসাব প্রেরণ।- (১) যখন ধারা ১০০ এর অধীন এক ওয়্যারহাউসিং স্টেশন হইতে অন্য কোন স্টেশনে কোন পণ্য অপসারণের অনুমতি মঞ্জুর করা হয় তখন অপসারণের কাস্টমস-স্টেশনের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্যের বিবরণ সম্বলিত একটি হিসাব গন্তব্যের কাস্টমস-স্টেশনের যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হইবে।
(২) যে ব্যক্তির পণ্য অপসারণ প্রয়োজন তিনি উক্তরূপ অপসারণের পূর্বে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ সময়ের মধ্যে পণ্য গন্তব্যের ওয়্যারহাউসিং

কাস্টমস-স্টেশনে সঠিকভাবে পৌঁছার এবং পুনওয়্যারহাউসিং এর জন্য উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের কমপক্ষে সমপরিমাণ অর্থের একটি বন্ডে পর্যাপ্ত জামানতসহ দায়বদ্ধ হইবেন।

(৩) মালিকের সর্বোত্তম সুবিধা অনুসারে উক্ত বন্ড যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অপসারণের কাস্টমস-স্টেশনে অথবা গন্তব্যের কাস্টমস-স্টেশনে গ্রহণ করা যাইবে।

(৪) উক্ত বন্ড যদি গন্তব্যের কাস্টমস-স্টেশনে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে সেই কাস্টমস-স্টেশনের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়নপত্র পণ্য অপসারণের সময় অপসারণের কাস্টমস-স্টেশনের যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে হইবে; এইরূপ অপসারণের জন্য এবং অনুমোদিত সময়ের মধ্যে উক্ত পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন এবং সঠিকভাবে গন্তব্যের কাস্টমস-স্টেশনে পুনওয়্যারহাউসকৃত করা না হইলে অথবা উক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত অন্যভাবে হিসাব প্রদান না করা পর্যন্ত, অথবা হিসাব না পাওয়া উক্ত পণ্যের কমতির উপর প্রদেয় সম্পূর্ণ শুল্ক পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত বন্ড অবমুক্ত করা যাইবে না।

(৫) পূর্বোক্ত উপ-ধারাসমূহে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস হইতে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের অপসারণের জন্য তিনি যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১০২। অপসারণকারী একটি সাধারণ বন্ডে দায়বদ্ধ হইতে পারিবেন।- কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস একই অথবা পৃথক ওয়্যারহাউসিং স্টেশনের এক ওয়্যারহাউস হইতে অন্য ওয়্যারহাউসে সময়ে সময়ে কোন পণ্য অপসারণের জন্য এবং উক্ত কমিশনার যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ সময়ের মধ্যে উহাদের যথাযথভাবে গন্তব্যে পৌঁছা ও পুনওয়্যারহাউসিং এর জন্য কোন ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উক্ত কমিশনার যেরূপ অনুমোদন করেন সেইরূপ পরিমাণ অর্থের এবং সেইরূপ শর্তাবলীর জামানতসহ একটি সাধারণ বন্ডে দায়বদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১০৩। গন্তব্যের কাস্টমস-স্টেশনে পৌঁছার পর পণ্য প্রথম আমদানির পণ্যের মত একই আইনসমূহের অধীন হইবে।- ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য গন্ড্তব্যের কাস্টমস-স্টেশনে পৌঁছার পর উহা প্রথম আমদানির পর এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং করার অনুরূপ পদ্ধতিতে এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং করা হইবে এবং শেষে উল্লেখিত পণ্যের এন্ট্রি এবং ওয়্যারহাউসিং যে সকল আইন এবং বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় উহা উক্ত আইন এবং বিধিমালা যতদূর প্রযোজ্য হয় তাহার অধীন হইবে।

১০৪। দেশীয় ভোগের জন্য বন্ডেড পণ্য খালাস।- ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের কোন মালিক ধারা ৯৮ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং মেয়াদের যে কোন সময়ে উক্ত পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য-

(ক) এই আইনের বিধানাবলীর অধীন উক্ত পণ্যের উপর নিরূপিত শুল্ক, এবং

(খ) উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় সকল ভাড়া, অর্থদন্ড, সুদ এবং অন্যান্য চার্জসমূহ পরিশোধপূর্বক খালাস করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত ব্যতিক্রমী উদ্দেশ্যে স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে উক্ত কমিশনারের নিকট হইতে পনের দিবসের অগ্রিম অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১০৫। রপ্তানির জন্য ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের খালাস।- ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের কোন মালিক ধারা ৯৮ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং মেয়াদের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত পণ্য উহাদের উপর প্রদেয় পূর্বোল্লেখিত সকল ভাড়া, অর্থদন্ড, সুদ এবং অন্যান্য চার্জসমূহ পরিশোধপূর্বক, তবে উহাদের উপর কোন আমদানি শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত, বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের যদি মনে হয় যে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার পণ্য চোরাচালানপূর্বক বাংলাদেশে ফেরত আসার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবে যে শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে উক্ত পণ্য বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করা যাইবে না অথবা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে, উহাদের রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

১০৬। বিদেশী গন্তব্যে অগ্রসরমান যানবাহনে রসদ সামগ্রী হিসাবে রপ্তানির জন্য ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের খালাস।- ধারা ৯৮ এর অধীন ওয়্যারহাউসিং মেয়াদের যে কোন সময়ে ওয়্যারহাউসকৃত রসদ এবং ভান্ডার সামগ্রী বিদেশী ভুখন্ডে অগ্রসরমান কোন যানবাহনে ব্যবহারের জন্য আমদানি শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে রপ্তানি করা যাইবে।

১০৭। পণ্য খালাসের জন্য আবেদন।- (১) দেশীয় ভোগের অথবা রপ্তানির উদ্দেশ্যে কোন ওয়্যারহাউস হইতে পণ্য খালাসের জন্য বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উক্ত পণ্য যে সময়ে খালাস করার অভিপ্রায় হয় তাহার অন্তত চব্বিশ ঘন্টা পূর্বে এইরূপ আবেদন সাধারণত যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১০৮। ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত বা অবচয়িত হইলে উহার পুনশুল্কায়ন।- ওয়্যারহাউসিং এর জন্য এন্ট্রি করার এবং ধারা ৮০ এর অধীন শুল্কায়নের পর এবং দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করার পূর্বে কোন অনিবার্য দুর্ঘটনা অথবা কারণে মূল্যভিত্তিক শুল্ক আরোপিত কোন পণ্য যদি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অপচয়িত হয়, তাহা হইলে মালিক ইচ্ছা করিলে

ক্ষতিগ্রস্ত অথবা অপচয়িত অবস্থায় উহাদের মূল্য একজন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপিত হইতে পারিবে এবং উহাদের উপর আরোপযোগ্য শুল্ক হ্রাসকৃত মূল্যের অনুপাতে হ্রাস করা হইবে এবং মালিকের স্বইচ্ছায় প্রথমে সম্পাদিত বন্ড প্রতিস্থাপন করার জন্য হ্রাসকৃত শুল্কের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থের একটি নূতন বন্ড সম্পাদন করা যাইবে।

১০৯। (বিলুপ্ত)

১১০। উদ্বায়ী পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড়।- যখন এমন কোন শ্রেণীর এবং বর্ণনার ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য, যাহার উদ্বায়িতা এবং উহাদের মজুদ প্রক্রিয়া বিবেচনাপূর্বক বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করে, তাহা যদি ওয়্যারহাউস হইতে অপসারণের সময় পরিমাণে কম পাওয়া যায় এবং কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার যদি সন্তুষ্ট হন যে উক্ত ঘাটতি স্বাভাবিক অপচয়ের কারণে ঘটিয়াছে, তখন উক্ত ঘাটতির উপর কোন শুল্ক আরোপ করা যাইবে না।

১১১। ওয়ারহাউস হইতে অসঙ্গতভাবে অপসারিত বা নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশী সময়ে রাখার অনুমোদনপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্যের উপর শুল্ক।- নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা দাবীনামা জারী করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দাবীনামার প্রেক্ষিতে পণ্যসমূহের মালিক উহাদের ক্ষেত্রে প্রদেয় সমুদয় ভাড়া, অর্থদন্ড, সুদ এবং অন্যান্য চার্জসহ উহাদের উপর আরোপণীয় সমুদয় পরিমাণ শুল্ক অবিলম্বে পরিশোধ করিবেন, যথা ঃ-

(ক) ধারা ৯৭ লংঘন করিয়া অপসারিত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য ;

(খ) ধারা ৯৮ এর অধীন অপসারণের জন্য অনুমোদিত সময়ের মধ্যে ওয়্যারহাউস হইতে অপসারণ না করা পণ্য ;

(গ) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ৮৬ অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী বন্ড সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহা দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করা হয় নাই অথবা এই আইনের বিধান অনুসারে অপসারণ করা হয় নাই অথবা যাহা ধারা ৯৪ এবং ৯৫ এ ব্যবস্থিত অথবা ধারা **১১৫** এ উল্লেখিত বিধান ব্যতীত অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে যাহার হিসাব দেওয়া হয় নাই সেই সকল পণ্য ; এবং

(ঘ) ধারা ৯৪ এর অধীন নমুনা হিসাবে গৃহীত পণ্য।

১১২। শুল্ক, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য পদ্ধতি।- (১) যদি কোন মালিক ধারা **১১১** এর অধীন দাবীকৃত কোন অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা ধারা ৮৬ এর অধীন সম্পাদিত বন্ডের উপর অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালায় যেরূপ নির্ধারিত থাকে সেইরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত মালিকের পণ্য অথবা পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোন কারখানা, যন্ত্রপাতি অথবা মেশিনারীজ অথবা উক্ত ব্যক্তির

মালিকানাধীন অন্য কোন পণ্য এবং সম্পত্তির এমন অংশ যাহা দাবী আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিবেচিত হয় তাহা আটক করাইতে পারিবেন, এবং অবিলম্বে উক্তরূপ আটকের লিখিত নোটিশ মালিককে প্রদান করিতে হইবে।

(২) এই নোটিশের তারিখ হইতে পনের দিবসের মধ্যে দাবী পূরণ করা না হইলে উক্তরূপ আটককৃত পণ্য বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থের নীট পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া বন্ডের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে এবং বন্ড সম্পূর্ণ মিটাইবার পর উদ্বৃত্ত, যদি থাকে, তাহা ধারা ২০১ এ বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যবস্থিত হইবে।

(৪) পণ্যের কোন হস্তান্তর অথবা স্বত্ব-নিয়োগ উহার উপর পাওনা আদায়ের জন্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তাকে উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।

১১৩। পণ্য অপসারণের টোকা।- (১) ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য ওয়্যারহাউস হইতে বাহিরে নেওয়ার সময়ে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা ঘটনাটি বন্ডের পৃষ্ঠদেশে টুকিয়া রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) এইরূপ লিপিবদ্ধ প্রতিটি নোটে উক্ত পণ্যের পরিমাণ এবং বর্ণনা, উহা অপসারণের উদ্দেশ্য, অপসারণের তারিখ, অপসারণকারী ব্যক্তির নাম, রপ্তানির জন্য অপসারণের ক্ষেত্রে যে বিল অব এক্সপোর্টের মাধ্যমে উহা অপসারিত হইয়াছে তাহার নম্বর ও তারিখ অথবা দেশীয় ভোগের জন্য অপসারণ করা হইলে বিল অব এন্ট্রির নম্বর ও তারিখ এবং শুল্ক পরিশোধের পরিমাণ, যদি থাকে, উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১৪। বন্ড রেজিষ্টার ।- (১) ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের উপর কাস্টমস-শুল্কের জন্য সম্পাদিত সকল বন্ডের জন্য একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং ধারা ১১৩ এর অধীন আবশ্যকীয় সকল তথ্য, যাহা নির্দিষ্টকৃত হইবে, উক্ত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে অথবা স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) উক্ত রেজিস্টার হইতে যখন দেখা যায় যে কোন বন্ডের অন্তর্ভুক্ত সকল পণ্য দেশীয় ভোগের জন্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করা হইয়াছে অথবা অন্যভাবে যথাযথ হিসাব মিলানো হইয়াছে এবং যখন উক্ত পণ্যের জন্য পাওনা সকল অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে তখন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বন্ড সম্পূর্ণ দায়মুক্ত বলিয়া বাতিল করিবেন এবং বাতিলকৃত বন্ড যিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন অথবা যিনি উহা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির দাবীক্রমে উহা তাহার নিকট অর্পণ করিবেন।

১১৫। নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের শুল্ক মওকুফ করার ক্ষমতা।- কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য, যাহার ক্ষেত্রে ধারা ৮৬ এর অধীন বন্ড সম্পাদিত হইয়াছে এবং যাহা দেশীয় ভোগের জন্য খালাস করা হয় নাই তাহা যদি কোন অনিবার্য দুর্ঘটনা অথবা অনিবার্য কারণে নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড)

অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস তাহার বিচক্ষণ বিবেচনাবলে উহার উপর প্রদেয় শুল্ক মওকুফ করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বেসরকারী ওয়্যারহাউসে উক্ত পণ্য নিখোঁজ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐরূপ নিখোঁজ অথবা ধ্বংসের ঘটনা আবিষ্কারের পর আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট এতদবিষয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

১১৬। ওয়্যারহাউস রক্ষকের দায়িত্ব।- সরকারী ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে ওয়্যারহাউস রক্ষক এবং বেসরকারী ওয়্যারহাউসে রক্ষিত পণ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, উক্ত পণ্য শুল্কায়ন করিয়াছেন এমন কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক রিপোর্টকৃত পরিমাণ, ওজন অথবা মাপ অনুসারে, প্রয়োজন হইলে ধারা ১১০ এ ব্যবস্থিত স্বাভাবিক অপচয়ের কারণে পরিমাণে ঘাটতির জন্য ছাড় প্রদানপূর্বক, ওয়্যারহাউসে উহাদের যথাযথ গ্রহণ এবং সেখান হইতে সরবরাহ এবং সেখানে জমা থাকাকালীন সময়ে নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়্যারহাউসে পণ্য প্রবেশ করানোর অথবা সেখান হইতে বাহিরে নেওয়ার অথবা সেখানে জমা থাকাকালীন সময়ে সংঘঠিত কোন অপচয় অথবা ক্ষতির জন্য কোন মালিক যথোপযুক্ত কর্মকর্তা অথবা কোন সরকারী ওয়্যারহাউসের রক্ষকের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করার অধিকারী হইবেন না, যদি না এটা প্রমাণিত হয় যে উক্ত অপচয় অথবা ক্ষতি ওয়্যারহাউস রক্ষক অথবা কোন কাস্টমস কর্মকর্তার ইচ্ছাকৃত কর্ম অথবা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে।

১১৭ । (বিলুপ্ত)

১১৭ক। (বিলুপ্ত)

১১৮। ওয়্যারহাউসের কোথায় এবং কোন শর্তে পণ্য জমা রাখা যাইবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।- কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস ওয়্যারহাউসের কোন বিভাগে, কোন পদ্ধতিতে এবং কি শর্তে কোন পণ্য জমা রাখা যাইবে এবং কোন প্রকারের পণ্য এইরূপ কোন ওয়্যারহাউসে জমা রাখা যাইবে তাহা সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১১৯। পরিবহন, প্যাকিং, ইত্যাদির ব্যয় মালিক বহন করিবেন।- সরকারী ওয়্যারহাউসে পণ্য গ্রহণ অথবা সেখান হইতে উহা অপসারণ বাবদ পরিবহন, প্যাকিং এবং মজুদের ব্যয় যদি যথোপযুক্ত কর্মকর্তা অথবা ওয়্যারহাউস রক্ষক পরিশোধ করেন, তাহা হইলে উহা পণ্যের উপর আরোপণীয় হইবে এবং মালিক কর্তৃক বহন করা হইবে, এবং ধারা ১১২ এ ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে মালিকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১১৯ক। শর্ত সংযোজন, পরিবর্তন, শিথিল করা, ইত্যাদির ক্ষমতা।- বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যায়ের অন্তর্গত কোন বিধানের কোন শর্ত অথবা বাধ্যবাধকতা সংযোজন অথবা পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করিলে উহার কোন বিধান শিথিল করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ট্রানশিপমেন্ট

১২০। এই অধ্যায় ব্যাগেজ অথবা পোস্টাল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। - এই অধ্যায়ের বিধানাবলী (ক) ব্যাগেজ এবং (খ) ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১২১। শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে পণ্য ট্রানশিপমেন্ট।- কোন কাস্টমস-স্টেশনে আমদানিকৃত এবং অন্য কোন কাস্টমস- স্টেশনে অথবা বিদেশের গন্তব্যে ট্রানশিপমেন্টের জন্য মেনিফেস্টে বিশেষভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে আমদানির সময়ে প্রদর্শিত কোন পণ্যের মালিকের আবেদনক্রমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা, ধারা ১৫ এর বিধানাবলী এবং বিধিমালা সাপেক্ষে,

ট্রানশিপমেন্টের কাস্টমস-স্টেশনে উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক, যদি থাকে, পরিশোধ ব্যতিরেকে এবং অন্য কোন কাস্টমস-স্টেশনে ট্রানশিপ করা হইবে এমন পণ্যের ক্ষেত্রে সেখানে পণ্য সঠিক পৌঁছান ও এন্ট্রির জন্য কোন জামানত অথবা বন্ডসহ অথবা জামানত অথবা বন্ড ব্যতিরেকে পণ্য ট্রানশিপমেন্টের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১২২। ট্রানশিপমেন্টের তত্ত্বাবধান।- ট্রানশিপমেন্ট হওয়া পণ্য এক যানবাহন হইতে অন্য কোন যানবাহনে অপসারণ কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন কাস্টমস কর্মকর্তাকে চার্জ ব্যতিত নিয়োগ করা হইবে।

১২৩। ট্রানশিপ হওয়া পণ্যের এন্ট্রি, ইত্যাদি।- ধারা ১২১ এর অধীন কোন কাস্টমস-স্টেশনে ট্রানশিপকৃত পণ্য উক্ত স্টেশনে পৌঁছার পর উহা প্রথম আমদানির সময়ে যে পদ্ধতিতে এন্ট্রি করা হইয়াছে সেই একই পদ্ধতিতে এন্ট্রি করা হইবে এবং অনুরূপভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১২৪। একই মালিকের এক যানবাহন হইতে অন্য যানবাহনে শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে রসদ এবং ভান্ডার সামগ্রীর ট্রানশিপমেন্ট।- কোন যানবাহনের উপর ব্যবহারে রহিয়াছে অথবা ব্যবহারের জন্য পরিবহন করা হইয়াছে এমন রসদ এবং ভান্ডার সামগ্রী একই মালিকের পূর্ণ অথবা আংশিক মালিকানাধীন এবং একই কাস্টমস-স্টেশনে

যুগপৎভাবে উপস্থিত অন্য কোন যানবাহনে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার বিচক্ষণ বিবেচনায় শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে ট্রানশিপ করা যাইবে।

১২৫। ট্রানশিপমেন্ট ফী আরোপ।- বিধিমালা সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন ট্রানশিপ হওয়া কোন পণ্য অথবা পণ্য শ্রেণীর উপর বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কাস্টমস-স্টেশন অথবা কোন শ্রেণীর কাস্টমস-স্টেশনসমূহের জন্য যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ হারে পণ্যের ওজন, মাপ, পরিমাণ, সংখ্যা, বেল, প্যাকেজ অথবা পাত্র অনুসারে ট্রানশিপমেন্ট ফী আরোপ করিতে পারিবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ট্রানজিট বাণিজ্য

১২৬। এই অধ্যায় ব্যাগেজ অথবা পোস্টাল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।- এই অধ্যায়ের বিধানাবলী (ক) ব্যাগেজ এবং (খ) ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১২৭। একই যানবাহনে পণ্য ট্রানজিট । - (১) কোন যানবাহনে আমদানিকৃত এবং বাংলাদেশের কোন কাস্টমস-স্টেশনে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোন গন্তব্যে ট্রানজিটের জন্য আমদানি মেনিফেস্টে উল্লেখিত কোন পণ্য ট্রানজিটের কাস্টমস-স্টেশনে উহার উপর আরোপণীয় শুল্ক, যদি থাকে, পরিশোধ ব্যতিরেকে, ধারা ১৫ এর বিধানাবলী এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, উক্তরূপ ট্রানজিটে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(২) বাংলাদেশের উপর দিয়া বাংলাদেশের বাহিরের কোন গন্তব্যে ট্রানজিটে চলাচলকারী কোন যানবাহনে আমদানিকৃত কোন ভান্ডার এবং রসদসামগ্রী, বিধিমালা সাপেক্ষে, উহাদের উপর অন্যভাবে আরোপণীয় শুল্কসমূহ পরিশোধ ব্যতিরেকে উক্ত যানবাহনে ভোগের জন্য অনুমতি দেওয়া যাইবে।

১২৮। নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে কতিপয় পণ্য শ্রেণীর পরিবহন।- বিদেশী ভুখন্ডের উপর দিয়া বাংলাদেশের এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় কোন পণ্য, গন্তব্যে উহাদের সঠিকভাবে পৌছাঁনোর জন্য বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী সাপেক্ষে, পরিবহন করা যাইবে।

১২৯। বাংলাদেশের ভিতর দিয়া বিদেশী ভুখন্ডে পণ্য ট্রানজিট।- যে ক্ষেত্রে কোন পণ্য বাংলাদেশের উপর দিয়া বাংলাদেশের বাহিরে কোন গন্তব্যে ট্রানজিটের জন্য এন্ট্রি করা হয় সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা, বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উক্ত পণ্যের উপর অন্যভাবে আরোপণীয় শুল্ক সমূহ পরিশোধ ব্যতিরেকে উহাদের ট্রানজিটযোগে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

রপ্তানি অথবা বোঝাইকরণ এবং পুনঃনামানো

১৩০। বর্হিগমন এন্ট্রি অথবা অনুমতি মঞ্জুর না হওয়া পর্যন্ত যানবাহনে কোন পণ্য বোঝাই করা যাইবে না।- যাত্রী ব্যাগেজ অথবা মেইল ব্যাগ অথবা কোন জাহাজের নিরাপত্তার জন্য জরুরী প্রযোজনীয় ব্যালাস্ট ব্যতীত অন্য কোন পণ্য ধারা ১০ এর দফা (খ) এর অধীন পণ্য বোঝাইয়ের জন্য অনুমোদিত কাস্টমস-স্টেশনে কোন যানবাহনে বোঝাই অথবা বোঝাইয়ের জন্য জল-পরিবহন করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যানবাহনটির ক্ষেত্রে ধারা ৫০ এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করা হইয়া থাকে অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিত অনুমতি মঞ্জুর করা হইয়া থাকে।

১৩১। রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র।- (১) রপ্তানির জন্য কোন পণ্য বোঝাই করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না-

(ক) যাত্রী ব্যাগেজ এবং মেইল ব্যাগ ব্যতীত অন্য পণ্যের ক্ষেত্রে-

(অ) বোর্ড, আদেশ দ্বারা, সময়ে সময়ে, যেরূপ নির্দেশ প্রদান করে সেইরূপ বিবরণ সম্বলিত ফরম এবং পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পণ্যের মালিক বিল অব এক্সপোর্ট অর্পণ করেন অথবা মালিক যদি নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হন তবে কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে উহা প্রেরণ করেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যিনি কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিল অব এক্সপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন কমিশনার অব কাস্টমস তাহাকে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট ছয় মাস সময়ের মধ্যে তাহার দ্বারা অথবা তাহার মনোনীত এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত উক্ত কমিশনার যেরূপ নির্ধারণ করেন সেইরূপ তথ্য সম্বলিত একটি কাগজের বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন;

(আ) উক্ত মালিক পণ্যের উপর প্রদেয় শুল্ক সমূহ পরিশোধ করেন;

(ই) উক্ত বিল অব এক্সপোর্ট যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পাশ করা হয়; এবং

(খ) যাত্রী ব্যাগেজ অথবা মেইল ব্যাগের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উহা রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কাস্টমস-স্টেশন অথবা জেটির ক্ষেত্রে, বোর্ড যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ নিয়ন্ত্রণ এবং শর্তাবলী সাপেক্ষে, কোন নির্ধারিত পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণীকে অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিশ্রেণীকে এই ধারার সকল অথবা যে কোন বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার যখন বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে প্রথম শর্তাংশের অধীন প্রজ্ঞাপনে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে এমন কোন পণ্য রপ্তানির ব্যাপারে উহা বোঝাই করার পূর্বে হস্তক্ষেপ করা উচিত তখন তিনি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত পণ্য অথবা বিল অব এক্সপোর্ট অথবা উভয়ই পরীক্ষা করিতে এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অধীন অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন শর্তাবলী সাপেক্ষে অথবা কোন গ্যারান্টি অথবা অঙ্গীকারনামার অধীন কোন পণ্য রপ্তানি করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক উক্ত শর্তাবলী অথবা, ক্ষেত্রমত, গ্যারান্টি অথবা অঙ্গীকারনামার শর্তসমূহ অবিলম্বে পূরণ করিবেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায়ের প্রত্যয়নপত্র অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশে প্রেরণ করার এমন অন্যান্য দলিলি সাক্ষ্যসহ বোর্ডের নিকট যেরূপ গ্রহণযোগ্য হয় সেইরূপ এতদসম্পর্কিত দলিলপত্র যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

১৩২। রপ্তানির পূর্বে কতিপয় ক্ষেত্রে বন্ড আবশ্যক।- এক্সাইজ শুল্কযোগ্য কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য, অথবা রপ্তানির পর কাস্টমস-শুল্ক প্রত্যর্পণ অথবা ফেরতযোগ্য পণ্য অথবা বিশেষ বিধিমালা অথবা নিয়ন্ত্রণের অধীন রপ্তানিযোগ্য পণ্য রপ্তানির জন্য অনুমতি প্রদানের পূর্বে যদি প্রয়োজন হয় তবে পণ্যের মালিক যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের অনধিক দ্বিগুন পরিমাণ অর্থের নিরাপত্তা বন্ড, একটি পর্যাপ্ত জামানতসহ, এই মর্মে প্রদান করিবেন যে উক্ত পণ্য রপ্তানি করা হইবে এবং যে স্থানের জন্য বর্হিগমনের জন্য এন্ট্রি করা হইয়াছে সেখানে নামানো হইবে অথবা উক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমতে অন্যবিধভাবে হিসাব দেওয়া হইবে।

১৩৩। পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স মঞ্জুর করার পর রপ্তানির জন্য খালাসকৃত পণ্যের উপর অতিরিক্ত চার্জ।- যে ক্ষেত্রে পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা প্রস্থানের জন্য অনুমতি মঞ্জুর করার পর উপস্থাপিত বিল অব এক্সপোর্টের ভিত্তিতে রপ্তানির জন্য পণ্য খালাস করা হয় সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে উক্ত পণ্যের উপর সাধারণত

প্রদেয় কোন শুল্কের অতিরিক্ত ধারা ২৫ এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যের অনধিক এক শর্তাংশ চার্জ ধার্য করিতে পারিবেন।

১৩৪। পণ্য বোঝাই না করা অথবা পুনঃনামানোর নোটিশ এবং উহাদের উপর শুল্ক ফেরত।- (১) যদি বিল অব এক্সপোর্ট অথবা রপ্তানি মেনিফেস্টে উল্লেখিত কোন পণ্য বোঝাই না করা হয় অথবা বোঝাই করার পর নামানো হয়, তাহা হইলে যে যানবাহনে উক্ত পণ্য বোঝাই করার অভিপ্রায় ছিল অথবা যে যানবাহন হইতে উহা নামানো হইয়াছে সেই যানবাহনটি কাস্টমস-স্টেশন ত্যাগ করার পনেরটি স্পষ্ট কার্য-দিবস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে মালিক যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট, যে ক্ষেত্রে কর্মকর্তা নিজেই কম বোঝাই অথবা পুনঃনামানোর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বাদে, অন্যান্য ক্ষেত্রে উক্ত কম বোঝাই অথবা পুনঃনামানোর সংবাদ প্রদান করিবেন।

(২) উক্তরূপ কম-বোঝাই অথবা পুনঃনামানোর এক বৎসরের মধ্যে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করা হইলে কম বোঝাইকৃত অথবা বোঝাই করার পর পুনঃনামানো পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক যে ব্যক্তির পক্ষে উহা পরিশোধ করা হইয়াছিল তাহাকে ফেরত প্রদান করা হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে উল্লিখিত পনের দিবস সময়ের মধ্যে কম বোঝাই অথবা পুনঃনামানোর প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদান করা না হয় সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ অর্থদন্ড, যদি হয়, আরোপ সাপেক্ষে শুল্ক ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩৫। কোন কাস্টমস-স্টেশনে প্রত্যাবর্তনকারী অথবা অন্য কাস্টমস-স্টেশনে প্রবেশকারী যানবাহন হইতে পুনঃনামানো অথবা ট্রানশিপকৃত পণ্য।- (১) কোন কাস্টমস-স্টেশন হইতে ছাড়িয়া যাওয়ার পর কোন যানবাহন যদি পণ্য খালাস না করিয়া উক্ত কাস্টমস-স্টেশনে প্রত্যাবর্তন করে অথবা অন্য কোন কাস্টমস-স্টেশনে প্রবেশ করে এবং উক্ত যানবাহনে পরিবহনকৃত পণ্যের কোন মালিক যদি উহা অথবা উহার অংশ বিশেষ পুনঃ-রপ্তানির উদ্দেশ্যে নামানো অথবা ট্রানশিপ করার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে এতদুদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যদি আবেদনপত্র মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে অতঃপর তিনি যানবাহনটির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য এবং উক্তরূপ নামানো অথবা ট্রানশিপমেন্টের সময় উক্ত পণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য একজন কাস্টমস কর্মকর্তা প্রেরণ করিবেন।

(৩) ইতোপূর্বে প্রথম রপ্তানির সময় শুল্ক নিষ্পত্তি করার অজুহাতে উক্ত পণ্য শুল্ক-মুক্তভাবে ট্রানশিপ অথবা পুনঃ-রপ্তানির জন্য অনুমতি প্রদান করা যাইবে না, যদি না উহা পুনঃ-রপ্তানির সময় পর্যন্ত একজন কাস্টমস কর্মকর্তার হেফাজতে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করানো এবং রক্ষিত হয় অথবা উক্তরূপ হেফাজতে ট্রানশিপ করা হয়।

(৪) উক্ত হেফাজত সংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যয় মালিক কর্তৃক বহন করা হইবে।

১৩৬। কাস্টমস-স্টেশনে প্রত্যাবর্তনকারী যানবাহন এন্ট্রি করিতে এবং পণ্য নামাইতে পারিবে।- (১) ধারা ১৩৫ এ উল্লেখিত দুইটির যে কোন একটি ক্ষেত্রে যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত যানবাহনটি অভ্যন্তরে প্রবেশের এন্ট্রি করিতে পারিবেন এবং পণ্যের মালিক অতঃপর যানবাহনটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে এই আইন এবং বিধিমালার বিধানের অধীন ইহা নামাইতে পারিবেন।

(২) এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন পরিশোধিত রপ্তানি শুল্ক উক্ত পণ্যের মালিকের আবেদনক্রমে উহা নামানোর এক বৎসরের মধ্যে ফেরত প্রদান করা হইবে এবং শুল্কের (কাস্টমস, এক্সাইজ বা অন্য কোন কর হইক না কেন) প্রত্যর্পণ অথবা ফেরত প্রদান হিসাবে মালিককে প্রদত্ত কোন অর্থ তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে অথবা ফেরতযোগ্য অর্থের সাথে সমন্বয় করা হইবে।

১৩৭। মেরামতের সময় পণ্য নামানো।- (১) যাত্রা অথবা সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ করার পূর্বে যদি কোন যানবাহন মেরামতের জন্য কোন কাস্টমস-স্টেশনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেদনক্রমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা পণ্য অথবা উহার অংশবিশেষ নামানোর , এবং উক্ত মেরামতকালীন সময়ে উহা একজন কাস্টমস কর্মকর্তার হেফাজতে রাখার, এবং বিনা শুল্কে উহা বোঝাই ও রপ্তানি করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপ হেফাজত সংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যয় যানবাহনটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বহন করিবেন।

১৩৮। ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো এবং ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো ব্যতীত অন্যান্য কার্গো যে ভাবে ব্যবস্থিত হইবে।- (১) যে ক্ষেত্রে কোন পণ্য অসাবধানতাবশত অথবা ভুল গন্তব্যে আসার অথবা উহার প্রাপকের সন্ধান না পাওয়ার কারণে কোন কাস্টমস-স্টেশনে আনয়ন করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য আনয়নকারী যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা উহা প্রেরণকারীর আবেদনক্রমে এবং বিধিমালা সাপেক্ষে কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্ক (আমদানি শুল্ক কিংবা রপ্তানি শুল্ক যাহাই হউক না কেন) পরিশোধ ব্যতিরেকে উহা রপ্তানি করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, এই শর্তে যে, উক্ত পণ্য একজন কাস্টমস কর্মকর্তার হেফাজতে রপ্তানি করিতে হইবে।

(১ক) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন কাস্টমস-স্টেশনে কোন পণ্য আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত পণ্য উহার উপর আরোপযোগ্য শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে পুনঃ-রপ্তানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত হেফাজত সংশ্লিষ্ট সমুদয় ব্যয় আবেদনকারীকে বহন করিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাগেজ এবং ডাকযোগে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্য সম্পর্কিত বিশেষ বিধানাবলী

১৩৯। যাত্রী অথবা ক্রু কর্তৃক ব্যাগেজ ঘোষণা।- যাত্রী অথবা ক্রু সদস্য, যিনিই হউন না কেন, কোন ব্যাগেজের মালিক উহা ছাড় করানোর উদ্দেশ্যে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উহার ভিতরের পণ্য সম্পর্কে একটি মৌখিক অথবা লিখিত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যাগেজ এবং উহার ভিতরে রক্ষিত অথবা তাহার সাথে বহনকৃত পণ্য সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তার সকল প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং উক্ত বাগেজ অথবা কোন পণ্য পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিবেন।

১৪০। ব্যাগেজের ক্ষেত্রে শুল্কহার নির্ধারণ।- ব্যাগেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্কহার, যদি থাকে, হইবে ধারা ১৩৯ এর অধীন উক্ত ব্যাগেজ সম্পর্কে যে তারিখ ঘোষণা প্রদান করা হয় সেই তারিখে বলবৎ শুল্কহার।

১৪১। প্রকৃত ব্যাগেজের শুল্ক হইতে অব্যাহতি।- যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে যাত্রী অথবা ক্রু সদস্যের ব্যাগেজে কোন পণ্য উক্ত যাত্রীর প্রকৃত ব্যবহারের অথবা উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যে আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পরিসীমা, শর্তাবলী এবং বাধানিষেধ সাপেক্ষে, শুল্কমুক্তভাবে খালাস প্রদান করিতে পারিবেন।

১৪২। ব্যাগেজের সাময়িক আটক।- যে ক্ষেত্রে যাত্রী ব্যাগেজের কোন পণ্য শুল্কযোগ্য হয় অথবা উহার আমদানি নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যে ক্ষেত্রে উহার ব্যাপারে ধারা ১৩৯ এর অধীন সত্য ঘোষণা প্রদত্ত হয় সেই ক্ষেত্রে যাত্রীর

আবেদনক্রমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত পণ্য তাহাকে বাংলাদেশ ত্যাগের প্রাক্কালে ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে আটক রাখিতে পারিবেন।

১৪৩। ট্রানজিট যাত্রী অথবা ক্রু সদস্যগণের ব্যাগেজের ব্যবস্থাপনা।- ধারা ১৩৯ এর অধীন ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে ট্রানজিট যাত্রী অথবা ক্রু সদস্যগণের এইরূপ ব্যাগেজ বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পরিসীমা, শর্তাবলী এবং বাধানিষেধ সাপেক্ষে শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্তরূপ ট্রানজিটে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

১৪৪। ডাকযোগে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে লেবেল অথবা ঘোষণা এন্ট্রি হিসাবে গণ্য হইবে।- ডাকযোগে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে উহার বর্ণনা, পরিমাণ এবং মূল্য সম্বলিত লেবেল অথবা ঘোষণাকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আমদানি অথবা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানির জন্য এন্ট্রি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

১৪৫। ডাকযোগে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কের হার ।- (১) ডাকযোগে আমদানিকৃত কোন পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্কের হার হইবে উহার উপর শুল্ক নিরূপণের জন্য ধারা ১৪৪ এ উল্লেখিত ঘোষণা অথবা লেবেল যে তারিখ ডাক কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন সেই তারিখে বলবৎ শুল্কহার।

(২) ডাকযোগে রপ্তানিকৃত কোন পণ্যের উপর প্রযোজ্য শুল্কহার হইবে রপ্তানিকারক যে তারিখ উক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য ডাক কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করেন সেই তারিখে বলবৎ শুল্কহার।

ষোড়শ অধ্যায়

উপকূলীয় পণ্য এবং জাহাজ সম্পর্কিত বিধানাবলী

১৪৬। এই অধ্যায় ব্যাগেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।- এই অধ্যায়ের বিধানাবলী ব্যাগেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৪৭। উপকূলীয় পণ্যের এন্ট্রি।- (১) উপকূলীয় পণ্যের প্রেরক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট একটি বিল অব কোস্টাল গুডস পেশ করিবেন।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক প্রেরক তাহার পেশকৃত বিল অব কোস্টাল গুডস এ উহার অন্তর্ভুক্ত পণ্যের সত্যতা সম্পর্কে একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন।

১৪৮। উপকূলীয় পণ্য সম্পর্কিত বিল ছাড় না হওয়া পর্যন্ড় উহা বোঝাই করা যাইবে না।- যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপকূলীয় পণ্য সম্পর্কিত বিল ছাড় না হওয়া পর্যন্ত এবং উহা পণ্যের প্রেরক কর্তৃক জাহাজের মাস্টারের নিকট অর্পণ না করা পর্যন্ত কোন জাহাজ উপকূলীয় পণ্য গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যতিক্রমী অবস্থায় জাহাজের মাস্টার কর্তৃক লিখিত আবেদনক্রমে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত পণ্য সম্পর্কিত বিলের উপস্থাপন এবং ছাড় প্রদান অপেক্ষমান রাখিয়া উপকূলীয় পণ্য বোঝাই করার অনুমতি দিতে পারিবেন।

১৪৯। গন্তব্যস্থলে উপকূলীয় পণ্য খালাস।- (১) উপকূলীয় পণ্য বহনকারী জাহাজের মাস্টার ধারা ১৪৮ এর অধীন তাহার নিকট অর্পিত সকল বিল জাহাজে বহন করিবেন এবং জাহাজটি কোন কাস্টমস-বন্দর অথবা উপকূলীয় বন্দরে পৌঁছার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যে পণ্য উক্ত বন্দরে নামানো হইবে সেই পণ্য সম্পর্কিত সকল বিল যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন উপকূলীয় পণ্য কোন বন্দরে নামানো হয় সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে উক্ত পণ্য উপধারা (১) এর অধীন তাহার নিকট অর্পিত বিলের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি উহা খালাসের অনুমতি প্রদান করিবেন।

১৫০। উপকূলীয় জাহাজের বিদেশী বন্দর স্পর্শ করা সম্পর্কিত ঘোষণা।- উপকূলীয় পণ্য বহনকারী জাহাজ বাংলাদেশের কোন বন্দরে পৌঁছার অব্যবহিত পূর্বে কোন বিদেশী বন্দর স্পর্শ করিয়া থাকিলে উহার মাস্টার ধারা ১৪৯ এ উল্লেখিত বিল সমূহের সাথে উক্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া এবং উক্ত বিদেশী বন্দরে খালাসকৃত অথবা সেখান হইতে জাহাজে বোঝাইকৃত পণ্য, যদি থাকে, এর বিবরণ এবং বিনির্দেশ উল্লেখ করিয়া একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন।

১৫১। কার্গো বুক ।- (১) প্রত্যেক উপকূলীয় জাহাজে জাহাজের নাম, যেখানে নিবন্ধিত সেই বন্দরের নাম এবং মাস্টারের নাম উল্লেখপূর্বক একটি কার্গো বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক উপকূলীয় জাহাজের মাস্টারের কর্তব্য হইবে-

(ক) যে বন্দরের দিকে এবং প্রতিটি সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্যে জাহাজটি গমনোদ্যত;

(খ) প্রত্যেক পণ্য বোঝাই করা বন্দর হইতে প্রস্থানের এবং প্রত্যেক পণ্য খালাস হওয়া বন্দরে পৌঁছার ভিন্ন ভিন্ন সময়;

(গ) প্রত্যেক পণ্য বোঝাই করা বন্দরের নাম এবং জাহাজে বোঝাইকৃত প্যাকেজসমূহের বর্ণনা ও পরিমাণ এবং উহাতে ধারণকৃত অথবা শিথিলভাবে সাজানো পণ্যের বর্ণনাসহ সকল পণ্যের হিসাব এবং যতখানি নিরূপণযোগ্য হয় ততখানি ভিন্ন ভিন্ন রপ্তানিকারকের এবং প্রাপকের নাম সমূহ;

(ঘ) প্রত্যেক পণ্য খালাস হওয়া বন্দরের নাম এবং উক্ত জাহাজ হইতে খালাসকৃত সকল পণ্য অথবা উহাদের কোনটি কোন দিবসে খালাস করা হয় উহা কার্গোবুকে লিপিবদ্ধ করা অথবা করানোর ব্যবস্থা করা।

(৩) পণ্য বোঝাই এবং খালাস সম্পর্কিত এন্ট্রি সমূহ যথাক্রমে বোঝাই করার বন্দরে এবং খালাস করার বন্দরে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) উক্তরূপ প্রত্যেক মাস্টার চাহিবামাত্র যথোপযুক্ত কর্মকর্তার পরিদর্শনের জন্য কার্গো বুক উপস্থাপন করিবেন এবং উহাতে উক্ত কর্মকর্তা যেরূপ সেইরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ নোট অথবা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৫২। কাস্টমস-বন্দর অথবা উপকূলীয় বন্দর ব্যতীত অন্যত্র উপকূলীয় পণ্য বোঝাই অথবা খালাস করা যাইবে না।- ধারা ৯ এর অধীন ঘোষিত কাস্টমস-বন্দর অথবা উপকূলীয় বন্দর ব্যতীত অন্য কোন বন্দরে কোন উপকূলীয় পণ্য কোন জাহাজে বোঝাই অথবা জাহাজ হইতে খালাস করা যাইবে না।

১৫৩। প্রস্থানের পূর্বে উপকূলীয় জাহাজকে লিখিত আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।- (১) কোন কাস্টমস-বন্দরে অথবা উপকূলীয় বন্দরে উপকূলীয় পণ্য আনয়নকারী অথবা বোঝাইকারী কোন উপকূলীয় জাহাজ উক্ত বন্দর হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ড়না যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সেই মর্মে একটি লিখিত আদেশ প্রদত্ত হয়।

(২) উক্তরূপ কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না-

(ক) জাহাজের মাস্টার তাহার নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের, যদি থাকে, উত্তর প্রদান করেন;

(খ) উক্ত জাহাজ সম্পর্কিত অথবা উহার মাস্টার কর্তৃক প্রদেয় সকল চার্জ এবং অর্থদন্ড পরিশোধ করা হয় অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেইরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ গ্যারান্টি দ্বারা উহার পরিশোধ নিশ্চিত করা হয়।

১৫৪। উপকূলীয় পণ্যের ক্ষেত্রে এই আইনের কতিপয় বিধানের প্রয়োগ।- (১) আমদানিকৃত পণ্য অথবা রপ্তানির জন্য পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ যেরূপ প্রযোজ্য হয় সেইরূপ যতদূর সম্ভব উপকূলীয় পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) আমদানিকৃত পণ্য অথবা রপ্তানির জন্য পণ্য বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে ধারা ৪৮ এবং ৬০ যেরূপ প্রযোজ্য হয় সেইরূপ যতদূর সম্ভব উপকূলীয় পণ্য বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে সপ্তম অধ্যায়ের সকল বিধানাবলী অথবা যে কোন বিধান এবং ধারা ৭৮ এর বিধানাবলী প্রজ্ঞাপনে যেরূপ উল্লেখ থাকে সেইরূপ ব্যতিক্রম এবং পরিবর্তনসহ উপকূলীয় পণ্যের ক্ষেত্রে অথবা উপকূলীয় পণ্য বহনকারী জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৫৫। কতিপয় পণ্যের উপকূলীয় বাণিজ্য নিষিদ্ধ।- কোন আইন দ্বারা অথবা আইনের অধীন আরোপিত নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ লংঘন করিয়া উপকূলবাহী কোন পণ্য অথবা ভান্ডার সামগ্রী হিসাবে চালানকৃত কোন পণ্য উপকূলীয় জাহাজে বহন করা যাইবে না অথবা উক্ত পণ্য অথবা ভান্ডার সামগ্রী এইরূপ বহন অথবা চালান করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কোন স্থানে আনয়ন করা যাইবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

অপরাধ এবং দন্ডসমূহ

১৫৬। অপরাধসমূহের জন্য শাস্তি -(১) যে কেহ নিম্নের টেবিলের কলাম ১ এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত করেন তিনি উহার জন্য অন্য কোন আইনে শাস্তিযোগ্য হইলে তাহা ক্ষুণ্ন না করিয়া এবং ইহার অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত অপরাধের বিপরীতে কলাম ২ এ উল্লেখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন ঃ-

টেবিল

	অপরাধ সমূহ	দন্ডসমূহ	অপরাধ সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা সমূহ
১		২	৩
১।	যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধান অথবা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধি লংঘন করেন অথবা উক্তরূপ কোন লংঘনে সহায়তা করেন অথবা এই আইনের কোন বিধান অথবা উক্তরূপ কোন বিধি যাহা পালন করা তাহার কর্তব্য তাহা পালন করিতে ব্যর্থ হন, যে জন্য উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতার জন্য অন্যত্র কোন স্পষ্ট দন্ডের বিধান করা হয় নাই,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন

২।	(১) যদি সমুদ্রপথে অথবা আকাশপথে আমদানিকৃত কোন পণ্য উহা খালাসের জন্য ধারা ৯ এর অধীন ঘোষিত কাস্টমস-বন্দর অথবা কাস্টমস-বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নামানো হয় বা নামানোর চেষ্টা করা হয়; অথবা (২) যদি স্থলপথে বা অভ্যন্তরীণ জলপথে আমদানিকৃত কোন পণ্য উহা আমদানির জন্য ধারা ৯ এর দফা (গ) এর অধীন ঘোষিত রুট ব্যতীত অন্য কোন রূটের মাধ্যমে আমদানি করা হয়; অথবা (৩) যদি রপ্তানি পণ্য বোঝাই করার জন্য নির্ধারিত কাস্টমস-বন্দর **অথবা** কাস্টমস-বিমানবন্দর ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে উহা সমুদ্রপথে **অথবা** আকাশপথে রপ্তানি করার চেষ্টা করা হয়; অথবা (৪) যদি ধারা ৯ এর দফা (গ) এর অধীন রপ্তানির জন্য নির্ধারিত রুটের মাধ্যমে ব্যতীত অন্য কোন রুটে স্থলপথে অথবা অভ্যন্তরীণ জলপথে কোন পণ্য রপ্তানির চেষ্টা করা হয়; অথবা (৫) যদি কোন আমদানিকৃত পণ্য কাস্টমস-বন্দর ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নামানোর উদ্দেশ্যে উপসাগর, সংকীর্ণ-উপসাগর, খাঁড়ি অথবা নদীতে আনয়ন করা হয়; অথবা	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পণ্যের মূল্যের অনধিক দশগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ছয় বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে এবং উক্ত পণ্যের মূল্যের অনধিক দশগুণ জরিমানাদন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	৯ এবং ১০

	(৬) যদি কাস্টমস-স্টেশন ব্যতীত অথবা ধারা ১০ এর দফা (খ) এর অধীন পণ্য বোঝাইয়ের জন্য অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে রপ্তানি করার জন্য কোন পণ্য বাংলাদেশের স্থল সীমান্তে অথবা উপকূলের নিকটে অথবা কোন উপসাগর, সংকীর্ণ-উপসাগর, খাঁড়ি অথবা নদীর নিকটে আনয়ন করা হয়,		
৩।	(১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলীর বিপরীতে পণ্য রপ্তানি করেন বা নামান অথবা পণ্য রপ্তানিতে **অথবা** নামানোয় সহায়তা করেন অথবা রপ্তানিকৃত বা নামানো কোন পণ্য অথবা রপ্তানি **অথবা** নামানোর অভিপ্রায় করা হইয়াছে এমন কোন পণ্য জ্ঞাতসারে সংরক্ষণ করেন **অথবা** লুকাইয়া রাখেন অথবা সংরক্ষণ করার জন্য বা লুকাইয়া রাখার জন্য অনুমতি প্রদান করেন অথবা সংগ্রহ করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
	(২) যদি কোন ব্যক্তিকে এই টেবিলের দফা ৪ এর অধীন অপরাধ সংঘটনের কারণে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন যানবাহনে দেখা যায়, যখন উক্ত যানবাহন এমন স্থানের মধ্যে অবস্থান করে যাহা পণ্য রপ্তানি **অথবা** নামানোর জন্য কোন কাস্টমস-স্টেশন নয়,		৯ এবং ১০
৪।	যদি বাংলাদেশের কোন কাস্টমস্-স্টেশনের সীমানার মধ্যে পণ্যসহ অবস্থানরত কোন	তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত **অথবা** ঘাটতি পণ্যের	৯ এবং ১০

	যানবাহন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অন্য কোন স্থানে উক্ত পণ্য সম্পূর্ণ **অথবা** আংশিক নিখোঁজ হওয়াসহ পাওয়া যায়, যদি না যানবাহনটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পণ্যের ক্ষতি বা ঘাটতির হিসাব প্রদানে সক্ষম হন,	ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক যানবাহনটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় হইবে এবং উক্ত যানবাহনটিও বাজেয়াপ্ত -যোগ্য হইবে।	
৫।	(১) যদি ধারা ৯ এর অধীন পণ্য নামানোর জন্য ঘোষিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশোদ্যত কোন যানবাহন হইতে কোন পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন যানবাহনে নামানো হয়; অথবা যদি ধারা ৯ এর অধীন পণ্য বোঝাইয়ের জন্য ঘোষিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে অন্য কোন যানবাহন হইতে কোন পণ্য উক্তরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে দেশের বাহিরে গমনোদ্যত কোন যানবাহনে বোঝাই করা হয়; অথবা (২) যদি ড্র-ব্যাক মঞ্জুর করা হইয়াছে এমন কোন পণ্য উক্তরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে নামানোর উদ্দেশ্যে কোন যানবাহনে উঠানো হয়,	তাহা হইলে উক্তরূপ অনিয়মিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য ব্যবহৃত প্রত্যেক যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং পণ্য ও যানবাহনটিও বাজেয়াপ্ত -যোগ্য হইবে।	৯ এবং ১০
৬।	যদি কোন কাস্টমস-বন্দরে আগমনকারী অথবা সেখান হইতে প্রস্থানকারী কোন জাহাজ যখন ধারা ১৪ এর অধীন কোন কাস্টমস কর্মকর্তার আরোহন বা অবতরণের জন্য নির্ধারিত স্টেশনে আনিতে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও আনিতে ব্যর্থ হয়,	তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাস্টার অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৪

৭।	(১) যদি কাস্টমস-বন্দরে আগমনকারী কোন জাহাজ উহা নোঙ্গর করার **অথবা** পণ্য নামানোর যথাযথ স্থানে আসার পর পোর্টস আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৫ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুযায়ী কনজারভেটরের অথবা অন্য কোন আইনগত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে উহা নোঙ্গর করার অথবা পণ্য নামানোর অন্য কোন স্থানে অপসারণ, করা হয়; অথবা (২) যদি পাইলট দ্বারা আনয়ন করা হয় নাই এইরূপ জাহাজ ধারা ১৪ এর অধীন কমিশনার অব কাস্টমসের নির্দেশ অনুযায়ী নোঙ্গর করা না হয়,	তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাস্টার অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং জাহাজটি এন্ট্রি করিয়া না থাকিলে অর্থদন্ড পরিশোধ না করা পর্যন্ত উহা এন্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হইবে না।	১৪
৮।	যদি কোন পণ্য চোরাচালান করিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আনা হয় অথবা বাংলাদেশের বাহিরে নেওয়া হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং অপরাধটির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি পণ্য মূল্যের অনধিক দশগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ছয় বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে এবং উক্ত পণ্যের মূল্যের অনধিক দশগুণ পরিমাণ জরিমানাদন্ডে	সার্বজনীন

		অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	
৯।	(১) যদি দফা ৮ এ উল্লেখিত নয় এমন কোন পণ্য আরোপণীয় কাস্টমস-শুল্ক ফাঁকি দিয়া অথবা এই আইন বা অন্য কোন আইনের দ্বারা **অথবা** অধীন উক্ত পণ্য আমদানি অথবা রপ্তানির উপর আরোপিত নিষিদ্ধকরণ **অথবা** নিয়ন্ত্রণ লংঘন করিয়া বাংলাদেশে আমদানি অথবা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানি করা হয়; অথবা (২) যদি উক্তরূপ কোন পণ্য আমদানি অথবা রপ্তনির চেষ্টা করা হয়; অথবা (৩) যদি উক্ত পণ্য রাখা হয় নাই বলিয়া কাস্টমস্ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত কোন প্যাকেজে কোন পণ্য পাওয়া যায়; (৪) যদি কোন সমুদ্র-বন্দর, বিমান বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন **অথবা** অন্য কোন স্থানের সীমানার মধ্যে যেখানে যানবাহনে পণ্য বোঝাই করা হয় অথবা উহা হইতে পণ্য নামানো হয়, সেখানে অবস্থানকারী কোন যানবাহনে পণ্য বোঝাই করার অথবা যানবাহন হইতে পণ্য নামানোর পূর্বে অথবা পরে উক্তরূপ পণ্য যে কোন পদ্ধতিতে লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায়; অথবা (৫) যদি রপ্তানির জন্য পূর্বোক্তভাবে নিষিদ্ধ	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে; এবং অপরাধটির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি পণ্যের মূলের অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।	১৫ এবং ১৬

	বা নিয়ন্ত্রিত কোন পণ্য উক্ত নিষিদ্ধকরণ বা নিয়ন্ত্রণ লংঘন করিয়া উহা রপ্তানির জন্য কোন যানবাহনে বোঝাই করার উদ্দেশ্যে কোন কাস্টমস্ এলাকার মধ্যে অথবা জেটিতে আনয়ন করা হয়,		
১০।	যদি কাস্টম-হাউসের মাধ্যমে ছাড় করানোর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত পণ্যের মালিক নহেন, এবং মালিকের নিকট হইতে যথাযথ এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহেন এমন কোন ব্যক্তি কোন পণ্য সম্পর্কিত কোন দলিলে উক্ত মালিকের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অথবা উহা সত্যায়ন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
১০ক।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৯ অথবা ধারা ২০ এর অধীন কাস্টমস্-শুল্ক পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কোন পণ্য সম্পর্কে উক্ত ধারাসমূহের অধীন আরোপিত শর্তাবলী, পরিসীমা অথবা নিয়ন্ত্রণ, যদি থাকে, লংঘন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের অনধিক দুইগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	১৯ এবং ২০
১১।	যদি পরবর্তীকালে রপ্তানির শর্ত সাপেক্ষে ধারা ২১ এর অধীন শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে সাময়িকভাবে প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন পণ্য রপ্তানি করা না হয় অথবা যদি শুল্ক পরিশোধিত হয় নাই **অথবা** পরিশোধিত হওয়ার পর ফেরত প্রদান করা হইয়াছে এমন পণ্য বিধিমালা অথবা উক্ত ধারার অধীন কোন বিশেষ আদেশ লংঘন করিয়া বিক্রয়, হস্তান্তর অথবা অন্যভাবে বন্দোবস্ত করা হয়,	তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত পণ্য বিক্রয়, হস্তান্তর অথবা অন্যভাবে বন্দোবস্ত করেন অথবা উহা বিক্রয়, হস্তান্তর অথবা বন্দোবস্ত করিতে সহায়তা **অথবা** সহযোগিতা করেন এবং যে ব্যক্তির দখলে উক্ত পণ্য পাওয়া যায় তিনি উক্ত পণ্যের উপর	২১

		আরোপণীয় শুল্কের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	
১১ ক।	যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে বাধ্যতামূলক প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয় এমন পণ্য প্রাক-জাহাজীকরণ ব্যতীত আমদানি করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপণে নির্ধারিত হারে প্রাক-জাহাজীকরণ সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং পণ্য মূল্যের অনধিক পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন , তবে তাহা পণ্য মূল্যের দশ শতাংশের কম হইবে না।	
১২।	যদি কোন ব্যক্তি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ধারা ২৬ এর অধীন তলবকৃত চাহিদা পূরণ করিতে অথবা বিধিমালা দ্বারা বা অধীন সরবরাহ করিতে বাধ্য এমন তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	২৬
১৩।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২৮ এর সহিত সম্পর্কিত কোন সুরাজাতীয় পণ্য-সংশ্লিষ্ট কোন বিধি ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্তরূপ	২৮

		সকল সুরাজাতীয় পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	
১৪।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৩২ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যে পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেই পণ্যমূল্যের অনধিক তিন গুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত পণ্যও বাজেয়াপ্ত-যোগ্য হইবে; এবং কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদে সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	৩২
১৫।	যদি প্রত্যর্পণ প্রদত্ত হইয়াছে এইরূপ কোন পণ্য অথবা রপ্তানির জন্য খালাস করা ওয়্যারহাউসকৃত কোন পণ্য যথাযথভাবে রপ্তানি না করা হয় অথবা রপ্তানি করার পর এই আইনের **অথবা** বিধিমালার বিধানাবলী অনুযায়ী নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে নামানো অথবা পুনঃনামানো হয়,	তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত পণ্য রপ্তানি করিতে ব্যর্থ হন অথবা যিনি পণ্য খালাস করেন **অথবা** পুনরায় নামান অথবা যে ব্যক্তি রপ্তানি পরিহার করিতে **অথবা** নামাইতে **অথবা** পুনরায় নামাইতে	৩৫ এবং ১০৫

		সহায়তা অথবা সহযোগিতা করেন তিনি উক্ত পণ্য মূল্যের অনধিক তিনগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং রপ্তানি করা হয় নাই অথবা খালাস করা বা নামানো হইয়াছে সেইরূপ সকল পণ্যও যে যানবাহন হইতে উহা নামানো অথবা পুনঃনামানো হইয়াছে সেই যানবাহনসহ বাজেয়াপ্ত-যোগ্য হইবে।	
১৬।	যদি রসদসামগ্রী অথবা ভান্ডারসামগ্রী যাহার উপর প্রত্যর্পণ প্রদত্ত হইয়াছে অথবা যানবাহনে ব্যবহারের জন্য রপ্তানিতব্য রসদসামগ্রী **অথবা** ভান্ডারসামগ্রী হওয়ার কারণে যাহার উপর শুল্ক পরিশোধ করা হয় নাই তাহা যানবাহনে বোঝাই করা না হয় অথবা বোঝাই করার পর যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত পরবর্তীকালে নামানো হয়,	তাহা হইলে উক্ত রসদসামগ্রী অথবা ভান্ডারসামগ্রী বাজেয়াপ্ত -যোগ্য হইবে।	২৪ এবং ৩৫
১৭।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৩৯ এর অধীন প্রত্যর্পণ অনুমোদিত নয় এমন কোন পণ্যের উপর প্রতারণামূলকভাবে প্রত্যর্পণ দাবী করেন অথবা উক্তরূপ কোন পণ্য তাহার প্রত্যর্পণ দাবীর অন্তর্ভুক্ত করেন,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৩৯

১৮।	যদি ধারা ৪৩ এর অধীন বোর্ড কর্তৃক কোন নদী বা বন্দরের নির্ধারিত স্থানে আগমনকারী কোন জাহাজ ইহার মেনিফেস্ট পাইলট বা কাস্টম্ কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করার পূর্বে অথবা উহা গ্রহণ করার জন্য যথযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করার পূর্বে উক্ত স্থান অতিক্রম করে,	তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাস্টার অনধিক পঞ্চাশ হজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৩
১৯।	যদি ধারা ৪৩ এর অধীন নির্ধারিত স্থানের বাহিরে অথবা নিম্নে অবস্থানরত কোন আগমনকারী জাহাজের মাস্টার উহা নোঙ্গর করার চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মেনিফেস্ট অর্পণ ইচ্ছাকৃতভাবে অসম্পন্ন রাখেন,	তাহা হইলে উক্ত মাস্টার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৩
২০।	যদি ধারা ৪৩ এর অধীন কোন স্থান নির্ধারণ করা হয় নাই এমন কাস্টমস-বন্দরে কোন জাহাজ প্রবেশের পর উক্ত জাহাজের মাস্টার উহা নোঙ্গর করার চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মেনিফেস্ট অর্পণ অসম্পন্ন রাখেন,	তাহা হইলে উক্ত মাস্টার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৩
২১।	যদি জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন কোন স্থল কাস্টমস-স্টেশনে অথবা কাস্টমস-বিমানবন্দরে প্রবেশের পর উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা আগমনের চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত এই আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মেনিফেস্ট অর্পণ অসম্পন্ন রাখেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৪
২২।	যদি কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আমদানি মেনিফেস্ট গ্রহণ করিতে এই আইন দ্বারা বাধ্য কোন ব্যক্তি উহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান অথবা উহা প্রতিস্বাক্ষর	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৩ এবং ৪৬

	করিতে অথবা উহাতে ধারা ৪৬ এ উল্লেখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে ব্যর্থ হন,		
২৩।	(১) যদি এই আইনের অধীন অর্পিত কোন আমদানি অথবা রপ্তানি মেনিফেস্ট উহা অর্পণকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয় অথবা উহা এই আইনের নির্ধারিত ফরমে না হয় অথবা উক্ত মেনিফেস্ট এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীন যেভাবে বিবৃত থাকা আবশ্যক সেইভাবে যানবাহনের, পণ্যের এবং ভ্রমণের বিবরণসমূহ অন্তর্ভুক্ত না থাকে; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৫ এবং ৫৩
	(২) যদি উক্তরূপ অর্পিত মেনিফেস্ট উক্ত ব্যক্তির যতদূর জানা আছে সেইমত উক্ত যানবাহনে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিতব্য সকল পণ্যের সত্য বিনির্দেশ অন্তর্ভুক্ত না থাকে,		

২৪।	(১) যদি কোন যানবাহনে প্রাপ্ত আমদানি মেনিফেস্টে অন্তর্ভুক্ত কোন পণ্য উক্ত যানবাহনে পাওয়া না যায়; অথবা	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যানবাহনে পাওয়া যায় নাই এমন পণ্যের উপর আরোপযোগ্য শুল্কের অনধিক দ্বিগুণ	৪৫, ৫৩ এবং ৫৫

	(২) যদি যানবাহনটিতে পাওয়া পণ্যের পরিমাণ কম হয়, এবং কাস্টম-হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত উক্ত ঘাটতির কৈফিয়ত প্রদান করা না হয়,	পরিমাণ অর্থদন্ডে, অথবা উক্ত পণ্য শুল্কযোগ্য না হইলে অথবা উহার উপর শুল্ক নিরূপণ করা না গেলে প্রতিটি নিখোঁজ **অথবা** ঘাটতি মোড়ক অথবা পৃথক দ্রব্যের জন্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে, এবং খোলা পণ্যের ক্ষেত্রে পণ্য মূল্যের অনধিক পরিমাণ অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা, যাহাই অধিকতর হয়, অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
২৫।	যদি ধারা ৪৭ লংঘন করিয়া অথবা ধারা ৪৯ এর অধীন মঞ্জুরীকৃত বিশেষ পাস ব্যতীত কোন জাহাজের খোল উন্মুক্ত করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের মাস্টার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৭ এবং ৪৯
২৬।	(১) যদি কোন বিল অব লেডিং অথবা ধারা ৪৮ এর অধীন প্রয়োজনীয় কপি মিথ্যা হয় এবং যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না মর্মে যথোপযুক্ত কর্মকর্তাকে সন্তুষ্ট করিতে অপারগ হন; অথবা যদি উক্তরূপ কোন বিল বা অনুলিপি প্রতারণার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন করা হয়; অথবা	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৮
	(২) যদি উক্তরূপ কোন বিল বা উহার		

	অনুলিপিতে উল্লেখিত পণ্য যেভাবে চালানকৃত **অথবা** বোঝাইকৃত বলিয়া উহাতে প্রদর্শিত রহিয়াছে সেইভাবে প্রকৃত পক্ষে চালান করা অথবা বোঝাই করা না হইয়া থাকে; অথবা যদি কোন বিল অব লেডিং বা কোন বিল অব লেডিং এর অর্পিত অনুলিপি উক্ত বিলে উল্লেখিত যে স্থান হইতে পণ্য চালান দেওয়া অথবা বোঝাই করা হইয়াছে সেখান হইতে যানবাহনটি প্রস্থানের পূর্বে প্রস্তুত করা না হইয়া থাকে ; অথবা (৩) যদি কার্গো বা পণ্যের কোন অংশ স্থগিত রাখা, ধ্বংস করা অথবা জাহাজ হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, অথবা যদি কোন মোড়ক খোলা হইয়া থাকে এবং কার্গো **অথবা** পণ্যের কোন অংশ সম্পর্কে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত হিসাব প্রদান করা না যায়,		
২৭।	যদি কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারা ৫১ অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৫২ এর অধীন মঞ্জুরীকৃত পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন কাস্টমস-স্টেশন হইতে প্রস্থানের চেষ্টা করে,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৫১ এবং ৫২
২৮।	যদি কোন যানবাহন পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা, ক্ষেত্রমত, যথোপযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত অনুমতি গ্রহণ না করিয়া কোন কাস্টমস-স্টেশন হইতে বাস্তবে প্রস্থান করে,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৫১ এবং ৫২
২৯।	যদি কোন পাইলট বাংলাদেশের বাহিরে	তাহা হইলে উক্ত	৫১

	গমনরত কোন জাহাজের মাস্টার কর্তৃক পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স উপস্থান না করা সত্ত্বেও উক্ত জাহাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন,	পাইলট অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
৩০।	যদি কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধারা ৬০ এর অধীন নিয়োজিত কোন কাস্টমস কর্মকর্তাকে যানবাহনের উপর গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত উক্ত কর্মকর্তাকে যানবাহ-নের উপরে গ্রহণ করা না হয় উহার প্রত্যেক দিনের জন্য অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং যানবাহনটি এন্ট্রি করা না হইলে উক্ত অর্থদন্ড পরিশোধ না করা পর্যন্ত উহা এন্ট্রি করার অনুমতি প্রদান করা হইবে না।	৬১
৩১।	যদি কোন জাহাজের মাস্টার অথবা জাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনের **অথবা** উড়োজাহাজের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত কমকর্তার জন্য উপযুক্ত থাকার জায়গা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিতে অস্বীকার করেন,	তাহা হইলে উক্ত মাস্টার অথবা ব্যক্তি, উক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে, অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৬২
৩২।	(১) যদি কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত যানবাহন অথবা তন্মধ্যে কোন বাক্স, স্থান বা বদ্ধ পাত্র তল্লাশী করার জন্য লিখিত আদেশ বহনকারী কোন কাস্টমস কর্মকর্তাকে উহা তল্লাশী করার অনুমতি প্রদানে অস্বীকার করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৬২

(২) যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন যানবাহনের পণ্যের উপর তালা, মার্ক **অথবা** সীল লাগান এবং উক্ত পণ্য খালাস করার পূর্বে উক্ত তালা, মার্ক **অথবা** সীল ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা, পরিবর্তন করা **অথবা** ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; অথবা

(৩) যদি উক্ত পণ্য গোপনে অন্য স্থানে পরিবহন করা হয়; অথবা

(৪) যদি কোন যানবাহনের হ্যাচওয়ে অথবা খোলের প্রবেশপথ কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক আবদ্ধ করিয়া দেওয়ার পর উহা তাহার অনুমতি ব্যতীত খোলা হয়,

৩৩।	যদি কাস্টমস কর্মকর্তা প্রত্যাহারের ফলে কর্ম বিরতিতে থাকা কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি পণ্য গ্রহণ তত্ত্বাবধান করিতে একজন কাস্টমস কর্মকর্তার জন্য আবেদন করার পূর্বে ধারা ৬৪ লংঘনপূর্বক উক্ত যানবাহনে যে কোন প্রকার পণ্য উঠানোর ব্যবস্থা করেন অথবা অনুমতি প্রদান করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং পাস **অথবা** লিখিত আদেশ দ্বারা পণ্য সংরক্ষিত থাকিলে উহা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির খরচে পরীক্ষার জন্য পুনঃ নামানোযোগ্য হইবে, এবং পাস **অথবা** লিখিত আদেশ দ্বারা সংরক্ষিত না থাকিলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৬৪

৩৪।	যদি কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই টেবিলের দফা ৩৩ এর বিধান ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ধারা ৬৪ অথবা ধারা ৬৫ অথবা ব্যাগেজ সম্পর্কিত কোন বিধিমালার বিধান লংঘন করিয়া কোন পণ্য খালাস করার অথবা উঠানোর অথবা জল-পরিবহন যোগে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন অথবা অনুমতি প্রদান করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্তভাবে খালাসকৃত, যানবাহনে উঠানো অথবা জলপরিবহনকৃত সকল পণ্য বাজেয়াপ্ত-যোগ্য হইবে।	৬৪, ৬৫ এবং ১৪১
৩৫।	(১) যদি কোন জাহাজ হইতে নামানোর এবং ওয়্যারহাউসিং এর অথবা আমদানির জন্য ছাড় করানোর উদ্দেশ্যে অথবা রপ্তানির জন্য জাহাজে প্রেরণের উদ্দেশ্যে জল-পরিবহনযোগে প্রেরিত কোন পণ্য, যাহার ক্ষেত্রে ধারা ৬৮ এর অধীন বোট-নোটের আবশ্যকতা রহিয়াছে, বোট-নোট ব্যতীত পাওয়া যায়; অথবা	তাহা হইলে যে ব্যক্তির কর্তৃত্বে পণ্য নামানো অথবা উঠানো হইতেছে তিনি এবং নৌকার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে পণ্যের উপর আরোপণীয় শুল্কের অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে অথবা উক্ত পণ্য শুল্ক-মুক্ত হইলে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	৬৮
	(২) যদি কোন জাহাজ হইতে নামানো অথবা উহাতে বোঝাই করার যে কোন উদ্দেশ্যে হউক না কেন, কোন নৌকায় উপর এইরূপ বোট-নোটের অতিরিক্ত কোন পণ্য পাওয়া যায়,		

৩৬।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৬৮ অনুযায়ী যেমন আবশ্যক তেমন কোন বোট-নোট গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন অথবা উহা স্বাক্ষর করিতে অথবা উহাতে নির্ধারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে ব্যর্থ হন, অথবা যদি উহা গ্রহণকারী জাহাজের কোন মাস্টার বা অফিসার উহা তলব করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার চাহিদামত তাহার নিকট অর্পণ করিতে ব্যর্থ হন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, মাস্টার অথবা অফিসার অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৬৮
৩৭।	(১) যদি বাংলাদেশ হইতে বহির্গমনরত কোন যানবাহনে এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে নির্ধারিত জেটি বা অন্য স্থান ব্যতীত অন্য স্থান হইতে বিনা অনুমতিতে কোন পণ্য যানজাতকরণ **অথবা** বোঝাই করা হয় অথবা যানজাতকরণ **অথবা** বোঝাই করার জন্য জল-পরিবহনকৃত হয় অথবা নামানো হয়; অথবা	তাহা হইলে যাহার কর্তৃত্বাধীনে পণ্য যানজাতকৃত, বোঝাই-কৃত, নামানো, জল-পরিবহনকৃত অথবা ট্রানশিপ-কৃত হয় সেই ব্যক্তি এবং উহা পরিবহনের জন্য নিয়োজিত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রত্যেকে পণ্য মূল্যের অনধিক পাঁচ গুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	৬৬, ৬৯ এবং ৭০
	(২) যদি নামানো, যানজাতকরণ **অথবা** বোঝাইকরণের উদ্দেশ্যে জল-পরিবহনকৃত কোন পণ্য অহেতুক বিলম্ব ব্যতীত নামানো, যানজাতকরণ অথবা বোঝাইকরণ না হয়; অথবা		
	(৩) যদি উক্ত পণ্য বোঝাইকৃত নৌকাকে জেটি অথবা নামানো, যানজাতকরণ **অথবা** বোঝাইকরণের জন্য অন্য কোন সঠিক স্থান এবং জাহাজের মধ্যে চলাচল পথের বাহিরে দেখা যায় এবং উক্তরূপ ব্যত্যয়ের কৈফিয়ত যথোপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত		

	প্রদত্ত না নয়; অথবা (৪) যদি কোন পণ্য ধারা ৭০ এর বিধানের বিপরীতে ট্রানশিপ করা হয়,		
৩৮।	যদি কোন বন্দর সম্পর্কে ধারা ৭১ এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপন জারী হওয়ার পর উক্ত বন্দর সীমানার মধ্যে যথাযথভাবে লাইসেন্সকৃত এবং নিবন্ধিত নয় এমন কোন নৌকায় কোন পণ্য পাওয়া যায়,	তাহা হইলে নৌকার মালিক অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং কমিশনার অব কাস্টমস্ এর বিশেষ অনুমতিপত্র দ্বারা উহা রক্ষিত না থাকিলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	৭১
৩৯।	যদি অনধিক একশত টনী নৌকা বা জাহাজ ধারা ৭২ সম্পর্কিত বিধিসমূহ পরিপালন না করে;	তাহা হইলে উক্ত নৌকা অথবা জাহাজ বাজেয়াপ্তযোগ্য ইবে।	৭২
৪০।	যদি কোন যানবাহনের কোন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত যানবাহনের মেনিফেস্টে যথাযথভাবে এন্ট্রি করা হয় নাই এমন কোন পণ্য নামান অথবা নামানোর অনুমতি প্রদান করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৪৫ এবং ৭৫
৪১।	যদি কোন যানবাহনের কোন স্থানে, বাক্সে অথবা বদ্ধ পাত্রে কোন পণ্য লুকানো অবস্থায় পাওয়া যায় এবং কাস্টম-হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত উহার যথাযথ কৈফিয়ত প্রদান করা না হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	সার্বজনীন
৪২।	যদি কোন যানবাহনের মেনিফেস্টে অন্তর্ভুক্ত পণ্যের অতিরিক্ত পণ্য পরিদৃষ্ট হয় অথবা উহার অন্তর্গত	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৪৫ এবং ৭৫

	পণ্য বিনির্দেশ অনুসারে পাওয়া না যায়,		
৪৩।	যদি কোন পণ্য নামানোর পর এবং কাস্টম-হাউসের মাধ্যমে ছাড় করানোর পূর্বে উহার মালিক রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহা অপসারণ করেন অথবা অপসারণের চেষ্টা করেন,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য উদ্ধার করা না গেলে মালিক, সমুদয় শুল্কের অতিরিক্ত, উক্ত শুল্কের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে, অথবা উক্ত পণ্য শুল্কযোগ্য না হইলে অথবা উহাদের উপর শুল্ক নিরূপণ করা না গেলে প্রতিটি নিখোঁজ অথবা ঘাটতি মোড়ক **অথবা** আলাদা জিনিসের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে অথবা খোলা পণ্যের ক্ষেত্রে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা **অথবা** পণ্যমূল্যের সম-পরিমাণ, যাহাই অধিকতর হয়, অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৭৫ এবং ৮০
৪৩ ক।	যদি কোন পণ্য বা উহার অংশবিশেষ নিজের হেফাজতে গ্রহণকারী ব্যক্তি অথবা এজেন্ট রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বন্দর এলাকা হইতে অপসারণ করেন অথবা অপসারণের চেষ্টা করেন,	তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা এজেন্ট, সমুদয় শুল্কের অতিরিক্ত, উক্ত শুল্কের অনধিক দশগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে অথবা উক্ত পণ্য শুল্কযোগ্য না হইলে বা উহার উপর শুল্ক নিরূপণ করা না গেলে প্রতিটি নিখোঁজ অথবা ঘাটতি মোড়ক **অথবা** আলাদা জিনিসের জন্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে, অথবা খোলা পণ্যের ক্ষেত্রে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অথবা পণ্য মূল্যের দশগুণ, যাহাই অধিকতর	৭৮

		হয়, অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	
৪৪।	যদি কোন পণ্য সম্পর্কে যেই ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিল অব এক্সপোর্টে ঘোষণা আবশ্যক হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাস্টমস কর্মকর্তাকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্য বাহ্যত মোড়কজাত করা হইয়াছে,	তাহা হইলে পণ্যের মালিক এবং উক্ত মোড়কজাত কাজে সহায়তাকারী **অথবা** সহযোগিতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	৭৯ এবং **১৩১**
৪৫।	যদি কোন পণ্য বিল অব এন্ট্রি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিল অব এক্সপোর্ট এ ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং ঘোষণা না করা পণ্য উক্তরূপ ঘোষিত পণ্যের মধ্যে লুকানো অথবা মিশানো অবস্থায় পাওয়া যায়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মালিক এবং উক্ত লুকানো অথবা মিশানোর কাজে সহায়তাকারী **অথবা** সহযোগিতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ঘোষিত এবং ঘোষিত উভয় পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৭৯ এবং **১৩১**
৪৬।	যদি বেল **অথবা** মোড়কে পণ্য ছাড় করানোর সময় উহাতে রাজস্ব ঝুঁকিপূর্ণ কোন ভুল অথবা অসত্য বর্ণনা উদঘাটিত হয়,	তাহা হইলে উক্তরূপ ভুল অথবা অসত্য বর্ণনার জন্য দোষী ব্যক্তি উক্ত বর্জন অথবা অসত্য বর্ণনার কারণে সরকারের যে পরিমাণ শুল্কের ক্ষতি হইতে পারিত উহার অনধিক দশ গুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি না কাস্টম-হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত ইহা	৭৯ এবং ৮৮

		প্রমাণিত হয় যে ভিন্নতাটি দুর্ঘটনাজনিত।	
৪৭।	যদি যথাযথ এন্ট্রি ব্যতীত কোন পণ্য কোন কাস্টমস-স্টেশন হইতে ছাড় করানো অথবা বাহিরে নেওয়া হয়,	তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত পণ্য ছাড় করান অথবা বাহিরে নেন তিনি এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে পণ্যমূল্যের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	৭৯
৪৭ক।	যদি কোন ব্যক্তি-		
	(১) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করেন অথবা প্রবেশের চেষ্টা করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি আরোপযোগ্য শুল্ক-করের অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা, যাহাই অধিকতর হয়, অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক তিন লক্ষ টাকা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	৭৯ খ
	(২) আইনানুগ কর্তৃত্ব ব্যতীত কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করেন অথবা প্রবেশের চেষ্টা করেন এবং উক্ত কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য অননুমোদিত উদ্দেশ্যে	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের	৭৯ থ

	ব্যবহার অথবা প্রকাশ করেন; অথবা	কারাদন্ডে, অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	
	(৩) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে আইনানুগ প্রবেশাধিকার পাইয়া উক্ত কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য অননুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার অথবা প্রকাশ করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই বৎসর মোয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক দুই লক্ষ টাকা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	৭৯ খ
	(৪) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত না হইয়াও কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য গ্রহণ করেন, এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার, প্রকাশ অথবা প্রচার করেন অথবা উহা বিতরণের অনুমোদন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক দুই লক্ষ টাকা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	৭৯ খ
৪৭খ।	যদি কোন ব্যক্তি - (১) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত কোন রেকর্ড অথবা তথ্য প্রতারণামূলকভাবে পরিবর্তন করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক তিন	৭৯খ হইতে ৭৯ছ

	(২) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিকল করেন; অথবা (৩) কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেম হইতে প্রাপ্ত তথ্য কোন টেপ, ডিস্ক অথবা অন্য কোন মাধ্যমে অনুলিপি আকারে ধারণকৃত অথবা সংরক্ষিত থাকিলে উহা বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিকল করেন,	বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	
৪৭গ।	যদি কোন ব্যক্তি- (১) কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী না হইয়া কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কোন তথ্য প্রেরণ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে কোন ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার ব্যবহার করেন; অথবা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী হইয়া কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে কোন তথ্য প্রেরণ প্রমাণীকরণের জন্য অন্য কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর ইউনিক ইউজার আইডেন্টিফাইয়ার ব্যবহার করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা-দন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৭৯খ হইতে ৭৯ছ
৪৮।	যদি নামানোর পূর্বে অথবা পরে কোন যাত্রী ব্যাগেজে কোন নিষিদ্ধ অথবা শুল্কযোগ্য পণ্য লুকানো পাওয়া যায়,	তাহা হইলে উক্ত যাত্রী পণ্যমূল্যের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয়	সার্বজনীন

		হইবেন, এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	
৪৯।	যদি ওয়্যারহাউসকরণের জন্য এন্ট্রিকৃত কোন পণ্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার কর্তৃত্ব অথবা তত্ত্বাবধান ব্যতীত এবং উক্ত কর্মকর্তা যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ পদ্ধতিতে, সেইরূপ ব্যক্তি দ্বারা, সেইরূপ সময়ের মধ্যে এবং সেইরূপ রাস্তা অথবা পথ ব্যতীত অন্যভাবে ওয়্যারহাউসে আনয়ন করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বহনকারী কোন ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	৮৭
৫০।	যদি ওয়্যারহাউসকরণের জন্য এন্ট্রিকৃত পণ্য উক্ত এন্টির অনুসরণে যথাযথভাবে ওয়্যারহাউসকৃত না হয় অথবা উহা যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত এবং প্রত্যয়িত হওয়ার পূর্বে পরীক্ষার যথাযথ স্থান হইতে প্রত্যাহার অথবা অপসারণ করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য সঠিকভাবে ওয়্যারহাউসকৃত হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৮৮
৫১।	যদি কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য একাদশ অধ্যায়ের বিধানাবলী অনুসারে ওয়্যারহাউসকৃত না হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং পণ্যমূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডও আরোপ করা হইবে; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে উক্ত রক্ষক অন্যূন তিনমাস কিন্তু অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	একাদশ অধ্যায়

৫১ ক।	যদি কোন ব্যক্তি আরোপযোগ্য কাস্টমস-শুল্ক ও কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য ওয়্যারহাউস সুবিধার অপব্যবহার করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উপর ফাঁকি দেওয়া শুল্ক ও করের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করা হইবে; এবং তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।	একাদশ অধ্যায়
৫২।	যদি এই আইনের অধীন লাইসেন্সকৃত কোন বেসরকারী ওয়্যারহাউসের লাইসেন্সধারী উক্ত ওয়্যারহাউসে প্রবেশের অধিকারী কোন কাস্টমস কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী উহা না খোলেন অথবা উক্ত কর্মকর্তার দাবীমত উহাতে তাহাকে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করেন,	তাহা হইলে উক্ত লাইসেন্সধারী অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং তাহার লাইসেন্স অবিলম্বে বাতিলযোগ্যও হইবে।	৯১
৫৩।	যদি কোন সরকারী ওয়্যারহাউসের রক্ষক অথবা বেসরকারী ওয়্যারহাউসের লাইসেন্সধারী উহাতে ওয়্যারহাউসকৃত পণ্যের প্রতিটি প্যাকেজ বা পার্সেলের নিকট যাহাতে সহজ প্রবেশাধিকার থাকে সেইভাবে পণ্য প্রদর্শন করিতে অবহেলা করেন, অথবা উক্ত প্যাকেজ বা পার্সেল সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র, হিসাব পুস্তক বা দলিলপত্র প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হন, অথবা কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার নিকট উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন,	তাহা হইলে উক্ত রক্ষক অথবা লাইসেন্সধারী এইরূপ প্রতিটি অবহেলার জন্য অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	একাদশ অধ্যায়

৫৪।	যদি ওয়্যারহাউসকৃত কোন পণ্যের মালিক অথবা উক্ত মালিক কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি গোপনভাবে কোন ওয়্যারহাউস খোলেন, অথবা কোন যথোপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি ব্যতিরেকে তাহার পণ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করেন,	তাহা হইলে উক্ত মালিক অথবা ব্যক্তি এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	৯৩
৫৫।	(১) যদি ধারা ৯২ এর বিধানাবলী লংঘনপূর্বক কোন ওয়্যারহাউসকৃত পণ্য খোলা হয়; অথবা (২) যদি ধারা ৯৪ এ ব্যবস্থিত পদ্ধতি ব্যতীত উক্ত পণ্য অথবা প্যাকেজে কোন পরিবর্তন করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৯২ এবং ৯৪
৫৬।	যদি এই আইনের কর্তৃত্বাধীন ভান্ডার সামগ্রী এবং রসদসামগ্রী হিসাবে ব্যবহারের জন্য কোন যানবাহনে ওয়্যার-হাউস হইতে সরবরাহ করা কোন পণ্য যথাযথ এন্ট্রি এবং শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত বাংলাদেশে পুনঃনামানো, বিক্রয় করা অথবা বিলিব্যবস্থা করা হয়,	তাহা হইলে যানবাহনটির ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	১০৬
৫৭।	যদি বেসরকারী ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত কোন পণ্য সেখান হইতে সরবরাহ করার সময় ঘাটতি পাওয়া যায় এবং উক্ত ঘাটতি ধারা **১১০** এর অধীন অনুমোদিত স্বাভাবিক অপচয়ের একমাত্র কারণে না হয়,	তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত ঘাটতির কৈফিয়ত প্রদান করা না গেলে উক্ত ওয়্যারহাউজ লাইসেন্সধারী উক্ত ঘাটতি পণ্যের উপর আরোপযোগ্য শুল্কের পাঁচ গুণের সম	**১১৬**

		পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
৫৮।	যদি কোন সরকারী ওয়্যারহাউসের রক্ষক অথবা কোন বেসরকারী ওয়্যারহাউসের লাইসেন্সধারী কোন কাস্টমস কর্মকর্তার তলবমত যে পণ্য ওয়্যারহাউসে জমা করা হইয়াছে এবং যাহা সেখান হইতে যথাযথভাবে খালাস অথবা সরবরাহ করা হয় নাই তাহা উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত ব্যর্থতার জন্য যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট ব্যাখ্যা প্রদানে অসমর্থ হন,	তাহা হইলে উক্ত রক্ষক অথবা লাইসেন্সধারী উক্তরূপ ব্যর্থতার জন্য উক্ত পণ্যের উপর পাওনা শুল্ক পরিশোধ করিতে দায়বদ্ধ হইবেন, এবং প্রতিটি নিখোঁজ অথবা ঘাটতি প্যাকেজ অথবা পার্সেলের জন্য অনধিক দুই হাজার পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১১৬
৫৯।	যদি কোন পণ্য যথাযথভাবে ওয়্যারহাউসকরণ করার পর উহা প্রতারণামূলকভাবে ওয়্যারহাউসে লুকাইয়া রাখা হয়, অথবা সেখান হইতে অপসারণ করা হয়, অথবা প্যাকেজ হইতে বাহির করা হয়, অথবা এক প্যাকেজ হইতে অন্য প্যাকেজে স্থানান্তর করা হয়, অথবা অবৈধভাবে অপসারণ করার অথবা লুকাইয়া রাখার উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত অপসারণ, লুকানো, সরানো অথবা স্থানান্তরের জন্য দোষী ব্যক্তি এবং তাহাকে সহায়তা অথবা সহযোগিতা প্রদানকারী ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	একাদশ অধ্যায়
৬০।	যদি বেসরকারী ওয়্যারহাউসে কোন পণ্য উহাতে সংরক্ষিত পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত পাওয়া যায়,	তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ সম্পর্কে কাস্টম-হাউসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত	একাদশ অধ্যায়

		ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারিলে উহার উপর আরোপণীয় শুল্কের তিনগুন শুল্ক আরোপ করা হইবে।	
৬১।	যদি যথোপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতি অথবা অনুমোদন ব্যতীত অথবা উহাদের সরবরাহের জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত যে ওয়্যারহাউসে পণ্য প্রথম রাখা হইয়াছিল সেখান হইতে অপসারণ করা হয়,	তাহা হইলে উক্তরূপ কোন পণ্য অপসারণকারী ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	একাদশ অধ্যায়
৬২।	যদি কোন ব্যক্তি কোন ওয়্যারহাউস হইতে কোন পণ্য শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত অবৈধভাবে বাহিরে লইয়া যান, অথবা উহাতে সাহায্য অথবা সহায়তা করেন অথবা অন্য কোনভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পণ্যমূল্যের অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন তিন মাস কিন্তু অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	একাদশ অধ্যায়
৬৩।	যদি কোন ব্যক্তি ট্রানশিপমেন্ট সম্পর্কিত কোন বিধি লংঘন করেন অথবা ট্রানশিপ করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এমন পণ্য ট্রানশিপ করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং যে পণ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়	১২১

		তাহা বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	
৬৪।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১২৮ অথবা ধারা ১২৯ এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিধি অথবা শর্ত লংঘন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং যে পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় তাহা বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	১২৮ এবং ১২৯
৬৫।	যদি কোন কাস্টমস-স্টেশনে ধারা ১৩০ লংঘনপূর্বক কোন পণ্য কোন যানবাহনে বোঝাই করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন	১৩০
৬৬।	যদি যথাযথভাবে ছাড়কৃত কোন বিল অব এক্সপোর্টে বর্ণিত নয় অথবা রপ্তানির জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নয় এইরূপ কোন পণ্য ধারা ১৩১ এর বিধানাবলীর পরিপন্থিতে কোন যানবাহনে বোঝাই করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এইরূপ পণ্যের প্রতিটি প্যাকেজের জন্য অনধিক দুই হাজার পাঁচশত টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৩১
৬৬ক।	যদি কোন রপ্তানিকারক কোন গ্যারান্টি অথবা অঙ্গীকারনামার শর্তাবলী অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রতিশ্রুতি সমূহ পরিপূরণ করিতে অথবা ধারা ১৩৯ অধীন পরিপূরণ করা অথবা দাখিল করা আবশ্যক এইরূপ দলিলপত্র অথবা দলিলি সাক্ষ্য দাখিল	তাহা হইলে তিনি, যতক্ষণ সময় পর্যন্ত এই খেলাপ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ সময়ের প্রতি মাসের জন্য অথবা ইহার অংশের	১৩১

	করিতে অস্বীকার করেন অথবা ব্যর্থ হন,	জন্য, অনধিক একলক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ পণ্য রপ্তানির ছয়মাস সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে প্রেরিত না হইয়া থাকিলে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রদান করিবেন, এবং এইভাবে প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	
৬৭।	যদি কোন যানবাহনের মেনিফেস্টে অথবা বিল অব এক্সপোর্টে উল্লেখকৃত কোন পণ্য উক্ত যানবাহনটি প্রস্থানের পূর্বে উহাতে যথাযথভাবে বোঝাই করা না হয়, অথবা উহা পুনঃ-নামানো হয় এবং উক্ত কম বোঝাই অথবা পুনঃনামানোর নোটিশ ধারা ১৩৪ এর আবশ্যকতা অনুযায়ী প্রদান করা না হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মালিক অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	১৩৪
৬৮।	যদি কোন যানবাহনে যথাযথভাবে বোঝাইকৃত কোন পণ্য, ধারা ১৩৫, ধারা ১৩৬ অথবা ধারা ১৩৭ এর অধীন ব্যতীত, যে স্থানে উক্ত পণ্য নামানোর জন্য ছাড় প্রদান করা হইয়াছে সেই স্থান ব্যতীত অন্যত্র নামানো হয়,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যথোপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত নামানোর কৈফিয়ত দিতে না পারিলে, উক্তরূপ নামানো পণ্য-মূল্যের	১৩৫, ১৩৬ এবং ১৩৭

		অনধিক তিনগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
৬৯।	যদি যে পণ্যের উপর প্রত্যর্পণ প্রদান করা হইয়াছে তাহা ধারা ১৩৬ এ উল্লেখিত যানবাহনে পাওয়া না যায়,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যথোপযুক্ত কর্মকর্তার সন্তুষ্টিমত ঘটনার কৈফিয়ত প্রদান করিতে না পারিলে, পণ্য- মূল্যের অনধিক পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৩৬
৭০।	যদি কোন ব্যাগেজের মালিক উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু সম্পর্কে সত্য ঘোষণা প্রদানে ব্যর্থ হন অথবা তাহার ব্যাগেজ অথবা তাহার সাথে বহন করা জিনিষ সহ ব্যাগেজের অভ্যন্তরস্থ বস্তু সম্পর্কে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন অথবা ব্যাগেজ অথবা উক্তরূপ কোন জিনিষ পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন,	তাহা হইলে উক্ত মালিক যে পণ্যের ক্ষেত্রে ঘোষণা প্রদান করা হয় নাই বা অসত্য ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছে অথবা যে ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন অথবা ব্যর্থ হন অথবা উহা পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত পণ্য-মূল্যের অনধিক তিনগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	১৩৯
৭১।	যদি উপকূলীয় পণ্যের কোন প্রেরক ধারা ১৪৭ এর অধীন যেমন আবশ্যক তেমন নির্ধারিত বিলে উক্ত পণ্যের এন্ট্রি করিতে ব্যর্থ হন, অথবা উক্ত বিল উপস্থাপন করার সময়ে উহার অন্তর্ভুক্ত	তাহা হইলে উক্ত প্রেরক অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৪৭

	বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান অথবা স্বাক্ষর করিতে ব্যর্থ হন,		
৭২।	যদি উপকূলীয় জাহাজের ক্ষেত্রে ধারা ১৪৮, ১৮৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২ এবং ১৫৩ এর বিধান সমূহ পরিপালন করা না হয়,	তাহা হইলে জাহাজের মাস্টার প্রতিটি ক্ষেত্রে অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৪৮ এবং ১৫৩
৭৩।	(১) যদি কোন উপকূলীয় জাহাজের মাস্টার শুদ্ধভাবে কার্গো বুক সংরক্ষণ করিতে অথবা সংরক্ষণ করাইতে অথবা উহা চাহিবামাত্র উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হন; অথবা (২) যদি বোঝাইকৃত বলিয়া কার্গো বুকে এন্ট্রি করা হয় নাই অথবা ডেলিভারী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নোটকৃত কোন পণ্য যে কোন সময়ে জাহাজের উপর পাওয়া যায়; অথবা (৩) যদি বোঝাইকৃত বলিয়া এন্ট্রি করা অথবা ডেলিভারী প্রদত্ত বলিয়া নোটকৃত নয় এমন কোন পণ্য জাহাজের উপর পাওয়া না যায়,	তাহা হইলে উক্ত মাস্টার অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৫১
৭৪।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৫৫ এর বিধানাবলী লংঘন করেন অথবা উক্ত লংঘনে সহায়তা অথবা সহযোগিতা করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, যেই ক্ষেত্রে নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ লংঘনের জন্য যে আইনে উহা	১৫৫

		আরোপ করা হইয়াছে সেই আইনে কোন অর্থদন্ডের সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে সেই ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং যে পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত লংঘন সংঘটিত হয় সেই পণ্য বাজেয়াপ্ত-যোগ্যও হইবে।	
৭৫।	যদি কোন উপকূলীয় পণ্য বাংলাদেশের বাহির নেওয়া নিবৃত্ত অথবা নিয়ন্ত্রণ করে সেইরূপ কোন বিধি লংঘন করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বহনকারী জাহাজের মাস্টার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং যেই ক্ষেত্রে উক্ত লংঘনের ফলে কাস্টমস্ শুল্কের ক্ষতি হয় সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত শুল্কের অনধিক তিনগুণ পরিমাণ অধিকতর অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং যে পণ্যের ক্ষেত্রে উক্ত লংঘন সংঘটিত হয় সেই পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	১৫৫
৭৬।	(১) যদি এই আইনের অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের	তাহা হইলে উক্ত জাহাজের মাস্টার	ষোড়শ অধ্যায়

	বিধানাবলীর পরিপন্থিভাবে কোন কাস্টমস-বন্দরে কোন জাহাজে কোন পণ্য বোঝাই করা হয় অথবা উপকূল বরাবর বহন করা হয়, অথবা	অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	
	(২) যদি উপকূল বরাবর পরিবহনকৃত কোন পণ্য উক্তরূপ কোন বন্দরে ঐভাবে নামানো হয়; অথবা		
	(৩) যদি উপকূলীয় কোন জাহাজের উপর উক্ত জাহাজের মেনিফেস্ট অথবা কার্গো বুকে এন্ট্রি না হওয়া কোন পণ্য পাওয়া যায়,		
৭৭।	(১) যদি কোন ব্যক্তি কাস্টমসের সাথে সম্পর্কিত কোন কর্তব্য সম্পাাদন সংশ্লিষ্ট কোন ঘোষণা, বিবৃতি অথবা দলিল বস্তুগত তথ্যে মিথ্যা জ্ঞাত হইয়া অথবা উহা মিথ্যা বিশ্বাস করার কারণ আছে জানিয়া উক্তরূপ ঘোষণা, বিবৃতি অথবা দলিল তৈরী স্বাক্ষর অথবা ব্যবহার করেন অথবা করার ব্যবস্থা করেন অথবা উক্তরূপ কোন দলিল অথবা কাস্টমসের কর্তব্য সম্পাদন সংশ্লিষ্ট কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক তৈরী অথবা প্রদত্ত কোন সীল, স্বাক্ষর, অনুস্বাক্ষর অথবা অন্য কোন চিহ্ন নকল করেন, মিথ্যা বর্ণনা করেন, প্রতারণামূলকভাবে পরিবর্তন করেন অথবা ধ্বংস করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্তরূপ কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ড় হইয়া অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
	(২) যদি এই আইনের অধীন দাখিল করিতে বাধ্য এমন কোন দলিল		

	দাখিল করিতে অস্বীকার অথবা অবহেলা করেন; অথবা (৩) যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত এই আইনের অধীন উত্তর দিতে বাধ্য এইরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান না করেন,		
৭৮।	যদি কোন কাস্টমস-স্টেশনে কোন যানবাহনে অবস্থানরত অথবা উক্ত যানবাহন হইতে অবতরণ করা কোন ব্যক্তি কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার দেহে অথবা তাহার দখলে কোন শুল্কযোগ্য অথবা নিষিদ্ধ পণ্য আছে কিনা সেই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঘোষণা করেন যে তাহার নিকট উহা নাই, এবং উক্ত অস্বীকৃতির পর যদি তাহার দেহে অথবা দখলে উক্তরূপ কোন পণ্য পাওয়া যায়,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্তরূপ পণ্যমূল্যের অনধিক তিনগুণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্যও হইবে।	সার্বজনীন
৭৯।	(১) যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন ব্যক্তির দেহে শুল্কযোগ্য অথবা নিষিদ্ধ পণ্য অথবা উক্ত পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন দলিলপত্র আছে এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত তাহাকে তল্লাশী অথবা আটক করার জন্য বাধ্য করেন; অথবা (২) কাস্টমস সম্পর্কিত কোন অপরাধে দোষী এইরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত কোন	তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৫৮

	ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেন,		
৮০।	যদি কোন যানবাহনকে ধারা ১৬৪ এর অধীন থামিতে আহ্বান করার পর উহা ভাল এবং পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত থামিতে ব্যর্থ হয়,	তাহা হইলে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত যানবাহনটিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	১৬৪
৮১।	যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা চোরাচালান নিরোধ কার্যে যথাযথভাবে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনের বিধানাবলী ইচ্ছাকৃতভাবে লংঘনের অপরাধে দোষী হন,	তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক তিন বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা জরিমানাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
৮২।	যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা চোরাচালান নিরোধ কার্যে যথাযথভাবে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি কাস্টমস্-রাজস্ব ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে প্রতারণামূলক কর্মকান্ড চর্চা করেন অথবা করার চেষ্টা করেন অথবা উক্তরূপ কোন প্রতারণার অথবা কোন প্রতারণামূলক কর্মকান্ড চর্চার প্রচেষ্টায় সহায়তা বা সহযোগিতা করেন,	তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক তিন বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
৮৩।	যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা, ধারা ১৭০ এর অধীন যাহার লিখিত নোটিশ প্রদান	তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের	১৭০

	করার অথবা কোন কাস্টম-হাউসে পণ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা কর্তব্য, উহা করিতে অবহেলা করেন,	সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
৮৪।	যদি স্থলপথে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিতব্য কোন পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ৮৩ অথবা ধারা ১৩১ এর অধীন খালাস প্রদানের অনুমতি সংক্রান্ত আদেশ উপস্থাপন করা না হয়,	তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্যও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	৮৩ এবং ১৩১
৮৫।	যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে - (ক) এই আইনের দ্বারা অথবা অধীন অর্পিত অথবা প্রদত্ত কোন কর্তব্য পালনে অথবা ক্ষমতা প্রয়োগে যথাযথভাবে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার সহায়তায় কর্মরত কোন ব্যক্তিকে বাধা প্রদান করেন, বিঘ্নিত করেন, নিগৃহীত করেন অথবা আক্রমণ করেন; অথবা	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানাদন্ডে, এবং অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
	(খ) এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন জিনিসের জন্য কোন তল্লাশি পরিচালনা করিতে অথবা উক্ত জিনিস আটক, জব্দ অথবা অপসারণ করিতে এমন কিছু করেন যাহা বাধা সৃষ্টি করে অথবা বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়; অথবা		

(গ) উক্তরূপ বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন জিনিস উদ্ধার, ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ধ্বংস করেন অথবা কোন জিনিস বাজেয়াপ্তযোগ্য কিনা তাহার সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হইতে অথবা সাক্ষ্য দেওয়া হইতে বিরত রাখার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোন কিছু করেন; অথবা

(ঘ) উল্লিখিতভাবে নিয়োজিত অথবা কর্মরত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে আটক করা প্রতিরোধ করেন অথবা উক্তরূপ আটককৃত কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন; অথবা

(ঙ) পূর্বোল্লিখিত যে কোন একটি কার্য অথবা বিষয় করিতে চেষ্টা করেন অথবা উহাদের যে কোন একটি করিতে সহায়তা অথবা সহযোগিতা করেন অথবা সহায়তা অথবা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন,

৮৬।	যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অথবা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটিত করার কোন চেষ্টা অথবা সম্ভাব্য চেষ্টার বিষয় অবগত হইয়া নিকটতম কাস্টম-হাউস অথবা কাস্টমস-স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা যুক্তিসঙ্গত সুবিধাজনক দূরত্বে কোন কাস্টম-হাউস অথবা কাস্টমস-স্টেশন না থাকিলে নিকটতম	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক এক বৎসর মেয়াদের করাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা-দন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৯২

	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে উহার সংবাদ দিতে ব্যর্থ হন,		
৮৭।	(১) যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা উক্ত কর্মকর্তা হিসাবে সরল বিশ্বাসে কর্তব্য পালন ব্যতীত, কোন পণ্য সম্পর্কে পদাধিকার বলে প্রাপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন, অথবা (২) যদি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, এই আইনে প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত, সরকারী ক্ষমতাবলে তাহার নিকট অর্পিত নমুনার দখল পরিত্যাগ করেন,	তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৯৯
৮৮।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২০৭ এর অধীন মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সধারী না হইয়া এজেন্ট হিসাবে লাইসেন্সে বর্ণিত কোন কার্য পরিচালনা করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	২০৭
৮৯।	যদি কোন ব্যক্তি কোন বৈধ অজুহাত ব্যতীত, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, চোরাচালানকৃত পণ্য অথবা চোরাচালানকৃত বলিয়া যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রহিয়াছে এমন কোন পণ্য দখলে আনেন অথবা যে কোন উপায়ে উহা বহন করা, অপসারণ করা, জমা রাখা, আশ্রয়ে রাখা, সংরক্ষণ করা, লুকাইয়া রাখা অথবা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন ঃ তবে শর্ত থাকে যে, চোরাচালানকৃত পণ্য যদি স্বর্ণ বুলিয়ন অথবা রৌপ্য বুলিয়ন হয়, তবে যে ব্যক্তি এই অজুহাত দেখাইবেন যে উহা বাংলাদেশে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অথবা	তাহা হইলে উক্ত পণ্যের মূল্য অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি পণ্যমূল্যের অনধিক দশগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং উক্ত পণ্যের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা অধিক হইলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক দশ বৎসর	সার্বজনীন।

	অন্য উপায়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং চোরাচালানকৃত নয় তাহা প্রমাণ করার দয়িত্ব অজুহাত প্রদানকারী ব্যক্তির উপর বর্তাইবে,	মেয়াদের কারাদন্ডে এবং উক্ত পণ্যমূল্যের অনধিক দশগুণ পরিমাণ জরিমানাদন্ডে অধিকতর দন্ডনীয় হইবেন।	
৯০।	যদি কোন ব্যক্তি বৈধ অজুহাত ব্যতীত, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, দফা ৮৯ এ উল্লেখিত নয় এমন কোন পণ্য, যাহা ওয়্যারহাউস হইতে অবৈধভাবে অপসারণ করা হইয়াছে অথবা যাহার উপর আরোপণীয় শুল্ক পরিশোধ করা হয় নাই অথবা যাহার আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন অথবা দ্বারা আপাতত বলবৎ কোন নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ লংঘন করা হইয়াছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রহিয়াছে, তাহা বহন করা, অপসারণ করা, জমা রাখা, আশ্রয়ে রাখা, সংরক্ষণ করা, লুকাইয়া রাখা অথবা অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন, অথবা যদি কোন ব্যক্তি, কোন বৈধ অজুহাত ব্যতীত, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, উক্ত পণ্য সম্পর্কিত আরোপণীয় কোন শুল্ক অথবা পুর্বোল্লিখিত উক্ত কোন নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ অথবা উক্তরূপ পণ্যে প্রযোজ্য এই আইনের কোন বিধান প্রতারণাপূর্বক ফাঁকি দেন অথবা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেন,	তাহা হইলে উক্ত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পণ্যমূল্যের অনধিক পাঁচগুণ পরিমাণ অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
৯১।	যদি কোন ব্যক্তি কোন বৈধ অজুহাত	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি	সার্বজনীন

	ব্যতীত, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে, কোন বিল-হেডিং অথবা কোন হেডিং সদৃশ অন্য কাগজ অথবা ব্যাংক কাগজ বাংলাদেশে আনয়ন করেন অথবা উহা আনয়ন করার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন অথবা উহা দখলে রাখেন এবং ধারণা করা হয় যে, যে ব্যক্তির দখল হইতে উক্ত বিল-হেডিং অথবা অন্য কাগজ উদ্ধার করা হইয়াছে অথবা যে ব্যক্তি উহা বাংলাদেশে আনিয়াছেন অথবা যাহার পক্ষে উহা বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা ফার্ম কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে উহা ইনভয়েস হিসাবে পূরণ এবং ব্যবহার করা সম্ভব,	ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা-দন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	
৯২।	যদি কোন ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণ করেন অথবা আক্রমণাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই আইনের যে কোন বিধান দ্বারা অথবা অধীন অর্পিত অথবা প্রদত্ত কোন কর্তব্য পালনরত অথবা ক্ষমতা প্রয়োগরত কোন ব্যক্তিকে অথবা তাহার সহায়তাকারী কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা উক্ত অস্ত্র কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তখন ব্যবহার করেন -	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
	(ক) যে সময়ে তিনি কোন পণ্য আমদানি অথবা রপ্তানির উপর এই আইন অথবা অন্য কোন আইন দ্বারা আরোপিত নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ লংঘন করার উদ্দেশ্যে		

	অথবা উহার উপর আরোপণীয় শুল্ক পরিশোধ না করার অভিপ্রায়ে অথবা ইহা পরিশোধের জন্য জামানত প্রদান ব্যতীত উক্ত পণ্যের চলাচল, পরিবহন অথবা লুকানোর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন; অথবা (খ) যে সময়ে তিনি এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য দখলে রাখেন,		
৯৩।	যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের ভিতরে অথবা বাহিরে চোরাচালানের অথবা অভিষ্ট চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত কোন সংকেত অথবা সংবাদ হিসাবে বাংলাদেশের কোন এলাকা হইতে অথবা কোন জাহাজ অথবা উড়োজাহাজ হইতে কোন জাহাজে অথবা সীমান্তের ওপারে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির অবগতির জন্য যে কোন মাধ্যমে কোন সংকেত অথবা সংবাদ প্রেরণ করেন, যদিও যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংকেত অথবা সংবাদ প্রেরিত হয় তিনি উহা গ্রহণ করার অবস্থায় অথবা সেই সময়ে প্রকৃত পক্ষে চোরাচালানে নিয়োজিত থাকেন কিংবা নাই থাকেন, ব্যাখ্যাঃ যদি এই দফার অধীন কোন কার্যধারায় কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে কোন সংকেত অথবা সংবাদ পূর্বোল্লিখিত সংকেত অথবা সংবাদ কিনা, তাহা হইলে উহা প্রমাণ করার দায় বিবাদীর উপর বর্তাইবে।	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা-দন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন; এবং সংকেত অথবা সংবাদ প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম অথবা যন্ত্রপাতিও বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	সার্বজনীন

৯৪।	যদি কোন ব্যক্তি কোন শুল্কযোগ্য পণ্য যাহার উপর শুল্ক পরিশোধ করা হয় নাই, অথবা এই আইন অথবা অন্য কোন আইনের যে কোন বিধান লংঘনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্য বাংলাদেশ এবং অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত হইতে বাংলাদেশের এক মাইল সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোন ইমারতের মধ্য দিয়া অথবা ইমারতের ভিতরে অথবা উক্ত ইমারতের সাথে সংযুক্ত কোন আঙ্গিনার মধ্য দিয়া অথবা আঙ্গিনার ভিতরে জমা রাখেন, ন্যস্ত করেন অথবা বহন করেন অথবা জমা রাখা অথবা ন্যস্ত করা অথবা বহন করার ব্যবস্থা করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানাদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	সার্বজনীন
৯৫।	যদি বাংলাদেশ এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত হইতে এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত কোন ইমারত সাধারণত আমদানিকৃত পণ্য মজুদের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত ইমারত হইতে উক্ত পণ্য আইন অনুযায়ী আটক এবং বাজেয়াপ্ত করা হয়,	তাহা হইলে উক্ত ইমারত বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।	সার্বজনীন।
৯৬।	যদি কোন ব্যক্তি, প্রকৃতপক্ষে নিজের একান্ত অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক হইয়া, বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফরমে এবং ধারা **২১১** এ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য হিসাব সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	**২১১**

৯৭।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২১২ এর অধীন কোন প্রজ্ঞাপনের বিধানাবলী অথবা বাংলাদেশের সীমান্তের পনের মাইলের মধ্যে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা মহামূল্যবান পাথর অথবা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী অলংকারের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসার নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিসমূহ লংঘন করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক তিন বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অনধিক এক লক্ষ টাকা জরিমানাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	২১২
৯৮।	যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮৯ এর উপ-ধারা (২) এর দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করেন,	তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অনধিক দুই বৎসর মেয়াদের কারাদন্ডে অথবা জরিমানাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	১৮৯

উপরি-উক্ত টেবিলের কলাম ৩ এর কোন কিছুরই আইনগত কার্যকারিতা আছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই আইনের কোন দন্ডমূলক বিধানাবলীর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পণ্য সম্পর্কে এই আইন অথবা বিধিমালা অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের যে কোন বিধান লংঘনের অপরাধ তখনই সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যখন আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বহনকারী কোন জাহাজ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের বারো নটিকাল মাইলের মধ্যে পৌঁছে (প্রত্যেক নটিকাল মাইলের পরিমাণ ছয় হাজার আশি ফুট) অথবা যখন রপ্তানির ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য বাংলাদেশের বাহিরের কোন গন্তব্যস্থলে পরিবহনের জন্য কোন যানবাহনে বোঝাই করা হয় অথবা উভয়ের যে কোন ক্ষেত্রে যখন সংশ্লিষ্ট কাস্টমস দলিলপত্র যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করা হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে মুদ্রা, স্বর্ণ, রৌপ্য, মহামূল্যবান পাথর, স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী অলংকার অথবা অন্যান্য উৎপন্ন সামগ্রী অথবা সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন পণ্য উহার উপর প্রদেয় শুল্ক হইতে সরকারকে প্রবঞ্চিত করিতে অথবা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে এই আইনের দ্বারা অথবা অধীন আপাততঃ বলবৎ কোন নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ ফাঁকি দিতে কোন কার্য করা হইয়াছে অথবা করার অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গত কারণে

এই আইনের অধীন জব্দ করা হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত কার্য যে করা হয় নাই অথবা এইরূপ কোন অভিপ্রায় যে ছিল না তাহা প্রমাণ করার দায় যে ব্যক্তির দখল হইতে পণ্য জব্দ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন অপরাধের জন্য উপধারা (১) এর অধীন আদালতের বিচার করার এবং দন্ড আরোপের বিধান রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্যের বিলিবন্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন, এবং আদালতের এখতিয়ার কেবলমাত্র পণ্য সম্পর্কে গঠিত ফৌজদারী কার্যধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৪) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালতের কার্যধারা, যদি থাকে, অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় যেখানে বাস্তবসম্মত হয় সেখানে যথাযথ শনাক্তকরণ চিহ্নসহ নমুনা সংরক্ষণ করার পর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জব্দকৃত পণ্য বিক্রয় অথবা অন্যভাবে বিলিবন্টন করিতে পারিবে এবং যদি আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্ত হয় যে, কোন অপরাধ সংঘটিত হয় নাই, তাহা হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যেই ক্ষেত্রে মালিক অথবা যথাযথ দাবীদার পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে পণ্য অথবা পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ মালিক অথবা দাবীদারকে ফেরত প্রদান করিবে, যদি উহা অন্য কোন কারণে বাজেয়াপ্তযোগ্য না হয়।

১৫৭। বাজেয়াপ্তির সীমা।- (১) এই আইনের অধীন কোন পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ বলিতে উক্ত পণ্য যে মোড়কে পাওয়া যায় সেই মোড়ক এবং উহার অভ্যন্তরস্ত সকল আধেয় অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তযোগ্য যানবাহন কোন কাষ্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ করা হয় সেই ক্ষেত্রে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাষ্টমসের নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা ইহার বাজেয়াপ্ত সংশ্লিষ্ট মামলার ন্যায়নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা ব্যবস্থায় বিধিমালা দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত থাকে সেইরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা খালাসের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি যানবাহনটির মালিক তাহাকে,-

(ক) যে ক্ষেত্রে যানবাহনটি কোন বাস, মিনিবাস অথবা ট্রাক অথবা অন্য কোন মোটরযান হয় সেই ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত এবং এতদ্বিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত সংশ্লিষ্ট যানবাহন মালিক সমিতি দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত এবং সঠিকভাবে সীল মোহরাঙ্কিত ব্যক্তিগত অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন,

(খ) অন্য কোন যানবাহনের ক্ষেত্রে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাষ্টমস এর নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ যে কোন সময়ে এবং স্থানে যানবাহনটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য সহকারী কমিশনার অব কাষ্টমস এর নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তার নিকট যেইরূপ গ্রহণযোগ্য হয় কোন তফসিলী ব্যাংকের সেইরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করেন; এবং উক্তরূপ আদেশ প্রদানের পর উক্ত অঙ্গীকারনামা অথবা, ক্ষেত্রমত, গ্যারান্টির বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আদেশটির সাথে সম্পর্কিত যানবাহনটির খালাস প্রদান করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন জাহাজের বাজেয়াপ্তকরণ বলিতে উহার ট্যাকল, সাজসজ্জা এবং আসবাবপত্রও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

চোরাচালান নিরোধ-তল্লাশী, আটক এবং গ্রেফতারের ক্ষমতা- অপরাধসমূহের ন্যায়নির্ণয়ন

১৫৮। যুক্তিসঙ্গত কারণে তল্লাশীর ক্ষমতা।- যদি যথোপযুক্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য অথবা এতদসম্পর্কিত কোন দলিলপত্র স্বয়ং বহন করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের কাস্টমস জলসীমার মধ্যে অবস্থানকারী কোন জাহাজ হইতে অবতরণ অথবা জাহাজে আরোহণ করার সময়ে অথবা বাংলাদেশে আগমনকারী অথবা এখান হইতে গমনোদ্যত অন্য কোন যানবাহন হইতে নামার অথবা যানবাহনে ওঠার সময়ে অথবা তাহার বাংলাদেশে প্রবেশ অথবা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানোদ্যত হওয়ার সময়ে তাহাকে তল্লাশী করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী করিতে পারিবেন, যদি তাহার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে উক্ত ব্যক্তি স্বয়ং চোরাচালানকৃত প্লাটিনাম, কোন রেডিওএ্যাকটিভ খনিজদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, মহামূল্যবান পাথর, অথবা প্লাটিনামের, রেডিওএ্যাকটিভ খনিজদ্রব্যের, স্বর্ণের, রৌপ্যের অথবা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী দ্রব্য, অথবা মুদ্রা, অথবা সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত অন্য কোন পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণী অথবা পূর্বোল্লিখিত এক অথবা একাধিক কোন পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন দলিলপত্র বহন করিতেছেন।

১৫৮ক।কাষ্টমস কর্মকর্তাগণের উপর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কতিপয় ক্ষমতা অর্পণ।- এই আইনের অধীন প্রবেশ, তল্লাশী, আটক এবং গ্রেফতারের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ফৌজদারী

কার্যবিধি ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫ নং আইন) এর তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তার উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

১৫৯। তল্লাশী করা হইবে এইরূপ ব্যক্তি তাহাকে গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে নেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন। - (১) ধারা ১৫৮ এর অধীন যখন কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী করিতে উদ্যত হন তখন তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নেওয়ার অধিকারের ব্যাপারে অবহিত করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি তেমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহাকে তল্লাশী করার পূর্বে নিকটতম গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অবিলম্বে লইয়া যাইবেন এবং উক্তরূপ না নেওয়া পর্যন্ত তাহাকে আটক রাখিতে পারিবেন।

(২) গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে আনা হইলে যদি তিনি তাহাকে তল্লাশী করার জন্য যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দিবেন এবং এইরূপ করার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, অথবা অন্যথায় তল্লাশী করার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩) ধারা ১৫৮ এর অধীন তল্লাশী করার পূর্বে কাস্টমস কর্মকর্তা দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তিকে তল্লাশীর সময়ে উপস্থিত থাকার এবং সাক্ষী থাকার জন্য ডাকিয়া নিবেন এবং এইরূপ করার জন্য তাহাদিগকে অথবা তাহাদের যে কোন একজনকে লিখিত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে তল্লাশী অনুষ্ঠিত হইবে এবং তল্লাশী কার্যক্রমের সময়ে আটককৃত সকল বস্তুর একটি তালিকা উক্ত কর্মকর্তা অথবা অন্য ব্যক্তি কর্তৃক প্রস্তুত করা হইবে এবং উক্ত সাক্ষীগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

(৪) কোন মহিলাকে কোন মহিলা ব্যতীত তল্লাশী করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আইনী কার্যধারার উদ্দেশ্যে অথবা এই আইনের অন্য কোন উদ্দেশ্যে বাস্তবসম্মত ক্ষেত্রে যথাযথ শণাক্তকরণ চিহ্নসহ উক্ত বস্তুসমূহের নমুনা সংরক্ষণ করা যাইবে।

১৬০। লুকানো পণ্য উদঘাটনের জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তির দেহ স্ক্রীন অথবা এক্স-রে করার ক্ষমতা।-

(১) যে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, ধারা **১৫৮** এর অধীন তল্লাশীযোগ্য কোন ব্যক্তি তাহার দেহের অভ্যন্তরে কোন বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য লুকাইয়া রাখিয়াছেন সে ক্ষেত্রে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে আটক করিতে পারিবেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া তাহাকে পদমার্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাস্টমসের নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

(২) যদি পূর্বোল্লেখিত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে উক্তরূপ পণ্য লুকানো রহিয়াছে এবং উক্ত ব্যক্তির দেহ স্ক্রীন অথবা এক্স-রে করানো আবশ্যক , তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা অন্যথায় উক্ত ব্যক্তি অন্য কোন কারণে আটককৃত না হইলে তাহাকে অবিলম্বে মুক্ত করিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে পূর্বোল্লিখিত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে স্ত্রীন অথবা এক্স-রে করানোর আদেশ প্রদান করেন সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যথাশীঘ্র সম্ভব এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যেইরূপ স্বীকৃত হয় সেইরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন রেডিওলজিস্টের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন এবং উক্ত ব্যক্তি রেডিওলজিস্টকে তাহার দেহ স্ক্রীন অথবা এক্স-রে করাইতে দিবেন।

(৪) রেডিওলজিস্ট উক্ত ব্যক্তির দেহ স্ত্রীন অথবা এক্স-রে করিবেন এবং পূর্বোল্লিখিত কর্মকর্তার নিকট তাহার গৃহীত স্ক্রীন অথবা এক্স-রে ছবি সহ এতদ্বিষয়ে তাহার প্রতিবেদন অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া প্রেরণ করিবেন।

(৫) যে ক্ষেত্রে রেডিওলজিস্টের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অথবা অন্যভাবে পূর্বোল্লিখিত কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হন যে, কোন ব্যক্তির দেহের অভ্যন্তরে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য লুকানো রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে তিনি কোন নিবন্ধিত পেশাজীবী চিকিৎসকের পরামর্শ এবং তত্ত্বধানে তাহার দেহ হইতে উক্ত পণ্য বাহির করিয়া আনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলার ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত পেশাজীবি মহিলা চিকিৎসকের পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধান ব্যতীত উক্তরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

(৬) যে ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস পদমার্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ পূর্বোল্লিখিত কোন কর্মকর্তার নিকট উক্তরূপ কোন ব্যক্তিকে আনয়ন করা হয় সেই ক্ষেত্রে তিনি এই ধারার অধীন সকল কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি স্বীকার করেন যে তাহার দেহের অভ্যন্তরে বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য লুকানো রহিয়াছে এবং যদি তিনি তাহার নিজ সম্মতিতে উক্ত পণ্য বাহির করিয়া আনার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে রাজী থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে স্ক্রীনিং অথবা এক্স-রে করা হইবে না।

১৬১। গ্রেফতার করার ক্ষমতা।- (১) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তার যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) চোরাচালান নিরোধ কাজে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন চোরাচালানের অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের অধীন গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক এইরূপ মামলায় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটতম কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত করিতে হইবে, অথবা যদি যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা না থাকেন, তাহা হইলে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লইয়া যাইতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তিকে কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মুখে নেওয়া হইলে উক্ত কর্মকর্তা হয় তাহাকে এখতিয়ারভুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হওযার জন্য জামিন মঞ্জুর করিবেন অথবা তাহাকে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীন যখন কোন ব্যক্তিকে পূর্বোল্লিখিত কোন কাস্টমস কর্মকর্তার সম্মুখে নেওয়া হয় তখন উক্ত কর্মকর্তা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৬) উপধারা (৫) এর অধীন কোন তদন্তের উদ্দেশ্যে কাস্টমস কর্মকর্তা, কোন আমলী অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন এবং যে বিধানসমূহের আওতাধীন থাকেন সেই একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং সেই একই বিধানসমূহের আওতাধীন থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কাস্টমস কর্মকর্তা যদি এই অভিমত পোষণ করেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য রহিয়াছে অথবা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, অপরাধটি যদি জামিনযোগ্য হয়, তাহাকে এখতিয়ার সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য জামিন মঞ্জুর করিবেন অথবা উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের হেফাজতে প্রেরণ করিবেন।

(৭) যদি কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য নাই অথবা সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ জামানত সহকারে অথবা জামানত ব্যতীত, একটি বন্ড সম্পাদন সাপেক্ষে, এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট যদি তলব করেন এবং যখন তলব করেন তখন তাহার সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিবেন এবং মামলাটির একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তাহার পরবর্তী ধাপের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন।

১৬২। তল্লাশী পরোয়ানা জারী করার ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীন গৃহীত কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার উপযোগী বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য অথবা দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র কোন ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ার সম্পন্ন এলাকার সীমানার মধ্যে কোন স্থানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া অভিমত পোষণকারী কোন গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তার উক্তরূপ বিশ্বাস করার কারণ সম্বলিত আবেদনক্রমে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট উক্তরূপ পণ্য, দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র তল্লাশী করার জন্য পরোয়ানা জারী করিতে পারিবেন।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এর অধীন জারীকৃত তল্লাশী-পরোয়ানা যেভাবে কার্যকর করা হয় এবং উহার যেরূপ কার্যকারিতা থাকে উক্তরূপ জারীকৃত পরোয়ানা সেইভাবে কার্যকর করা হইবে এবং উহার সেইরূপ কার্যকরিতা থাকিবে।

১৬৩। পরোয়ানা ব্যতীত তল্লাশী এবং গ্রেফতারের ক্ষমতা।- (১) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এমন কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা চোরাচালান নিরোধে নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তার যখন বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য অথবা কোন দলিলপত্র অথবা কোন জিনিষপত্র, যাহা তাহার মতে এই আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারার জন্য ব্যবহার উপযোগী অথবা প্রাসঙ্গিক হইবে, তাহা কোন স্থানে লুকানো অথবা সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং ধারা ১৬২ এর অধীন তল্লাশী কার্যকর করার পূর্বে উহা অপসারিত হওয়ার বিপদ রহিয়াছে তখন তিনি তাহার বিশ্বাসের কারণ সমূহের এবং তল্লাশী করা হইবে সেইরূপ পণ্য সমূহ, দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্রের একটি লিখিত বিবরণ প্রস্তুতপূর্বক ঐ স্থানে উক্ত পণ্য, দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্রের জন্য তল্লাশী করিবেন অথবা করাইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি তল্লাশী করিবেন অথবা করাইবেন তিনি পূর্বোল্লেখিত বিবরণের একখানি স্বাক্ষরিত কপি তল্লাশকৃত স্থানে অথবা উহার কাছে রাখিয়া আসিবেন এবং তল্লাশী করার সময়ে অথবা ইহার পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত বিবরণের আরও একটি স্বাক্ষরিত অনুলিপি স্থানটির বাসিন্দার সর্বশেষ জানা ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসারে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে, পরিচালিত হইবে।

(৪) পূর্বোল্লিখিত উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এবং সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তার পূর্ব-মনোনয়ন সাপেক্ষে, কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কোন চোরাচালান অপরাধের ক্ষেত্রে -

(ক) উক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে, অথবা যাহার বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ বিদ্যমান যে তিনি উক্ত অপরাধের সাথে সহসা সংশ্লিষ্ট হইবেন তাহাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন ;

(খ) দফা (ক) এর অধীন গ্রেফতার করিতে বিনা পরোয়ানায় কোন আঙ্গিনায় প্রবেশ এবং তল্লাশী করিতে পারিবেন অথবা আপাতত বলবৎ নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থিভাবে চোরাচালান হইতে পারে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত সন্দেহযুক্ত কোন পণ্য, এবং এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় তাহার বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক অথবা উপযোগী হইতে পারে এমন সকল দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র আটক করিতে পারিবেন; এবং

(গ) উক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা সংশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, আটক করা বা হেফাজতে নেওয়া অথবা তাহার পলায়ন রোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা যে পণ্যের ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে অথবা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে উহা আটক করার অথবা উহার অপসারণ রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে এমন মাত্রায় বল প্রয়োগ করিতে অথবা করাইতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী শুধু বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যবর্তী এলাকায়, এবং বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল বরাবর পাঁচ মাইলের মধ্যবর্তী বলয়ের মধ্যে প্রযোজ্য হইবে।

(৬) উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২) এর অধীন অথবা উপ-ধারা (৫) এ উ**লেণ্ড**খিত এলাকাসমূহে উপ-ধারা (৪) এর অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন কিছু করার জন্য অথবা করার অভিপ্রেতের জন্য সরকারের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে তাহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা, ফৌজদারী মামলা অথবা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৬৪। যানবাহন থামাইবার এবং তল্লাশী করার ক্ষমতা।- (১) যে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের মধ্যে (রাষ্ট্রীয় জলসীমা ইহার অন্তর্ভুক্ত) কোন যানবাহন কোন পণ্য চোরাচালান করার জন্য অথবা কোন চোরাচালানকৃত পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা হইতেছে অথবা হইতে যাইতেছে সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ কোন যানবাহন যে কোন সময়ে থামাইতে পারিবেন, অথবা উড়োজাহাজের ক্ষেত্রে উহাকে অবতরণে বাধ্য করিতে পারিবেন, এবং-

(ক) যানবাহনটির যে কোন অংশ রামেজ এবং তল্লাশী করিতে পারিবেন ;

(খ) উহার উপরে যে কোন পণ্য পরীক্ষা এবং তল্লাশী করিতে পারিবেন ; এবং

(গ) তল্লাশী করার জন্য যে কোন দরজার তালা, সাজ-সরঞ্জাম অথবা মোড়ক ভাঙিয়া খুলিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত অবস্থায়-

(ক) যে ক্ষেত্রে কোন জাহাজকে থামাইতে অথবা কোন উড়োজাহাজকে অবতরণ করিতে বাধ্য করা আবশ্যক হয় সেই ক্ষেত্রে সরকারী কার্যে নিয়োজিত নিজস্ব পতাকাবাহী কোন জাহাজ অথবা নিজস্ব পতাকা চিহ্নধারী কোন উড়োজাহাজ অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জন্য কোন আর্ন্তজাতিক সংকেত অথবা কোড দ্বারা অথবা অন্য কোন স্বীকৃত পন্থায় উক্ত জাহাজকে থামাইতে অথবা উড়োজাহাজকে অবতরণ করিতে তলব করানো বৈধ হইবে, এবং ইহাতে উক্ত জাহাজ অবিলম্বে থামিবে এবং উক্ত উড়োজাহাজ সংগে সংগে অবতরণ করিবে, এবং যদি উহা উক্তরূপ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কোন জাহাজ অথবা উড়োজাহাজ দ্বারা পূর্বোক্ত জাহাজ বা উড়োজাহাজকে ধাওয়া করা যাইবে, এবং সংকেত হিসাবে একবার গুলি করার পর জাহাজটি থামিতে বা উড়োজাহাজটি অবতরণ করিতে ব্যর্থ হইলে উহার উপর গুলি বর্ষণ করা যাইবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে কোন জাহাজ অথবা উড়োজাহাজ ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনকে থামানো আবশ্যক হয় সেই ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উহা থামাইতে অথবা উহার পলায়ন রোধ করিতে সকল আইনসম্মত পন্থা অবলম্বন করিতে অথবা করাইতে পারিবেন, যাহার মধ্যে, অন্য সকল পন্থা ব্যর্থ হইলে, উহার উপর গুলি বর্ষণ অন্তর্ভুক্ত।

১৬৫। লোকজনকে পরীক্ষা করার ক্ষমতা।- (১) কোন পণ্য চোরাচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার সময়ে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা-

(ক) কোন ব্যক্তিকে কোন দলিলপত্র অথবা জিনিষ উক্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন অথবা প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, এবং

(খ) মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতির সাথে পরিচিত কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(২) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা কেবল তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া অথবা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন আমলী অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন যে বিধানাবলীর আওতাধীন থাকেন সেই একই বিধানবলীর আওতাধীন থাকিবেন।

১৬৬। সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র উপস্থাপন করার জন্য লোকজনের উপর সমন জারীর ক্ষমতা।- (১) কোন গেজেটেড কাস্টমস কর্মকর্তা কোন পণ্য চোরাচালানের সাথে সংশ্লিষ্ট তৎকর্তৃক পরিচালিত কোন তদন্তে সাক্ষ্য প্রদান অথবা দলিলপত্র অথবা অন্য কোন জিনিষপত্র উপস্থাপন করার জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিলে সেই ব্যক্তির উপর তাহার সমন জারী করার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) দলিলপত্র অথবা অন্য কোন জিনিষপত্র উপস্থাপন সম্পর্কিত সমন তলবকৃত ব্যক্তির দখলে অথবা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন নির্দিষ্ট দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র অথবা কতিপয় বর্ণনার সকল দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র সম্পর্কে হইতে পারে।

(৩) উক্তরূপ সমনকৃত সকল ব্যক্তি উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক সশরীরে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইতে বাধ্য থাকিবেন; এবং উক্তভাবে সমনকৃত সকল ব্যক্তি যে কোন বিষয় সম্পর্কে তাহাদের পরীক্ষা করার সময়ে সত্য বলিতে অথবা বিবৃতি দান করিতে এবং যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে সেইরূপ দলিলপত্র এবং জিনিষপত্র উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ১৩২ এর অধীন অব্যহতি এই ধারার অধীন উপস্থিতির জন্য তলবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ।

(৪) উপরিউক্ত প্রতিটি তদন্ত দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর অভিব্যক্তির আওতায় বিচারিক কার্যধারা হিসাবে গণ্য হইবে।

১৬৭। পলাতক ব্যক্তিকে পরবর্তীকালে গ্রেফতার করা যাইবে।- যদি এই আইনের অধীনে গ্রেফতারযোগ্য কোন ব্যক্তি যে অপরাধের জন্য দায়ী তাহা সংঘটনের সময় গ্রেফতার না হন অথবা গ্রেফতারের পরে তিনি পলায়ন করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরবর্তীকালে যে কোন সময়ে গ্রেফতার করা যাইবে এবং ধারা ১৬১ এর উপধারা (৩) হইতে (৭) এর বিধানবলী অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হইবে, যেন তিনি উক্ত অপরাধ সংঘটনের সময়ে গ্রেফতার হইয়াছেন।

১৬৮। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য আটক।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন পণ্য আটক করিতে পারিবেন, এবং যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোন পণ্য আটক করা বাস্তবে সম্ভব নহে, সেই ক্ষেত্রে তিনি উক্ত পণ্যের মালিক অথবা উহা যে ব্যক্তির দখলে বা তত্ত্ববধানে রহিয়াছে সেই ব্যক্তিকে উক্ত কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতীত উহা অপসারণ, হস্তান্তর অথবা প্রকারান্তরে বিলিব্যবস্থা না করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন পণ্য আটক করা হয় এবং উহার উপর ধারা ১৮০ এর অধীনে পণ্য আটকের দুই মাসের মধ্যে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা না হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য যে ব্যক্তির দখল হইতে আটক করা হইয়াছিল তাহাকে ফেরত দিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার অব কাস্টমস কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উপরি উক্ত দুই মাসের মেয়াদ অনধিক দুই মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন দলিলপত্র অথবা জিনিষপত্র, যাহা তাহার মতে এই আইনের অধীনে গৃহীত কোন কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার উপযোগী হইবে, তাহা আটক করিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে কোন দলিলপত্র আটক করা হয় তিনি কোন কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উহার কপি অথবা উহা হইতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৬৯। আটককৃত পণ্যের ব্যবস্থপনা।- (১) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য হওয়ার কারণে আটককৃত সকল পণ্য অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া উহা গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার হেফাজতে অর্পণ করিতে হইবে।

(২) যদি উক্তরূপ কোন কর্মকর্তা নিকটে না থাকেন তাহা হইলে উক্ত সকল পণ্য আটককৃত স্থানের নিকটতম কাস্টম-হাউসে জমা প্রদানের জন্য বহন করিতে হইবে।

(৩) যদি সুবিধাজনক দূরত্বে কোন কাস্টম-হাউস না থাকে, তাহা হইলে উক্তরূপ আটককৃত পণ্য জমা প্রদানের জন্য কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক নিয়োগকৃত নিকটতম স্থানে উক্ত পণ্য জমা করিতে হইবে।

(৪) যদি কমিশনার অব কাস্টমস অথবা তাহার দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তার বিবেচনায় উক্ত কোন পণ্য পচনশীল অথবা দ্রুত অবনতিশীল হয়, তাহা হইলে তিনি উহা ধারা ২০১ এর বিধানাবলী অনুসারে অবিলম্বে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন এবং মামলার ন্যায়নির্ণয়ন অনিষ্পন্ন থাকা পর্যন্ত বিক্রেয়লব্ধ অর্থ জমা রাখার ব্যবস্থা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আইনী কার্যধারা অথবা এই আইনের অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত হয় সেই ক্ষেত্রে যথাযথ শনাক্তকরণ চিহ্নসহ উক্ত পণ্যের নমুনা সংরক্ষণ করা যাইবে।

(৫) যদি উক্ত ন্যায়নির্ণয়নের পর দেখা যায় যে উক্তরূপ বিক্রয়কৃত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য ছিল না, তাহা হইলে ধারা ২০১ এর বিধান অনুসারে সকল শুল্ক, কর অথবা অন্যান্য পাওনা প্রয়োজনীয় কর্তনের পর বিক্রয়লব্ধ অবশিষ্ট অর্থ মালিককে ফেরত প্রদান করা হইবে।

১৭০। পুলিশ কর্তৃক সন্দেহবশত জব্দকৃত জিনিষপত্রের ক্ষেত্রে পদ্ধতি।- (১) এই আইনের অধীনে বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন জিনিসপত্র যখন কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক চোরাই মাল সন্দেহে জব্দ করা হয় তখন তিনি যে থানায় অথবা আদালতে উক্ত জিনিসপত্র চুরি হওয়া অথবা উহাদের গ্রহণ করা সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন অথবা যেখানে চুরি অথবা গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন তদন্ড চলমান থাকে সেই থানা অথবা আদালতে উহা বহন করিবেন এবং উক্ত অভিযোগ খারিজ না হওয়া পর্যন্ত অথবা তদন্ত অথবা উহা হইতে উদ্ভূত কোন বিচার সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে উহা আটক রাখিতে পারিবেন।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক ক্ষেত্রে জিনিষপত্র জব্দকারী পুলিশ কর্মকর্তা উহাদের জব্দকরণের এবং আটক রাখার একটি লিখিত নোটিশ নিকটতম কাস্টম-হাউসে প্রেরণ করিবেন এবং অভিযোগ খারিজ অথবা তদন্ত বা বিচার সমাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পর উক্ত জিনিষপত্র নিকটতম কাস্টম-হাউসে বহন এবং জমাদানের ব্যবস্থা করাইবেন, যাহাতে আইন অনুসারে কার্যধারা গ্রহণের জন্য উহা সেখানে থাকে।

১৭১। জব্দ অথবা গ্রেফতারের সময়ে ইনভেনটরীসহ লিখিতভাবে উহার কারণ প্রদান করিতে হইবে।- যখন এই আইনের অধীনে কোন কিছু জব্দ করা হয় অথবা কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় তখন উক্তরূপ জব্দকারী অথবা গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তি জব্দ অথবা গ্রেফতার করার সময়ে উক্তরূপ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অথবা যে ব্যক্তির দখল হইতে জিনিসপত্র জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে উক্ত জব্দ অথবা গ্রেফতারের কারণ সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং কোন কিছু জব্দ করার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির দখল হইতে উহা জব্দ করা হইয়াছে তাহাকে এতদসংশ্লিষ্ট একটি ইনভেনটরী অর্পণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি জব্দ করার সময়ে উক্ত ইনভেনটরী অর্পণ করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে জব্দ করার তারিখ হইতে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে উহা প্রদান করিতে হইবে।

১৭২। বাংলাদেশে আমদানিকৃত কতিপয় প্রকাশনা ধারণকৃত মোড়ক জব্দ করার ক্ষমতা।- (১) কমিশনার অব কাস্টমস হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা এতদ্বিষয়ে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত

অন্য কোন কর্মকর্তা স্থল, আকাশ অথবা সমুদ্রপথে বাংলাদেশে আনয়নকৃত কোন মোড়ক আটক করিতে পারিবেন, যাহার মধ্যে তিনি সন্দেহ করেন যে-

(ক) প্রিন্টিং প্রেসেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন এ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ নং আইন) এ যেইরূপ সংজ্ঞায়িত আছে সেইরূপ কোন খবরের কাগজ অথবা পুস্তক, অথবা

(খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অথবা রাষ্ট্রবিরোধী বস্তু সম্বলিত দলিলপত্র, অর্থাৎ যে বস্তুর প্রকাশনা দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ১২৩ক অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১২৪ক মতে শাস্তিযোগ্য সেইরূপ বস্তুসম্বলিত দলিলপত্র মোড়কজাত অবস্থায় আছে বলিয়া তিনি সন্দেহ করেন, এবং তিনি উক্ত মোড়ক এতদবিষয়ে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মোড়ক আটককারী কোন কর্মকর্তা, যে ক্ষেত্রে সম্ভব, উক্ত মোড়কের প্রাপক অথবা গ্রহীতার নিকট উক্ত আটকের ঘটনা সম্বলিত নোটিশ অবিলম্বে ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

(৩) সরকার উক্ত মোড়কের ভিতরের সকল বিষয়বস্তু পরীক্ষা করাইবেন এবং যদি সরকারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে উক্ত মোড়কে পূর্বোল্লিখিত খবরের কাগজ, পুস্তক অথবা অন্য দলিলপত্র রহিয়াছে, তাহা হইলে সরকার যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে উক্ত মোড়ক এবং ইহার বিষয়বস্তুর বিলিব্যবস্থা করার জন্য সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রতীয়মান না হইলে, আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে উহা আটকযোগ্য না হইলে, মোড়কটি এবং ইহার অভ্যন্তরস্থ বস্তুসমূহ ছাড় প্রদান করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধানাবলীর অধীন আটককৃত কোন মোড়কের ব্যাপারে আগ্রহী কোন ব্যক্তি উহা ছাড় করানোর জন্য উক্ত আটকাদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং সরকার উক্ত আবেদনপত্র বিবেচনা করিবে এবং যেরূপ যথাযথ গণ্য করিবে উহার উপর সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে আবেদনকারী আবেদনপত্রটি প্রত্যাখান আদেশের তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে মোড়কটি অথবা উহার ভিতরের বস্তুসমূহ ছাড়করণের জন্য উক্ত মোড়ক অথবা উহার ভিতরে উক্তরূপ কোন খবরের কাগজ, পুস্তক অথবা অন্য দলিলপত্র মোড়কজাত নাই এই হেতুতে হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের বিধানে যেরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা ব্যতীত এই ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ অথবা গৃহীত কার্যক্রমের ব্যাপারে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায় "দলিলপত্র" বলিতে কোন লেখা, চিত্র, উৎকীরণ, অংকন অথবা আলোকচিত্র অথবা অন্য কোন দৃশ্যমান প্রতীক অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৭৩। আটককৃত মোড়ক ছাড়করণের জন্য আবেদনপত্রের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক গ্রহণীয় পদ্ধতি।- ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৯৯-ঘ হইতে ধারা ৯৯-চ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে, উক্ত কার্যবিধির ধারা ৯৯-গ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ কর্তৃক ধারা ১৭২

এর উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের অধীন পেশকৃত প্রতিটি আবেদনপত্রের উপর শুনানী গ্রহণ করা এবং উহা নিষ্পত্তি করা হইবে।

১৭৪। স্থলপথে আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিকৃত পণ্য খালাসের অনুমতি সংক্রান্ত আদেশ দাখিলে বাধ্য করানোর ক্ষমতা।- কোন পণ্য কোন বিদেশী ভূখন্ড হইতে স্থলপথে আমদানি করা হইয়াছে বলিয়া অথবা উক্ত ভূখন্ডে রপ্তানি হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত পণ্যের তত্ত্বধানকারী ব্যক্তিকে ধারা ৮৩ এর অধীন পণ্যের অভ্যন্তরীণ খালাসে অনুমোদনের আদেশ অথবা ধারা **১৩১** এর অধীন পণ্য রপ্তানি অনুমোদনের বিল অব এক্সপোর্ট ছাড়পত্রের আদেশ দাখিল করার জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোন কিছুই ধারা ৯ এর দফা (গ) এর অধীন নির্ধারিত রুটে বিদেশী সীমান্ত হইতে কোন অভ্যন্তরীণ কাস্টমস-স্টেশনে আমদানিকৃত পণ্য চলাচলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবে যে এই ধারার বিধানাবলী বিদেশী সীমান্তের সাথে সংযুক্ত কোন বিশেষ এলাকায় কোন নির্ধারিত বর্ণনার অথবা মূল্যের পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৭৫। কতিপয় সংকেত অথবা সংবাদ প্রস্তুত অথবা প্রেরণ নিরোধ করার ক্ষমতা।- যদি কোন কাস্টমস অথবা পুলিশ কর্মকর্তা অথবা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন সদস্যের সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পণ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশ হইতে বাহিরে চোরাচালানের অথবা চোরাচালানের অভিপ্রায় অথবা অভিসন্ধির সাথে সংপৃক্ত কোন সংকেত অথবা সংবাদ কোন যানবাহন, গৃহ অথবা স্থানে প্রস্তুত অথবা সেখান হইতে প্রেরণ করা হইতেছে অথবা প্রস্তুত অথবা প্রেরণের উপক্রম হইতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত যানবাহনে আরোহণ অথবা উক্ত গৃহে অথবা স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং সংকেত অথবা সংবাদটি প্রস্তুত অথবা প্রেরণ বন্ধ করার অথবা নিরোধ করার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৭৬। কতিপয় ফ্যাক্টরীতে কর্মকর্তা মোতায়েনের ক্ষমতা।- পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনারের নিম্নে নহেন এরূপ কর্মকর্তা যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি বাংলাদেশের সীমান্তের পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ফ্যাক্টরী অথবা ইমারতে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা ইহা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোতায়েন করিতে পারিবেন যে ফ্যাক্টরী অথবা ইমারতটি কোন অবৈধ অথবা অনিয়মিত পণ্য আমদানি অথবা রপ্তানির জন্য কোনভাবে ব্যবহৃত না হয় এবং উক্তরূপ মোতায়েনকৃত কর্মকর্তার যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে ফ্যাক্টরীটির রেকর্ডপত্র অথবা ইমারতে পরিচালিত ব্যবসায় পরিদর্শন করার ক্ষমতা এবং বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষমতা থাকিবে।

১৭৭। কতিপয় এলাকায় পণ্য দখলে রাখার বাধা নিষেধ।- (১) বোর্ড কর্তৃক সরকারী গেজেটে সময়ে সময়ে যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হয় বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন সেইরূপ এলাকা সমূহে এই ধারা প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই ধারা আপাতত যেই এলাকায় প্রযোজ্য সেই এলাকায় কোন ব্যক্তি সরকার কর্তৃক অথবা সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত পারমিট ব্যতীত সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে যেরূপ প্রজ্ঞাপিত হয় সেইরূপ পরিমাণ অথবা মূল্যের অতিরিক্ত কোন পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণী নিজের দখলে অথবা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিবেন না।

১৭৮। বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য দখলে রাখেন এমন ব্যক্তির সফরসঙ্গীর শাস্তি।- যদি দুই অথবা ততোধিক ব্যক্তি সঙ্গী হয় অথবা তাহাদের একসাথে পাওয়া যায় এবং তাহাদের অথবা তাহাদের যে কোন একজনের নিকট এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য পণ্য থাকে, তাহা হইলে এই ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি উক্ত অপরাধে দোষী হইবেন এবং এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য হইবেন, যেন পণ্য উক্ত ব্যক্তির নিকট পাওয়া গিয়াছে।

১৭৯। ন্যায়নির্ণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীন পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা অর্থদন্ড আরোপ সংশ্লিষ্ট মামলায় কাস্টমস কর্মকর্তাগণের অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা নিম্নের টেবিলে যেরূপ প্রদর্শিত রহিয়াছে সেইরূপ হইবে ঃ-

টেবিল

মামলার প্রকৃতি	কর্মকর্তাগণের পদবী	অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা
(১)	(২)	(৩)
১। পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা অর্থদন্ড আরোপ অথবা উভয় দন্ড সংশ্লিষ্ট মামলার ন্যায়নির্ণয়ন	কমিশনার অব কাস্টমস অথবা কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা মহাপরিচালক (শুল্ক অব্যাহতি ও প্রত্যর্পণ)	পণ্যের মূল্য বিশ লক্ষ টাকার অধিক
	অতিরিক্ত কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক বিশ লক্ষ টাকা
	যুগ্ম কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক

		পনের লক্ষ টাকা
	উপ কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক দশ লক্ষ টাকা
	সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা
	রাজস্ব কর্মকর্তা	পণ্যের মূল্য অনধিক দুই লক্ষ টাকা
২। কাস্টম-হাউস এবং কাস্টমস-স্টেশন সমূহে মেনিফেস্ট ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কিত মামলার ন্যায়নির্ণয়ন যাহাতে ধারা ১৫৬ এর উপ-ধারা (১) এর ২৪ নং আইটেমের অধীন কেবলমাত্র অর্থদন্ড আরোপণীয়	কাস্টম-হাউস অথবা, ক্ষেত্রমত, কাস্টমস-স্টেশনে মেনিফেস্ট ক্লিয়ারেন্সের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত উপ কমিশনার অথবা সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস	পণ্যের মূল্য সীমাহীনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন বিশেষ কর্মকর্তার অথবা কোন শ্রেণীর কর্মকর্তার অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর টেবিলে অধিক্ষেত্র এবং ক্ষমতা প্রদর্শিত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে যে কোন কাস্টমস কর্মকর্তার উপর অধিক্ষেত্র নির্ধারণ এবং ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১৮০। পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা অর্থদন্ড আরোপের পূর্বে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী।- এই আইনের অধীন কোন পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা কোন ব্যক্তির উপর অর্থদন্ড আরোপের কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না, যদি না পণ্যের মালিককে, যদি থাকেন, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে -

(ক) যে কারণের উপর ভিত্তি করিয়া পণ্য বাজেয়াপ্তকরণ অথবা অর্থদন্ড আরোপের প্রস্তাব করা হয় তাহা লিখিতভাবে (অথবা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে মৌখিকভাবে) অবহিত করা হয় ;

(খ) প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেরূপ নির্ধারণ করেন সেইরূপ যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে (অথবা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহা প্রদানের জন্য তাহার অগ্রাধিকারের বিষয়ে লিখিতভাবে অবহিত করেন, তাহা হইলে মৌখিকভাবে) ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয় ; এবং

(গ) ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোন পরামর্শকের মাধ্যমে অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্টের মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয় ঃ

(ঘ) তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পণ্যের মালিক অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করিলে, প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে তাহার আপীলের অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া, তাহাকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী ব্যতীত প্রদত্ত কোন আদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন মর্মে লিখিত অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোন পণ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া অথবা কোন ব্যক্তির উপর কোন অর্থদন্ড আরোপ করিয়া প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৮১। বাজেয়াপ্ত পণ্যের পরিবর্তে জরিমানা পরিশোধের ঐচ্ছিক বিকল্প।- (১) এই আইনের অধীন কোন পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা পণ্যের মালিককে পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে উক্ত কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ জরিমানা পরিশোধ করার ঐচ্ছিক বিকল্পের সুযোগ দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার অধীন পণ্য বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে আরোপিত কোন জরিমানা উক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রদেয় কোন শুল্ক ও চার্জ এবং পণ্য বাজেয়াপ্তির অতিরিক্ত কোন অর্থদন্ড আরোপিত হইয়া থাকিলে উহা তাহার অতিরিক্ত হইবে।

(২) এই ধারার কোন কিছুই কোন আইনের দ্বারা অথবা অধীন আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১৮২। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে।- এই আইনের অধীন কোন পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হইলে উহা অবিলম্বে সরকারের উপর ন্যস্ত হইবে এবং বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তা বাজেয়াপ্ত পণ্য গ্রহণ করিবেন এবং দখলে লইবেন।

১৮৩। কর্তৃত্ব ব্যতীত প্রস্থান করার অথবা আনয়নে ব্যর্থতার জন্য অর্থদন্ড আরোপ।- (১) কোন যানবাহন পোর্ট ক্লিয়ারেন্স অথবা লিখিত অনুমতি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে প্রস্থান করিলে অথবা, জাহাজের ক্ষেত্রে, ধারা ১৪ এর অধীন নিযুক্ত কোন স্টেশনে উহা আনয়ন করিতে নির্দেশ দেওয়ার পর ইহা আনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, যে অর্থদন্ডে উক্ত যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দন্ডনীয় হন, উহার ন্যায়নির্ণয়ন উক্ত যানবাহন যে কাস্টমস-স্টেশনে অগ্রসর হয় অথবা যেখানে উহা অবস্থান করে সেখানকার যথোপযুক্ত কর্মকর্তা করিতে পারিবেন।

(২) যে কাস্টমস-স্টেশন হইতে যানবাহনটি উক্তরূপে প্রস্থান করিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয় সেই স্টেশনের যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বলিয়া দাবীকৃত উক্ত প্রস্থান অথবা আনয়নে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কোন প্রত্যয়নপত্র বর্ণিত ঘটনার দৃশ্যমাণ প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৮৪। সংক্ষিপ্ত বিচার করার ক্ষমতা।- ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২৬০ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ সমূহ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করার জন্য আপাতত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বাদীর আবেদনক্রমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধে উহার সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হইলে, তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে উক্ত কার্যবিধির ধারা ২৬২ এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ২৬৩, ২৬৪ ও ২৬৫ এর বিধানাবলী অনুসারে সংক্ষিপ্ত বিচার করিতে পারিবেন।

১৮৫। ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য বিশেষ ক্ষমতা।- ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, এতদবিষয়ে সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য পাঁচ বৎসরের অধিক কারাদন্ডের এবং দশ হাজার টাকার অধিক জরিমানাদন্ডের শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮৬। জরিমানা অথবা অর্থদন্ড পরিশোধ অপেক্ষমান অবস্থায় পণ্য আটক।- (১) যখন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কোন জরিমানা অথবা অর্থদন্ড আরোপ করা হয় অথবা কোন জরিমানা অথবা অর্থদন্ড আরোপ বিবেচনাধীন থাকে তখন জরিমানা অথবা অর্থদন্ড পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মালিক কর্তৃক উক্ত পণ্য অপসারণ করা যাইবে না।

(২) যখন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কোন জরিমানা অথবা অর্থদন্ড আরোপ করা হয় তখন উক্ত জরিমানা অথবা অর্থদন্ড পরিশোধ অনিষ্পন্ন থাকিলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা একই মালিকের মালিকানাধীন অন্য কোন পণ্য আটক করিতে পারিবেন।

১৮৭। বৈধ কর্তৃত্ব, ইত্যাদি প্রমাণের দায়ভার।- যখন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হয় এবং প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে বৈধ কর্তৃত্ববলে অথবা আপাতত বলবৎ কোন আইনের দ্বারা অথবা অধীন নির্ধারিত কোন পারমিট, লাইসেন্স অথবা অন্য কোন দলিলপত্রবলে তিনি কোন কার্য করিয়াছেন কিনা অথবা কোন কিছুর দখলে ছিলেন কিনা তখন উক্তরূপ কর্তৃত্ব, পারমিট, লাইসেন্স অথবা দলিলপত্র যে তাহার ছিল উহা প্রমাণের দায়ভার তাহার উপর বর্তাইবে।

১৮৮। কতিপয় ক্ষেত্রে দলিলপত্র সম্পর্কে প্রাক-প্রমাণ।- যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন দলিলপত্র উপস্থাপন করেন অথবা কোন ব্যক্তির হেফাজত অথবা নিয়ন্ত্রণ হইতে কোন দলিলপত্র আটক করা হয়, এবং উক্ত দলিলপত্র অভিযোগকারী বাদী কর্তৃক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা হয় সেই ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট

(ক) উক্ত ব্যক্তি ইহার পরিপন্থি কিছু প্রমাণ করিতে না পারিলে -

(অ) উক্ত দলিলপত্রের বিষয়বস্তু সত্য বলিয়া গণ্য করিবেন ;

(আ) উক্ত দলিলপত্রের স্বাক্ষর এবং প্রতিটি অংশ, যাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির হাতে লিখিত বলিয়া মনে করা হয় অথবা যাহা কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত অথবা হস্তলিখিত বলিয়া ম্যাজিস্ট্রেট যুক্তিসঙ্গত ভাবে অনুমান করেন, তাহা উক্ত ব্যক্তির হাতের লেখায় বলিয়া গণ্য করিবেন, এবং কোন দলিলপত্র সম্পাদন অথবা সত্যায়নের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উহা সম্পাদন অথবা সত্যায়িত করিয়াছেন বলিয়া মনে করা হয় সেই ব্যক্তি কর্তৃক উহা সম্পাদিত বা সত্যায়িত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(খ) যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত দলিলপত্র যদি অন্যভাবে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে উহা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবেন।

১৮৯। দন্ডাদেশের নোটিশ প্রদর্শন করিতে হইবে।- (১) চোরাচালানের অপরাধে কোন ব্যক্তির দন্ডাদেশ হওয়ার পর সরকার তাহাকে তাহার ব্যবসাস্থলের, যদি থাকে, ভিতরে অথবা বাহিরে অথবা ভিতর এবং বাহির উভয় দিকে সরকার যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ নম্বর, আয়তন এবং অক্ষরে, এবং তেমন স্থানে স্থাপন এবং দন্ডাদেশ সম্পর্কিত তেমন তথ্য সম্বলিত নোটিশ প্রদর্শন করিতে এবং দন্ডাদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে কমপক্ষে তিন মাসকাল উহা অব্যাহতভাবে উক্তরূপ প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে; যদি তিনি উক্ত বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন প্রথম যে অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়াছেন সেই অপরাধের অনুরূপ প্রকৃতির আরও একটি অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি উক্ত দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উক্তরূপ কোন বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে এতদবিষয়ে সরকারের লিখিত আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা উক্তরূপ কোন অস্বীকৃতি অথবা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে যে কার্যধারা গ্রহণ করা হইতে পারে তাহা ক্ষুন্ন না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অনুসরণে সরকারের আবশ্যকতা অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির ব্যবসাস্থলের ভিতরে অথবা বাহিরে অথবা ভিতর অথবা বাহির উভয় দিকে নোটিশটি আঁটিয়া দিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোন ক্ষেত্রে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে উপ-ধারা (১) অথবা উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলীর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী নোটিশ সমূহের প্রদর্শনী দন্ডিত ব্যক্তির দন্ডাদেশ তাহার সহিত কাজ কারবারে জড়িত লোকজনের ফলপ্রসূভাবে নজরে আসিবে না, তাহা হইলে সরকার উক্ত বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে অথবা ইহার অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তিকে তাহার ব্যবসায়ে ব্যবহৃত স্টেশনারীতে বাধ্যবাধকতা অনুসারে নির্ধারিত আয়তনের টাইপে এবং আকারে মুদ্রিত দন্ডাদেশের বিবরণ সম্বলিত একটি নোটিশ অন্যূন তিন মাস সময়ের জন্য প্রদর্শন করিতে বাধ্য করিতে পারিবে; এবং এইরূপ বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণরূপে পরিপালনে ব্যর্থ হইলে, তিনি এই আইনের অধীন প্রথম যে অপরাধে দন্ডিত হইয়াছিলেন তাহার অনুরূপ প্রকৃতির আরও একটি অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৯০। দন্ডাদেশ প্রকাশ করার ক্ষমতা।- যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে চোরাচালান অপরাধে কোন ব্যক্তির দন্ডাদেশ এবং এতদসম্পর্কিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক তাহা হইলে উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

১৯১। কারাদন্ড দুই বর্ণনার যে কোনটির হইতে পারে।- এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য কারাদন্ড ম্যাজিস্ট্রেটের সুবিবেচনাপ্রসূত ইচ্ছাক্রমে বিনাশ্রম অথবা সশ্রম হইতে পারিবে।

১৯২। কতিপয় ব্যক্তির সংবাদ প্রদান কর্তব্য।- (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের অথবা উক্তরূপ কোন অপরাধ সংঘটনের কোন চেষ্টা অথবা সম্ভাব্য চেষ্টা কোন ব্যক্তি জানিতে পারিলে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব নিকটতম কাস্টম- হাউসের অথবা কাস্টমস-স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা যদি এইরূপ কোন কাস্টম-হাউস অথবা কাস্টমস-স্টেশন না থাকে, তাহা হইলে নিকটতম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট এই বিষয়ে লিখিত সংবাদ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সংবাদ থানার যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করিবেন তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উহা নিকটতম কাস্টম-হাউস অথবা কাস্টমস-স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

অষ্টাদশ ক অধ্যায়

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১৯২ক । বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ।- এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৯২গ ধারায় সংজ্ঞায়িত এবং বর্ণিত কোন বিরোধের ন্যায়নির্ণয়ন অথবা নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অথবা কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট নিষ্পনাধীন অথবা অনিষ্পনাধীন থাকা অবস্থায় উক্ত বিরোধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী বিরোধটি নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহ এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট

আবেদন করিতে পারিবেন এবং এই আইনের নায়নির্ণয়ন অথবা আপীল বিষয়ক বিধানের অধীন কার্যধারা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯২খ । বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়ার প্রবর্তন ।- বোর্ড. সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ এবং যে কাস্টম-হাউস অথবা কাস্টমস-স্টেশন অথবা কমিশনারেটে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য নির্ধারণ করিবে সেই তারিখ এবং সেই স্থানে উহা কার্যকর হইবে।

১৯২গ । বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বিরোধের সংজ্ঞা এবং আওতা ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে "বিরোধ" অর্থ শুল্ক ও কর ধার্য, শুল্কায়ন, শ্রেণীবিন্যাস, আদায় করা অথবা ফেরত প্রদান সম্পর্কিত অথবা জরিমানা অথবা অর্থদন্ড আরোপের জন্য কোন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টসহ কোন আদালতের নিকট নিস্পন্নাধীন কোন মামলা অথবা কার্যধারা এবং মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃক লিখিত আপত্তি ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে।

(২) বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত বিরোধ সমূহ নিস্পত্তি করা যাইবে, -

(ক) ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১),(২), (৪), (৫) এবং (৬) এর বিধান সাপেক্ষে কাস্টমস শুল্কায়ন উদ্ভুত প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন পদ্ধতিতে অথবা অন্যভাবে নির্ধারিত কাস্টমস মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিরোধসমূহ এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টসহ অন্য কোন আদালতে নিস্পন্নাধীন বিরোধসমূহ , এবং

(খ) নিম্নবর্ণিত বিরোধ ব্যতীত এই আইনের অধীন আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল হইতে উদ্ভুত অথবা সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন বিল অব এন্ট্রি অথবা বিল অব এক্সপোর্ট সংক্রান্ত দাবীনামা নোটিশ অথবা কারণ দর্শানো নোটিশ জারী হইতে উদ্ভুত অন্য কোন বিরোধ এবং যাহা এই আইনের অধীন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অথবা আপীলাত কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টসহ কোন আদালতের নিকট নিস্পন্নাধীন রহিয়াছে ঃ

(অ) জালিয়াতি অথবা ফৌজদারী মামলা এবং বিরোধ;

(আ) নিষিদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত, চোরাচালানকৃত পণ্য আটক এবং বাজেয়াপ্তি সংক্রান্ত বিরোধ;

(ই) মুদ্রা লন্ডারিং এর অভিযোগ সংক্রান্ত বিরোধ;

(ঈ) পণ্যের বর্ণনা এবং পরিমাণের অসত্য ঘোষণা, দলিলপত্র জালিয়াতি, আমদানি এবং রপ্তানি নীতি লংঘণ অথবা কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সীং এবং /অথবা বন্ড সম্পর্কিত শর্তসমূহ লংঘন সংক্রান্ত বিরোধ; এবং

(উ) প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীর উপর আরোপিত অর্থদন্ড সংক্রান্ত বিরোধ।

১৯২ঘ। সহায়তাকারী নিয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের কর্তব্য ।- (১) বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে বিধি দ্বারা যেভাবে নির্ধারিত হয় সেইভাবে বোর্ড সহায়তাকারী নিয়োগ অথবা নির্বাচন করিতে পারিবে।

(২) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সহায়তাকারীর নির্বাচন অথবা নিয়োগ ফী, দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৪) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সমঝোতা প্রক্রিয়ায় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন এবং তাহার কর্তব্য এবং দায়িত্ব বিধিদ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯২ঙ । বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র ।- ধারা ১৯২ গ এ বর্ণিত কোন বিরোধ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য, ক্ষেত্রমত, আমদানিকারক, রপ্তানীকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন ঃ

(ক) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রবর্তনের পূর্বে উদ্ভুত এবং ন্যায়নির্ণয়াধীন অথবা অনিষ্পন্ন কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিধিমালায় নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস অথবা ন্যায়নির্ণয়ন কর্মকর্তা অথবা আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রবর্তনের পরে উদ্ভুত কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য এই আইনের, ক্ষেত্রমত, ধারা **১৭৯**, **১৯৩** অথবা **১৯৬** এর অধীন অভিপায় অথবা চেষ্টা করার পূর্বে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস অথবা ন্যায়নির্ণয়ন কর্মকর্তার নিকট বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষেত্রমত, কারণ দর্শানো নোটিশ অথবা শুল্কায়ন আদেশ অথবা দাবীনামা নোটিশ জারীর দশ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

(গ) বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে নিষ্পন্নাধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কোন বিরোধের বিষয়ে আবেদনের অভিপায় করিলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উক্ত আদালত হইতে অনুমতি গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আদালত কর্তৃক অনুমতি মঞ্জুরী প্রদানের পর বিষয়টি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সময়সীমা পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালত উল্লিখিত কোন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশসহ এইরূপ কোন রিট আবেদন মিমাংসা করে, তাহা হইলে আইন দ্বারা অন্য কোনভাবে বারিত না হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশ অনুসারে মামলাটি নিষ্পত্তি করিবে।

১৯২চ । বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও নিষ্পত্তি ।-(১) কোন সংক্ষুব্ধ আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীর নিকট হইতে এই আইনের অধীন বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর উহা বিধি অনুসারে প্রক্রিয়াকরণ এবং নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৯২ছ । সমঝোতা ও নিষ্পত্তির সময়সীমা ।- (১) যদি নিষ্পন্নাধীন অথবা নূতন কোন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পেশকৃত আবেদন একই কাস্টম হাউস অথবা কাস্টম স্টেশন সম্পর্কিত হয় , তাহা হইলে বিরোধের সমঝোতা এবং মতৈক্য অথবা মতানৈক্য অথবা নিষ্পত্তিসহ এই অধ্যায়ে বর্ণিত সকল আনুষ্ঠানিকতা আবেদন দাখিলের সর্বোচ্চ ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) কোন নিষ্পন্নাধীন বিরোধের জন্য আবেদনপত্র কমিশনার (আপীল) অথবা কাস্টমস এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইবুনাল অথবা কোন আদালতের নিকট দাখিল করা হইলে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে উহার সময়সীমা আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ হইতে ষাট কার্য দিবস হইবে।

১৯২জ। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত।- (১) যে ক্ষেত্রে বিরোধের উভয়পক্ষ বিরোধীয় বিষয়ে প্রযোজ্য বস্তুগত অথবা আইনগত নির্ধারণী দিকসমূহ গ্রহণ করেন এবং নিষ্পত্তিতে উপনীত হন সেই ক্ষেত্রে সম্মত সময়সীমার মধ্যে, ক্ষেত্রমত, শুল্ক ও কর পরিশোধের অথবা তাহা ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারসহ মতৈক্যের ভিত্তিতে বিরোধটির সম্পূর্ণ অথবা আংশিক নিষ্পন্ন করা যাইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী এবং কমিশনার অব কাস্টমসের প্রতিনিধির মধ্যে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারী মতৈক্যের বিস্তারিত বিষয়সমূহ বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহা আবেদনকারী, সংশ্লিষ্ট কমিশনার এবং বোর্ডকে, ক্ষেত্রমত, ত্রিশ অথবা ষাট কার্যদিবসের মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার সাত কার্য দিবসের মধ্যে অবহিত করিবেন।

(৩) এইভাবে সম্পন্ন প্রতিটি মতৈক্য শুল্ক এবং কর পরিশোধের অথবা ফেরত প্রদানের বিষয়সহ অন্যান্য বিষয় কার্যকর করার জন্য সহায়তাকারী যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) মতৈক্যটি আবেদনকারী আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক, কমিশনারের প্রতিনিধি এবং সহায়তাকারী স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) যদি পরবর্তীকালে দেখা যায় যে মতৈক্যটি জালিয়াতি অথবা অসত্য তথ্য উপস্থাপন করে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মতৈক্য পৌঁছানো যায় নাই সেই ক্ষেত্রে সহায়তাকারী উক্তরূপ অসফল বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি লিখিতভাবে আবেদনকারী, সংশ্লিষ্ট কমিশনার এবং বোর্ডকে বিধিদ্বারা নির্ধারিত সময়সীমা এবং পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন।

(৭) এভাবে বিধৃত পদ্ধতিতে মতৈক্যে পৌঁছানোর এবং অবহিত করার পর সরকারকে প্রদেয় পাওনা, যদি থাকে, আদায়ের অথবা আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীকে অর্থ ফেরত প্রদানের অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া প্রযোজ্য আইনের প্রযোজ্য বিধান অনুসারে আরম্ভ করা যাইবে।

১৯২ঝ। মতৈক্য অথবা নিষ্পত্তির ফলাফল ।- (১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় মতৈক্য সম্পন্ন হইলে উহা উভয় পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং আমদানিকারক অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন আপীলাত ফোরাম অথবা আদালতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যায়ের অধীন প্রদত্ত প্রতিটি মতৈক্য আদেশ উহাতে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত হইবে এবং এই অধ্যায়ে ভিন্নভাবে বিধৃত কোন বিষয় ব্যতীত উক্ত আদেশের অর্ন্তভুক্ত কোন বিষয় এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন কোন কার্যধারা পুনরায় খোলা যাইবে না।

(৩) যদি উভয়ের যে কোন এক পক্ষের নিকট মতৈক্য অনুসারে প্রদেয় কোন পাওনা পরিশোধ করা না হয় এবং কোন অর্থদন্ড অথবা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য প্রদেয় সুদসহ যদি উহা এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তাহা হইলে বার্ষিক দশ শতাংশ সুদসহ উক্ত অর্থ সরকারী পাওনা হিসাবে এই আইনের ধারা ২০২ এর অনুসারে আদায় করা যাইবে অথবা ধারা ৩৩ এর বিধান অনুসারে আবেদনকারীর নিকট ফেরত প্রদান করা যাইবে।

১৯২ঞ । মতৈক্য সম্পাদিত না হওয়ার ক্ষেত্রে আপীলের জন্য সময়সীমা।- (১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মতৈক্য সম্পাদিত হয় নাই সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক অথবা প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী নিষ্পন্নাধীন থাকা ন্যায়নির্ণয়ণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর অনিষ্পন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে আপীলাধীন কোন বিরোধ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করা হয়, কিন্তু **১৯২ছ** ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে মতৈক্য সম্পাদিত হয় নাই অথবা সমঝোতা আলোচনা মতানৈক্যে সমাপ্ত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং মূল আপীলটি আদালতসহ সংশ্লিষ্ট আপীলাত কর্তৃপক্ষের নিকট বাতিলের তারিখ হইতে পুণরুজ্জীবিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান যতখানি প্রযোজ্য হয় সেই অনুসারে ততখানি প্রয়োগ করা হইবে।

(৩) আবেদনপত্র দাখিলের তারিখ হইতে সহায়তাকারী কর্তৃক বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ সকল পক্ষকে অবহিতকরণ পর্যন্ত অতিবাহিত সময় আপীল দাখিলের সময়সীমা গণনা হইতে বাদ যাইবে।

১৯২ট। মামলা অথবা অভিসংশন বারিত।- এই অধ্যায়ের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোন কার্যক্রম অথবা সম্পাদিত কোন মতৈক্যর জন্য কোন আদালত, ট্রাইবুনাল অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলার কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

উনবিংশ অধ্যায়

আপীল এবং পুনরীক্ষণ

১৯৩। কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল।- (১) পদমর্যাদায় কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নের কোন কর্মকর্তা কর্তৃক, ধারা ৮২ অথবা ধারা ৯৮ এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ ব্যতীত, এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন

সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ তাহাকে অবহিত করার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে কমিশনার (আপীল) এর নিকট আপীল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার (আপীল) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী উপরিউক্ত তিন মাস মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের করা হইতে যথেষ্ট কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী দুই মাস মেয়াদের মধ্যে উহা দায়ের করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রত্যেক আপীল এতদবিষয়ে বিধিমালা দ্বারা যেইরূপ নির্ধারিত হয় সেইরূপ ফরমে এবং সেইরূপ পদ্ধতিতে প্রতিপাদন করিতে হইবে।

১৯৩ক। আপীলের পদ্ধতি।- (১) আপীলকারী শুনানীর ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে কমিশনার (আপীল) তাহাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) কোন আপীলের শুনানীতে কমিশনার (আপীল) আপীলের হেতুবাদসমূহে উল্লেখ করা হয় নাই এমন কোন হেতুবাদ আপীলকারীকে উল্লেখ করার অনুমতি দিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত হেতুবাদ আপীলের হেতুবাদসমূহ হইতে বাদ যাওয়া ইচ্ছাকৃত অথবা অযৌক্তিক ছিল না।

(৩) কমিশনার (আপীল) যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে সেইরূপ অধিকতর তদন্ত করিয়া যে সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন ইহার উপর সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অর্থদন্ড অথবা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধি করিয়া অথবা অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া অথবা ফেরত প্রদানের অর্থ হ্রাস করিয়া, প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীলকারীকে কারণ দর্শানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়া, কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কমিশনার (আপীল) এই অভিমত পোষণ করেন যে কোন শুল্ক আরোপ করা হয় নাই অথবা কম আরোপ করা হইয়াছে অথবা ভুলবশত ফেরত প্রদান করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে আপীলকারীকে প্রস্তাবিত আদেশের বিরুদ্ধে ধারা ১৬৮ এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ না দিয়া অনারোপিত, কম আরোপিত অথবা ভুলবশত ফেরত প্রদত্ত কোন শুল্ক পরিশোধে বাধ্য করিয়া কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(৪) কমিশনার (আপীল) এর আপীল নিষ্পত্তির আদেশ লিখিত হইবে এবং উহাতে বিচার্য বিষয়সমূহ, উহাদের উপর সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের জন্য যুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৫) আপীল নিষ্পত্তির পর কমিশনার (আপীল) তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আপীলকারী, ন্যায়নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ এবং কমিশনার অব কাস্টমসের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১৯৩খ। বোর্ডের ভুল, ইত্যাদি সংশোধনের ক্ষমতা।- (১) বোর্ড এই আইন অথবা ইহার অধীন প্রণীত বিধিমালার কোন বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত কোন আদেশের নথিপত্র হইতে দৃশ্যত প্রতীয়মান কোন ভুল অথবা অশুদ্ধতা উক্ত আদেশ প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংশোধন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অর্থদন্ড অথবা জরিমানা বৃদ্ধি করিতে অথবা অধিকতর পরিমাণ শুল্ক প্রদানে বাধ্য করিতে পারে এইরূপ কোন সংশোধন, উক্ত সংশোধন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌঁসুলি অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া, করা যাইবে না।

১৯৩গ। রিভিউ কমিটি।- (১) ধারা ২৫ক এর অধীন সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সী কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিন রিপোর্ট অব ফাইন্ডিং (সিআরএফ) সম্পর্কিত কোন বিষয় পুনরীক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে একটি রিভিউ কমিটি গঠিত হইবে।

(২) রিভিউ কমিটির কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ধারা **১৯৬** এর অধীন গঠিত আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) আপীলাত ট্রাইবুনাল, যেরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করে সেইরূপ তদন্তের পর এবং কমিশনার অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এজেন্সীর স্থানীয় প্রতিনিধি এবং আমদানিকারককে, যদি তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করেন, শুনানীর সুযোগ প্রদান করার পর চূড়ান্ত শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য নিরূপণসহ যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন আপীলের জন্য কোন ফিস প্রদেয় হইবে না।

১৯৪। নিষ্পন্নাধীন আপীলের দাবীকৃত শুল্ক বা আরোপিত অর্থদন্ড জমা প্রদান।- (১) কোন ব্যক্তি কাস্টমসের নিয়ন্ত্রণাধীনে নাই এমন পণ্যের ক্ষেত্রে দাবী সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে অথবা এই আইনের অধীন আরোপিত কোন অর্থদন্ডের বিরুদ্ধে আপীল করার ইচ্ছা করিলে তিনি আপীল দায়ের করার সময়ে অথবা আপীলাত কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলে আপীলটি বিবেচনার পূর্বে যে কোন পর্যায়ে দাবীকৃত শুল্কের পঞ্চাশ শতাংশ অথবা আরোপিত অর্থদন্ডের পঞ্চাশ শতাংশ যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি অর্থদন্ডের উপরি-উল্লিখিত সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ জমা প্রদানের পরিবর্তে উহার পঞ্চাশ শতাংশ জমা প্রদান করিতে এবং অবশিষ্ট অর্থ যথাযথ পরিশোধের জন্য কোন তফসিলী ব্যাংক হইতে গ্যারান্টি দাখিল করিতে পারিবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আপীলাত কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, দাবীকৃত শুল্ক অথবা আরোপিত অর্থদন্ড জমা প্রদান আপীলকারীর জন্য অযথা কষ্টের কারণ হইবে তাহা হইলে উহা বিনা শর্তে অথবা তাহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে উক্ত জমা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা হইতে আপীলকারীকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন আপীলের উপর এই সিদ্ধান্ত হয় যে উপরি-উক্ত শুল্ক অথবা অর্থদন্ডের সম্পূর্ণ অথবা উহার যে কোন অংশ আরোপযোগ্য ছিল না, তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা আপীলকারীকে উক্ত অর্থ অথবা, ক্ষেত্রমত, অংশবিশেষ ফেরত প্রদান করিবেন।

১৯৫। বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করার ক্ষমতা।- (১) বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অধীন কোন কার্যধারার নথিপত্র, উহাতে বোর্ডের অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বৈধতা অথবা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে, তলব এবং পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে বোর্ড যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোন আদেশ অথবা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ অথবা কোন অর্থদন্ড আরোপের অথবা বৃদ্ধির কোন আদেশ অথবা অনারোপিত অথবা কম আরোপিত কোন শুল্ক পরিশোধে বাধ্য করিয়া কোন আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌসুলী অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ না দিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোন কাস্টমস কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ সম্পর্কিত কার্যধারার নথিপত্র উক্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ প্রদানের দুই বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর উপধারা (১) এর অধীন তলব এবং পরীক্ষা করা যাইবে না।

১৯৬। আপীলাত ট্রাইবুনাল।- (১) সরকার যেরূপ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে সেইরূপ সংখ্যক কারিগরি সদস্য এবং বিচারিক সদস্য সমন্বয়ে এই আইনে আপীলাত ট্রাইবুনালের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালনের জন্য কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপীলাত ট্রাইবুনাল নামে একটি ট্রাইবুনাল গঠন করিবে।

(২) একজন কারিগরি সদস্য এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি বোর্ডের সদস্য পদে অথবা কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ কমিশনার পদে অথবা সমপদমর্যাদার অন্য কোন পদে কমপক্ষে দুই বৎসর চাকুরী করিয়াছেন অথবা করিতেছেন।

(৩) একজন বিচারিক সদস্য এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় জেলা ও সেশন জজ পদে কমপক্ষে দশ বৎসর অথবা যিনি বি.সি.এস (বিচার) এর সদস্য হিসাবে সিলেকশন গ্রেডের বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে তিন

বৎসর চাকুরী করিয়াছেন অথবা জেলা ও সেশন জজ আদালতের নিম্নে নহে এইরূপ আদালতে কমপক্ষে দশ বৎসর এ্যাডভোকেট ছিলেন।

(৪) সরকার আপীলাত ট্রাইবুনালের সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করিবে।

১৯৬ক।ট্রাইবুনালের নিকট আপীল।- (১) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিম্নের যে কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবে ঃ

(ক) ধারা ৮২ অথবা ধারা ৯৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ নহে কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক ন্যায়নির্ণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রদত্ত এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ ; অথবা

(খ) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা ১৯৩ অথবা ধারা ১৯৩ক এর অধীন কমিশনার (আপীল) কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ।

(গ) (২) যদি কমিশনার অব কাস্টমস মনে করেন যে কমিশনার (আপীল) কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা ১৯৩ অথবা ধারা ১৯৩ক এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বৈধ অথবা ন্যায্য নহে, তাহা হইলে তিনি যথাযথ কর্মকর্তাকে তাহার পক্ষে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীলাত ট্রাইবুনালে আপীল করার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে সেই আদেশ যে তারিখ কমিশনার অব কাস্টমস অথবা আপীলকারী অন্য পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় সেই তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে হইবে।

(৪) যে পক্ষের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে সেই পক্ষ আপীল দায়েরের নোটিশ প্রাপ্তির ৪৫ দিবসের মধ্যে, তিনি যদি সংশ্লিষ্ট আদেশ অথবা উহার কোন অংশের বিরুদ্ধে নিজেও আপীল পেশ করিয়া থাকেন তাহা সত্ত্বেও, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদন করিয়া আপীলাধীন আদেশের যে কোন অংশের বিরুদ্ধে একখানি প্রতি-আপত্তির স্মারক দাখিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত স্মারক ট্রাইবুনাল কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল হিসাবে নিষ্পত্তি করা হইবে।

(৫) আপীলাত ট্রাইবুনাল উপ-ধারা (৩) বা উপধারা (৪) এ উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কোন আপীল গ্রহণ করিতে অথবা প্রতি-আপত্তির স্মারক দাখিল করার অনুমতি দিতে পারিবে, যদি ট্রাইবুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে উক্ত সময়ের মধ্যে উহা উপস্থাপন না করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

(৬) আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট আপীল এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরম এবং পদ্ধতিতে প্রতিপাদন করিয়া দায়ের করিতে হইবে এবং উহার সাথে দাবীনামা, শুল্ক এবং সুদ অথবা অর্থদন্ড আরোপের তারিখ নির্বিশেষে নির্ধারিত তারিখে অথবা তৎপর দায়েরকৃত আপীলের ক্ষেত্রে নিম্নহারে ফিস সংযুক্ত করিতে হইবে,

(ক) আপীল সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক আরোপিত শুল্ক ও সুদ এবং দাবীকৃত অর্থদন্ডের পরিমাণ যে ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা অথবা উহার কম হয় সেই ক্ষেত্রে ফিস এর হার তিনশত টাকা;

(খ) যে ক্ষেত্রে উক্তরূপ দাবীকৃত শুল্ক ও সুদ এবং আরোপিত অর্থদন্ডের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক হয় সেই ক্ষেত্রে ফি এর হার এক হাজার দুই শত টাকাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনারের পক্ষ হইতে দায়েরকৃত আপীল অথবা প্রতি-আপত্তি স্মারকের ক্ষেত্রে কোন ফিস প্রদেয় হইবে না।

(৭) আপীলটি প্রাপ্তির তারিখ হইতে চার বৎসর সময়ের মধ্যে আপীলাত ট্রাইবুনাল আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৮) যদি উপ-ধারা (৭) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীলটি নিষ্পত্তি করা না হয়, তাহা হইলে আপীলটি মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৬খ। আপীলাত ট্রাইবুনালের আদেশ।- (১) আপীলের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া আপীলাত ট্রাইবুনাল যে সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহা বহাল রাখিয়া, পরিবর্তন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে ইহার উপর সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা যে কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশটি প্রদান করিয়াছে সেই কর্তৃপক্ষের নিকট আপীলাত কর্তৃপক্ষ যেরূপ সঙ্গত বিবেচনা করে সেইরূপ নির্দেশসহ মামলাটি প্রয়োজনমত অধিকতর সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক নূতনভাবে ন্যায়নির্ণয়ন অথবা সিদ্ধান্তের জন্য ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত কোন আদেশের নথিপত্র হইতে পরিদৃষ্ট কোন ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে আপীলাত ট্রাইবুনাল আদেশের তারিখ হইতে চার বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে উক্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে এবং কমিশনার অব কাস্টমস অথবা আপীলের অন্য পক্ষ কর্তৃক কোন ভুল ইহার নজরে আনা হইলে উক্তরূপ সংশোধন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুল্ক বৃদ্ধি করিতে অথবা প্রত্যর্পণ হ্রাস করিতে অথবা অন্য পক্ষের দায় বৃদ্ধি করিতে পারে এইরূপ কোন সংশোধনী উহার উক্তরূপ সংশোধনীর ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া তাহাকে নোটিশ প্রদান এবং ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ না দিয়া আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদান করা যাইবে না ।

(৩) আপীলাত ট্রাইবুনাল এই ধারায় প্রদত্ত প্রত্যেক আদেশের কপি কমিশনার অব কাস্টমস এবং আপীলের অন্য পক্ষকে প্রেরণ করিবে।

(৪) ধারা ১৯৬ঘ এ যেইরূপ অন্যভাবে বিধৃত রহিয়াছে তাহা ব্যতীত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৬গ। আপীলাত ট্রাইবুনালের পদ্ধতি।- (১) আপীলাত ট্রাইবুনালের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ইহার সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সমূহ কর্তৃক প্রয়োগ এবং পালন করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এবং উপ-ধারা (৪) এর বিধান সাপেক্ষে একটি বেঞ্চ একজন কারিগরি এবং একজন বিচারিকসদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে শুল্কের হার অথবা শুল্কায়নের জন্য পণ্যের মূল্য বিষয়ক কোন প্রশ্নের নিষ্পত্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরূদ্ধে কোন আপীলের শুনানী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ বেঞ্চে গৃহীত হইবে এবং এইরূপ বেঞ্চের সদস্য সংখ্যা দুইজনের কম হইবে না, যাহার মধ্যে কমপক্ষে একজন কারিগরি সদস্য এবং একজন বিচারিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(৪) আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট অথবা তৎকর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন সদস্য এককভাবে বসিয়া তিনি যে বেঞ্চের সদস্য সেই বেঞ্চে বরাদ্দকৃত সেইরূপ কোন মামলা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন যাহাতে-

(ক) ১৮১(১) ধারায় পণ্যের মালিককে বিমোচন জরিমানা প্রদানের সুযোগ ব্যতীত বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের মূল্য; অথবা

(খ) শুল্ক হার নির্ধারণ অথবা শুল্কায়নের জন্য মূল্য নিরূপণের সাথে জড়িত কোন প্রশ্ন ব্যতীত অন্য কোন বিরোধযুক্ত মামলা যেই ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় অথবা বিচার্য বিষয়ের প্রসঙ্গ হয় সেই ক্ষেত্রে জড়িত শুল্কের পার্থক্য অথবা জড়িত শুল্ক ; অথবা

(গ) জড়িত জরিমানা অথবা অর্থদন্ডের পরিমাণএক লক্ষ টাকার অধিক না হয়।

(৫) কোন বিষয়ে কোন বেঞ্চের সদস্যগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে, বিষয়টি সম্পর্কে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু যদি সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হন, তাহা হইলে তাহারা মতপার্থক্যের বিষয় অথবাবিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন, যিনি বিষয়টি স্বয়ং শুনিবেন অথবা ট্রাইবুনালের অন্যান্য এক অথবা একাধিক সদস্যের শুনানীর জন্য প্রেরণ করিবেন; এবং উক্ত বিষয় অথবা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের যে সকল সদস্য প্রথমদিকে এবং পরবর্তীতে মামলার শুনানী গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিমত অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

(৬) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে ক্ষমতার প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, বেঞ্চ সমূহের বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট করার বিষয়সহ, আপীলাত ট্রাইবুনালের নিজস্ব এবং বেঞ্চসমূহের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা ট্রাইবুনলের থাকিবে।

(৭) দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) তে আদালতের উপর অর্পিত নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ সম্পর্কিত মামলার বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ক্ষমতা রহিয়াছে আপীলাত ট্রাইবুনালের সেই একই ক্ষমতা থাকিবে, যথা ঃ

(ক) উদঘাটন এবং পরিদর্শন ;

(খ) কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাহাকে শপথ বাক্য পাঠ করাইয়া পরীক্ষা করা ;

(গ) হিসাব বহি এবং অন্যান্য দলিলপত্র পেশে বাধ্য করা ; এবং

(ঘ) কমিশন জারী করা।

(৮) আপীলাত ট্রাইবুনালের কোন কার্যধারা দন্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর সংজ্ঞার অধীন এবং ১৯৬ ধারার উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগীয় কার্যধারা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং আপীলাত ট্রাইবুনাল ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৫ এবং ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানী আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯৬ঘ। হাইকোর্ট বিভাগে আপীল।- ধারা ১৯৬-খ এর অধীন কোন আদেশের নোটিশ জারীর তারিখ হইতে নব্বই দিবসের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা অন্য পক্ষ উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনপত্রের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৯৬চ। অন্যূন দুইজন বিচারক কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগে শুনানী গ্রহণ।- (১) যে ক্ষেত্রে ধারা ১৯৬ঘ এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে উহার শুনানী হাইকোর্ট বিভাগের অন্যূন দুইজন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে গ্রহণ করা হইবে এবং এইরূপ বিচারকদের অথবা তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের, যদি থাকে, অভিমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

(২) যদি কোন সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকে, তাহা হইলে বিচারকগণ আইনের যে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে তাহা বিবৃত করিবেন। অতঃপর মামলাটি হাইকোর্ট বিভাগের এক অথবা একাধিক অন্য বিচারক কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর শুনানী গ্রহণ করা হইবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে প্রথম শুনানী গ্রহণকারী বিচারকগণ সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকগণের অভিমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

১৯৬ছ। আপীলের উপর হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ড়।- (১) যে ক্ষেত্রে ধারা ১৯৬ঘ এর অধীন আপীল দায়ের করা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ উহাতে উত্থাপিত বক্তব্যসমূহের এবং উহার সাথে যেমন প্রয়োজনীয় গণ্য হয় তেমন আনুসাঙ্গিক অন্যান্য বক্তব্যসমূহের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহার উপর বিচারাদেশ প্রদান করিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ ইহার বিচারাদেশে আপীলের কোন পক্ষের উপর কোন ব্যয়ের ব্যাপারে রায় প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত বিচারাদেশের একটি কপি উক্ত বিভাগের কোন কর্মকর্তার সীল এবং স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া আপীলাত ট্রাইবুনালে প্রেরণ করা হইবে।

১৯৬জ। প্রেরণ সত্ত্বেও পাওনা অর্থ আদায়, ইত্যাদি।- হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ সত্ত্বেও ধারা ১৯৬খ উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত আদেশের ফলে সরকারী পাওনা অর্থ উক্তরূপ আদেশ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

১৯৬ঝ। কপির জন্য গৃহীত সময় হিসাব বহির্ভূত।- আপীল অথবা আবেদনের জন্য এই অধ্যায়ে নির্ধারিত সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে যে দিন আদেশের নোটিশ জারী করা হয় এবং যদি আপীলকারী অথবা আবেদনকারী পক্ষকে আদেশের নোটিশ জারী করার সময়ে আদেশের কপি সরবরাহ না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত আদেশের কপি সংগ্রহ করিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় সেই সময় গণনা বহির্ভূত থাকিবে।

১৯৬ঞ। কতিপয় অনিষ্পন্ন কার্যধারার স্থানান্তর এবং ক্রান্তিকালীন বিধান।- (১) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা **১৯৩** এর অধীন বোর্ডের নিকট কোন আপীল অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত তারিখে আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট স্থানান্তরিত হইবে এবং ট্রাইবুনাল উক্ত আপীল অথবা বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীলকারী উক্তরূপ আপীল অথবা বিষয়ের অধিকতর বিচার কার্যধারা শুরু করার পূর্বে পুনরায় শুনানীর দাবী করিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান ধারা **১৯৬** এর অধীন সরকারের নিকট কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে এবং উক্তরূপ কোন কার্যধারা হইতে উদ্ভূত অথবা তৎসম্পর্কিত কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা উক্ত তারিখে আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট স্থানান্তরিত হইবে এবং আপীলাত ট্রাইবুনাল উক্ত কার্যধারা অথবা বিষয় ইহার নিকট দায়েরকৃত আপীল হিসাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্তরূপ কার্যধারা অথবা বিষয় এমন কোন আদেশ সম্পর্কিত হয় যাহাতে-

(ক) **১৮১**(১) ধারায় পণ্যের মালিককে বিমোচন জরিমানা প্রদানের সুযোগ ব্যতীত বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের মূল্য; অথবা

(খ) শুল্কহার নির্ধারিত অথবা শুল্কায়নের জন্য মূল্য নিরূপণের সাথে জড়িত কোন প্রশ্ন ব্যতীত অন্যরূপ বিরোধসম্পন্ন মামলা যদি বিচার্য বিষয় অথবা বিচার্য বিষয়ের প্রসঙ্গ হয় তাহা হইলে জড়িত শুল্কের পার্থক্য অথবা জড়িত শুল্ক ; অথবা

(গ) উক্ত আদেশের নির্ধারিত জরিমানা অথবা অর্থদন্ডের পরিমাণ দশ হাজার টাকার অধিক না হয়,

তাহা হইলে উক্ত কার্যধারা অথবা বিষয়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে, যেন উল্লেখিত ধারা **১৯৬** প্রতিস্থাপিত হয় নাই ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী অথবা অন্যপক্ষ আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট উক্ত কার্যধারা অথবা বিষয়ে পুনরায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পুনরায় শুনানীর দাবী করিতে পারিবেন।

(৩) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে ধারা **১৯৩ক** এর অধীন সরকারের নিকট অথবা ধারা **১৯৬খ** এর অধীন সরকারের নিকট কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে অথবা উক্ত কার্যধারা হইতে উদ্ভূত অথবা তৎসম্পর্কিত কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহার উপর বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে, যেন উল্লিখিত ধারাসমূহ প্রতিস্থাপিত হয় নাই।

(৪) নির্ধারিত তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কোন ব্যক্তি উপধারা (১) অথবা উপধারা (২) এর অধীন স্থানান্তরিত আপীল অথবা কার্যধারা উপলক্ষে উপস্থিতির জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, ধারা **১৯৬ট** এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট তিনি উক্ত আপীল অথবা কার্যধারা উপলক্ষে উপস্থিত হওয়ার অধিকারী হইবেন।

১৯৬ট। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিতি ।- (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের অধীন ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওয়া ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তি এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন কোন কার্যধারা উপলক্ষে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, আপীলাত কর্তৃপক্ষ, বোর্ড অথবা সরকারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অধিকারী অথবা উপস্থিত হইতে বাধ্য হন তখন তিনি উক্ত কার্যধারা উপলক্ষে এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মাধ্যমে, যিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির কোন আত্মীয় অথবা তাহার দ্বারা নিয়মিতভাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অথবা কোন আদালতে ওকালতি করার অধিকারী কোন এ্যাডভোকেট এর মাধ্যমে অথবা এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালায় সংজ্ঞায়িত এবং লাইসেন্সকৃত কোন কাস্টমস পরামর্শকের মাধ্যমে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

(২) সরকারী চাকুরী হইতে বরখাস্তকৃত কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন না; এবং যদি কোন এ্যাডভোকেট অথবা কাস্টমস পরামর্শক, তিনি যে পেশার অংশ সেই পেশার সদস্যদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কাস্টমস কার্যধারা সংশ্লিষ্ট অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা যদি অন্য কোন ব্যক্তি কমিশনার অব কাস্টমস কর্তৃক উক্ত অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে কমিশনার অব কাস্টমস এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবেন যে তখন হইতে তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করার অযোগ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন ব্যক্তি সম্পর্কে উক্ত নির্দেশ জারী করা যাইবে না;

(খ) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত নির্দেশ জারী করা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে নির্দেশটি বাতিল করার জন্য বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাস পর্যন্ত অথবা আপীল দায়ের করা হইলে উহা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ কোন নির্দেশ কার্যকর হইবে না।

১৯৬ঠ। সরকারের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব এবং পরীক্ষা করার ক্ষমতা।- সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অথবা বিধির অধীন কোন আদেশ সংক্রান্ত কার্যধারার নথিপত্র, আদেশ প্রদানের এক বৎসরের মধ্যে উক্ত আদেশের বৈধতা অথবা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ পরীক্ষান্তে কোন দৃশ্যত প্রতীয়মান

কোন ভুল অথবা অশুদ্ধতা সংশোধন করিয়া তৎসম্পর্কে উহা যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য বাজেয়াপ্তকরণের কোন আদেশ, অথবা বাজেয়াপ্তকরণের পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ, অথবা কোন অর্থদন্ড আরোপের কোন আদেশ অথবা অধিকতর পরিমাণ শুল্ক পরিশোধের কোন আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে অথবা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌঁসুলী অথবা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ না দিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

১৯৬ড। আদালতের এখতিয়ার বারিত।- কোন কাস্টমস্ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত অথবা আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক কমিশনার (আপীল) অথবা, ক্ষেত্রমত, আপীলাত ট্রাইবুনালের নিকট আপীল না করিয়া এবং উহার উপর কমিশনার (আপীল) অথবা আপীলাত ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ প্রাপ্ত না হইয়া দেওয়ানী আদালতে কোন আপীল দায়ের করা যাইবে না।

১৯৬ঢ । সংজ্ঞা।- এই অধ্যায়ে,-

(ক) "নির্ধারিত তারিখ" অর্থ ১লা অক্টোবর, ১৯৯৫;

(খ) "প্রেসিডেন্ট" অর্থ আপীলাত ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট।

বিংশ অধ্যায়

বিবিধ

১৯৭। যানবাহন এবং পণ্যের উপর কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথোপযুক্ত কর্মকর্তার কোন কাস্টমস-এলাকার মধ্যে সকল যানবাহন এবং পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

১৯৮। মোড়ক খোলার এবং পণ্য পরীক্ষা, ওজন অথবা পরিমাপ করার ক্ষমতা।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা আমদানি অথবা রপ্তানির জন্য কাস্টমস-স্টেশনে আনয়ন করা কোন পণ্যের যে কোন মোড়ক অথবা কন্টেইনার খুলিতে এবং যে কোন পণ্য পরীক্ষা, ওজন অথবা পরিমাপ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যে যানবাহনে পণ্য আমদানি করা হইয়াছে অথবা রপ্তানি করা হইবে উহা হইতে উক্ত পণ্য নামাইতে পারিবেন।

(২) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাস্টমসের নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত পণ্যের মালিক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিকে বিল অব এন্ট্রি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিল অব এক্সপোর্ট উপস্থাপনের অথবা প্রেরণের পূর্বে উক্ত পণ্য পরিদর্শন করার অনুমতি দেওয়া যাইবে।

১৯৯। পণ্যের নমুনা গ্রহণের ক্ষমতা।- (১) যথোপযুক্ত কর্মকর্তা কোন পণ্য এন্ট্রি অথবা খালাস পর্যায়ে অথবা উহা কোন কাস্টমস-এলাকার মধ্য দিয়া অতিক্রম করার সময়ে উক্ত পণ্য পরীক্ষা বা রসায়নিক পরীক্ষা করার জন্য অথবা উহার মূল্য নিরূপণের জন্য অথবা অন্য কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে উহার মালিক অথবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উক্ত পণ্যের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) যে উদ্দেশ্যে নমুনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত নমুনা, যদি সম্ভবপর হয়, মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে, কিন্তু নমুনা ফেরত গ্রহণের জন্য মালিককে লিখিতভাবে জানানোর তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে তিনি উহা ফেরত নিতে ব্যর্থ হইলে কমিশনার অব কাস্টমস যেরূপ নির্দেশ করেন সেইরূপ প্রক্রিয়ায় উহার বিলিব্যবস্থা করা যাইবে।

(৩) যে পণ্যের মধ্যে ঔষধ সামগ্রী অথবা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার্য জিনিষপত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং যাহার নমুনা গ্রহণের ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকিতে পারে, যথোপযুক্ত কর্মকর্তা অনুরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত আদেশে নির্দেশিত সরকারী কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ এবং পরীক্ষার জন্য উহার নমুনাও গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাস্টমসের নিম্নে নহেন এইরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিতব্য পণ্যের মালিক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বিল অব এন্ট্রি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিল অব এক্সপোর্ট উপস্থাপন অথবা প্রেরণ করার পূর্বে নমুনা উত্তোলন করিতে পারিবেন।

২০০। মালিককে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সকল ব্যয় বহন করিতে হইবে।- কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা পরীক্ষার আনুষঙ্গিক কার্যক্রম, যাহার মধ্যে কোন তদন্ত, বৈজ্ঞানিক অথবা রসায়নিক পরীক্ষা অথবা ড্রাফট সার্ভে অন্তর্ভুক্ত, পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোন পণ্য অথবা উহার কন্টেইনার খোলা, আন-প্যাক করা, বাদ দেওয়া, পরিমাপ করা, রি-প্যাকিং করা, স্তুপ করা, বাছাই করা, বাহির করা, মার্কিং করা, নাম্বারিং করা, উঠানো, নামানো, পরিবহন করা অথবা বোঝাই করার কাজ অথবা উহার অপসারণ অথবা ওয়্যারহাউসিং এর জন্য এবং উক্তরূপ পরীক্ষা, তদন্ত, রসায়নিক পরীক্ষা অথবা সার্ভে করার জন্য প্রয়োজনীয় কোন সুবিধা অথবা সহায়তা প্রদান পণ্যের মালিক কর্তৃক এবং তাহার নিজ খরচে সম্পন্ন করিতে হইবে।

২০১। পণ্য বিক্রয়ের পদ্ধতি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন।- যেই ক্ষেত্রে বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য ব্যতীত অন্য কোন পণ্য এই আইনের অধীনে বিক্রয় করিতে হইবে সেই ক্ষেত্রে উহা মালিককে যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া প্রকাশ্য নিলামে অথবা টেন্ডারের মাধ্যমে অথবা ব্যক্তিগত প্রস্তাবের মাধ্যমে অথবা মালিকের লিখিত সম্মতিক্রমে অন্য কোন পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হইবে।

(২) বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে উহাদের ক্রম অনুসারে বিলিবন্টন করা হইবে ঃ

(ক) প্রথমত, বিক্রয়ের ব্যয় সমূহ পরিশোধ করিতে;

(খ) অতঃপর, পণ্যের উপর প্রদেয় ফ্রেইট অথবা অন্যান্য চার্জসমূহ, যদি থাকে, পরিশোধ করিতে, যদি পণ্যের হেফাজতকারী ব্যক্তির নিকট উক্ত চার্জ সমূহ সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করা হইয়া থাকে;

(গ) অতঃপর, উক্ত পণ্যের উপর সরকারকে প্রদেয় কাস্টমস-শুল্ক, অন্যান্য কর এবং পাওনা পরিশোধ করিতে;

(ঘ) অতঃপর, উক্ত পণ্য হেফাজতে রক্ষাকারী ব্যক্তির পাওনা চার্জসমূহ পরিশোধ করিতে।

(৩) অবশিষ্ট, যদি থাকে, পণ্যের মালিককে প্রদান করা হইবে, তবে এই শর্তে যে, পণ্য বিক্রয়ের ছয় মাসের মধ্যে তিনি উহার জন্য আবেদন করিবেন অথবা উক্তরূপ না করার জন্য পর্যাপ্ত কারণ দর্শাইবেন।

২০২। সরকারী পাওনা আদায়।- (১) যখন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন শুল্ক অথবা রেগুলেটরী শুল্ক এই আইনের অধীন সরকারকে প্রদেয় হয় অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অর্থদন্ড আরোপিত হয় অথবা কোন ব্যক্তির উপর শুল্ক, রেগুলেটরী শুল্ক, অর্থদন্ড হিসাবে প্রদেয় অপরিশোধিত কোন অর্থ অথবা এই আইন, অথবা বিধিমালা অথবা আদেশের অধীন সম্পাদিত কোন বন্ড, সিকিউরিটি, গ্যারান্টি অথবা অন্য কোন ইন্সট্রুমেন্টের অধীন প্রদেয় কোন অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধের আহ্বান

জানাইয়া কোন দাবীনামা জারী করা হয় এবং উক্ত শুল্ক, রেগুলেটরী শুল্ক, অর্থদন্ড অথবা অন্যান্য পাওনা উহা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত অথবা নির্দেশিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় তখন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যে কোন সময়ে-

(ক) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, উক্ত কর্মকর্তা অথবা সরকারের কর্তৃত্বাধীন অথবা নিষ্পন্নাধীন অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিতে পারে উক্ত ব্যক্তির এইরূপ প্রাপ্য অথবা পাওনা অর্থ কর্তন করিতে পারিবেন অথবা কর্তন করিতে অন্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তাকে বাধ্য করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ অথবা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন পণ্য সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, অন্য কোন কাস্টমস-স্টেশন অথবা বন্ডেড ওয়্যারহাউসে কাস্টমসের নিয়ন্ত্রণ হইতে খালাস বন্ধ করিতে পারিবেন;

(গ) যে ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত শুল্ক, রেগুলেটরী শুল্ক অথবা অর্থদন্ড অথবা অন্য কোন অর্থ-আদায়যোগ্য অথবা পাওনা হয় তাহার নিকট অন্য কোন ব্যক্তির কোন অর্থ পাওনা থাকিলে শেষোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া উহা হইতে নোটিশে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ অথবা উহা আদায়যোগ্য অথবা পাওনা অর্থের পরিমাণ হইতে কম হইলে উক্তরূপ অর্থের সম্পূর্ণ পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তার নিকট পরিশোধের জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন ;

(ঘ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন এক্সাইজ শুল্কযোগ্য অথবা মূল্য সংযোজন করযোগ্য পণ্য অথবা পণ্য প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত কোন স্থাপনা, যন্ত্রপাতি এবং সাজসজ্জা অথবা ফ্যাক্টরী অথবা বন্ডেড ওয়্যারহাউসে রক্ষিত অন্য কোন পণ্য ক্রোক এবং বিক্রয়পূর্বক আদায় করিতে যথাযথ এক্সাইজ কর্মকর্তা এবং মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন ;

(ঙ) উক্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোন পণ্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে উহা আটক এবং বিক্রয় করিয়া উক্ত অর্থ আদায় করিতে অথবা অন্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তাকে আদায়ের ব্যবস্থা করার জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন;

(চ) যে ব্যক্তির নিকট উক্ত শুল্ক অথবা রেগুলেটরী শুল্ক অথবা অর্থদন্ড অথবা অন্য কোন অর্থ আদায়যোগ্য অথবা পাওনা হয় কোন তফসিলী ব্যাংককে সেখানে তাহার অর্থ জমা রহিয়াছে এইরূপ একাউন্ট নোটিশ প্রাপ্তির পর অবরুদ্ধ করিতে অথবা উহা অপরিচালনাযোগ্য করিতে লিখিত নোটিশ দিতে পারিবেন।

(২) যদি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আদায় করা না যায় তাহা হইলে যথোপযুক্ত কর্মকর্তা ঐ ব্যক্তির নিকট আদায়যোগ্য পাওনা অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া নিজ স্বাক্ষরে একটি সার্টিফিকেট প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উহা উক্ত ব্যক্তি যে এলাকায় বসবাস করেন অথবা যে এলাকায় তিনি কোন সম্পত্তির মালিক হন অথবা কোন ব্যবসা পরিচালনা করেন সেই এলাকার ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিযুক্ত সার্টিফিকেট অফিসারের নিকট

পাঠাইতে পারিবেন এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর উক্ত কালেক্টর অথবা সার্টিফিকেট অফিসার সার্টিফিকেটে উল্লেখিত অর্থ সরকারী দাবীনামা অথবা বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত সার্টিফিকেটে উল্লেখিত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারী এ্যাক্ট, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৩ নং আইন) এর অধীন সার্টিফিকেট অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য এক অথবা একাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং যখন এইভাবে একাধিক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় তখন সরকার তাহাদের এলাকাভিত্তিক অথবা অন্য প্রকার অধিক্ষেত্র নির্ধারণও করিতে পারিবে।

২০২ক। সরকারী পাওনা অবলোপনের ক্ষমতা।- যে ক্ষেত্রে এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত বিধিমালার অধীন কোন শুল্ক অথবা অন্য কোন অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের নিকট পরিশোধযোগ্য হয় অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অর্থদন্ড আরোপ করা হয় এবং উক্ত শুল্ক, অর্থদন্ড অথবা অন্যান্য অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হয় এবং উক্ত ব্যক্তির দেওলিয়াত্বের অথবা নিখোঁজ হওয়ার অথবা অন্য কোন কারণে উক্ত শুল্ক, অর্থদন্ড অথবা অন্যান্য অর্থ ধারা ২০২ এ ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে তাহার নিকট হইতে আদায় করা যায় নাই অথবা আদায়যোগ্য নয় সেই ক্ষেত্রে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত শুল্ক, অর্থদন্ড অথবা অন্যান্য অর্থ সরকার যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করে সেইরূপ সমুদয় অথবা আংশিক অবলোপন করিতে পারিবে।

২০৩। হোয়ার্ফেজ অথবা স্টোরেজ ফী ।- কমিশনার অব কাস্টমস, সময়ে সময়ে, মেয়াদ নির্ধারণ করিতে পারিবেন, যাহা উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন কাস্টম-হাউস, কাস্টমস-এলাকা, জেটি অথবা অন্য কোন অনুমোদিত অবতরণ স্থান অথবা কাস্টম-হাউস অঙ্গনের কোন অংশে রাখিয়া যাওয়া অথবা আটক রাখা পণ্য ফী পরিশোধের আওতাধীন হইবে, এবং তিনি উক্ত ফী এর পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

২০৪। কাস্টমস দলিলপত্রের সার্টিফিকেট এবং ডুপ্লিকেট সরবরাহ।- সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন কাস্টমস কর্মকর্তা যদি সন্তুষ্ট হন যে আবেদনকারী কোন প্রতারণা করেন নাই অথবা তাহার প্রতারণা করার কোন অভিপ্রায় নাই, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে এবং বোর্ড এতদুদ্দেশ্যে যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফী পরিশোধ করিলে উক্ত কর্মকর্তার ঐচ্ছিক বিবেচনায় তাহাকে কোন সার্টিফিকেট, মেনিফেস্ট, বিল অথবা অন্য কোন কাস্টমস দলিলপত্রের সার্টিফিকেট অথবা অনুলিপি সরবরাহ করা যাইবে।

২০৪ক।কাস্টমস আইন, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ।- কোন আগ্রহী ব্যক্তির আবেদনক্রমে বোর্ড তাহাকে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফী পরিশোধের পর, এই আইনের অধীন

সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য জারীকৃত বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ, সার্কুলারসমূহ, আদেশাবলী এবং অন্যান্য আইনী দলিলপত্রসহ হালনাগাদ কাস্টমস আইন সমূহ সম্পর্কিত তথ্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ সরবরাহ করিতে পারিবে।

২০৫। দলিলপত্রের সংশোধন।- ধারা ২৯, ধারা ৪৫, ধারা ৫৩ এবং ধারা ৮৮ এ ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পদমর্যাদায় সহকারী কমিশনার অব কাস্টমসের নিম্নে নহেন এমন কোন কাস্টমস কর্মকর্তা তাহার ঐচ্ছিক বিবেচনায় কোন দলিলপত্র কাস্টম-হাউসে উপস্থাপন করার পর বোর্ড এতদুদ্দেশ্যেযেইরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ ফী পরিশোধ করা হইলে উহা সংশোধন করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২০৬। করণিক ভুল, ইত্যাদির সংশোধন।- সরকার, বোর্ড অথবা কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত অথবা আদেশে কোন করণিক অথবা গাণিতিক ভুল অথবা উহাতে দুর্ঘটনাজনিত অসাবধানতা অথবা বিচ্যুতি হইতে উদ্ভুত ভুল থাকিলে সরকার, বোর্ড অথবা উক্ত কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহার স্থলাভিষিক্ত উত্তরসূরী যে কোন সময়ে উক্ত ভুল সংশোধন করিতে পারিবেন।

২০৭। কাস্টম-হাউস এজেন্টগণকে লাইসেন্সকৃত হইতে হইবে।- কোন ব্যক্তি কোন কাস্টমস-স্টেশনে কোন যানবাহনের প্রবেশ অথাব সেখান হইতে উহার প্রস্থান অথবা কোন পণ্য আমদানি অথবা রপ্তানি অথবা ব্যাগেজ সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এজেন্ট হিসাবে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না, যদি না উক্ত ব্যক্তি বিধিমালা অনুসারে এতদসম্পর্কে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী হন।

২০৮। প্রয়োজন হইলে এজেন্টকে কর্তৃত্ব দাখিল করিতে হইবে।- (১) যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন কাস্টমস কর্মকর্তার সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের অনুমতির জন্য উক্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করেন তখন তিনি আবেদনকারীকে যে ব্যক্তির পক্ষে কার্য সম্পাদন করা হইবে তাহার নিকট হইতে লিখিত কর্তৃত্ব দাখিল করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন, এবং উক্ত কর্তৃত্ব দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে এইরূপ অনুমতি প্রদানে অসম্মত হইতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি অথবা বাণিজ্যিক ফার্মের করণিক, কর্মচারী অথবা এজেন্ট উক্ত ব্যক্তি অথবা ফার্মের পক্ষে কাস্টম-হাউসে কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি অথবা ফার্মের কোন সদস্য এইরূপ করণিক, কর্মচারী অথবা এজেন্টকে উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যথোপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট শনাক্ত না করিলে এবং এইরূপ করণিক, কর্মচারী অথবা এজেন্টকে উক্ত ব্যক্তি অথবা ফার্মের পক্ষে উক্ত কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া লিখিত এবং যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত লিখিত কর্তৃত্ব উপরি-উক্ত কর্মকর্তার নিকট জমা প্রদান না করিলে তিনি এইরূপ করণিক, কর্মচারী অথবা এজেন্টকে আমলে নিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

২০৯। প্রিন্সিপাল এবং এজেন্টের দায়।- ধারা ২০৭ এবং ধারা ২০৮ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে এই আইনের অধীন কোন পণ্যের মালিক কোন কিছু করিতে বাধ্য অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে মালিক হইতে এতদুদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে অথবা নিহিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক উহা করা যাইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন পণ্যের মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারককে কোন কিছু করিতে এই আইন বাধ্য করে সেই ক্ষেত্রে এইরূপ কোন কিছু যদি পণ্যের মালিকের, আমদানিকারকের অথবা রপ্তানিকারকের এজেন্ট, করণিক অথবা কর্মচারী কর্তৃক করা হয়, তাহা হইলে পরিপন্থি কিছু প্রমাণিত না হইলে, উহা উক্ত মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানীকারকের জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিক্রমে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যাহাতে এই আইনের অধীন কোন কার্যধারায় পণ্যের মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকও দায়ী হইবেন, যেন উহা তিনি নিজেই করিয়াছেন।

(৩) যখন কোন ব্যক্তি কোন পণ্যের মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক কর্তৃক উক্ত পণ্য সম্পর্কে এই আইনের অধীন সকল অথবা কোন একটি উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্পষ্টভাবে অথবা নিহিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তখন মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারকের দায় ক্ষুন্ন না করিয়া, সেই ব্যক্তি উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণের জন্য উক্ত পণ্যের মালিক, আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক হিসাবে গণ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে এজেন্টের ইচ্ছাকৃত কার্য, অবহেলা অথবা ত্রুটির কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন শুল্ক অনারোপিত থাকে, কম আরোপিত হয় অথবা ভুলক্রমে ফেরত প্রদত্ত হয় সেই ক্ষেত্রে এজেন্টের নিকট হইতে উক্ত শুল্ক আদায় করা হইবে না।

২১০। যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টের দায়।- (১) এই আইনের অধীন কোন যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন কিছু করিতে বাধ্য হইলে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে উহা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্পষ্ট অথবা নিহিত সম্মতিক্রমে এবং যথোপযুক্ত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে তাহার এজেন্ট কর্তৃক করা যাইবে।

(২) যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক নিযুক্ত কোন এজেন্ট, এবং কোন কাস্টমস কর্মকর্তার নিকট উক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর এজেন্ট হিসাবে পরিচয়দানকারী এবং উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সেইভাবে গৃহীত কোন ব্যক্তি এই আইনের অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের দ্বারা অথবা অধীন উক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর যে সকল বিষয়ের প্রশ্নে দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে তাহা এবং সেইরূপ বিষয় হইতে উদ্ভুত অর্থদন্ড সমূহ (বাজেয়াপ্তিসহ) পরিপূরণ করিতে দায়ী থাকিবেন।

২১১। ব্যবসায়ের নথিপত্রের সংরক্ষণ।- (১) প্রত্যেক লাইসেন্সধারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অথবা তাহাদের এজেন্ট বোর্ড যেভাবে নির্ধারিত করে সেইভাবে নথিপত্র তিন বৎসর মেয়াদের জন্য সংরক্ষণ করিবেন অথবা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি কোন কাস্টমস কর্মকর্তা যেভাবে এবং যখন করিতে বলেন সেইভাবে এবং তখন অবশ্যই -

(ক) নথিপত্র এবং হিসাবপত্র কাস্টমসের নিকট প্রাপণীয় করিবেন ;

(খ) নথিপত্র এবং হিসাবপত্রের অনুলিপি প্রয়োজনমত সরবরাহ করিবেন ; এবং

(গ) এই আইনের অধীন উদ্ভূত কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত যে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইলেকট্রনিক অথবা অন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য লিপিবদ্ধ অথবা সংরক্ষণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক অথবা তাহাদের এজেন্ট কোন কাস্টমস কর্মকর্তার অনুরোধক্রমে উপ-ধারা (২) এর আবশ্যকতা পূরণকল্পে যন্ত্রটি পরিচালনা করিবেন অথবা করার ব্যবস্থা করিবেন।

৪) উপ-ধারা (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারা ২৫ক এর অধীন নিয়োগকৃত অডিট এজেন্সী এবং উক্ত এজেন্সীর কোন কর্মচারী কাস্টমস কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হইবেন।

১১২। স্বর্ণ, ইত্যাদির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বাংলাদেশ সীমান্ত অথবা উপকূল-রেখা হইতে পনের মাইলের মধ্যে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা মহামূল্যবান পাথরের ব্যবসা অথবা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা মহামূল্যবান পাথরের তৈরী অলংকারের ব্যবসা অথবা উহাদের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

২১৩। কতিপয় দলিলপত্রের উপর অর্থ আদায়।- যদি কোন ব্যক্তি কাস্টমসের উদ্দেশ্য পূরণের ইনভয়েস হিসাবে ব্যবহৃত অথবা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে কোন ইনভয়েস অথবা কাগজপত্র জ্ঞাতসারে প্রস্তুত করেন অথবা বাংলাদেশে আনয়ন করেন অথবা উহা প্রস্তুত অথবা আনয়ন করার ব্যবস্থা অথবা কর্তৃত্ব প্রদান করেন অথবা উহার সাথে অন্যভাবে জড়িত থাকেন, যাহাতে কোন পণ্য উহার জন্য প্রকৃত পরিশোধিত অথবা পরিশোধযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী অথবা কম মূল্যে এন্ট্রি অথবা চার্জ করা হয় অথবা যাহাতে পণ্য অসত্যভাবে বর্ণিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার প্রতিনিধি অথবা স্বত্বনিয়োগী কর্তৃক উক্ত পণ্যের মূল্য বাবদ অথবা উহার কোন অংশ বাবদ কোন অংকের অর্থ আদায়যোগ্য হইবে না, এবং উক্ত পণ্যের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মূল্যের জন্য প্রস্তুত, প্রদত্ত অথবা সম্পাদিত কোন বিল অব এক্সচেঞ্জ, নোট অথবা অন্য জামানতের উপরেও কোন অংকের অর্থ আদায়যোগ্য হইবে না, যদি না উক্ত বিল অব এক্সচেঞ্জ, নোট অথবা অন্য জামানত নোটিশ ব্যতীত বিবেচনার জন্য উহার প্রকৃত মালিকের আয়ত্বে থাকে।

২১৪। কতিপয় ক্ষেত্রে শুল্ক মওকুফ এবং মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান।- যে ক্ষেত্রে কোন পণ্যের মালিকের অভিযোগক্রমে ওয়্যারহাউস হইতে শুল্ক পরিশোধ ব্যতীত উক্ত পণ্য অপসারণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা দন্ডিত হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের উপর সম্পূর্ণ শুল্ক মওকুফ করা হইবে, এবং কমিশনার অব কাস্টমস উক্ত অপরাধের দ্বারা মালিকের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বিধিমালা অনুযায়ী উহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

২১৫। আদেশ, সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি জারী।- এই আইনের অধীন কোন আদেশ অথবা সিদ্ধান্ত অথবা কোন সমন অথবা নোটিশ জারী করা হইবে -

(ক) আদেশ, সিদ্ধান্ত, সমন অথবা নোটিশটি যাহার জন্য অভিপ্রেত তাহাকে অথবা তাহার এজেন্টকে প্রদান করিয়া অথবা উহা তাহার অথবা তাহার এজেন্টের নিকট প্রাপ্তি স্বীকার সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া, অথবা

(খ) যদি আদেশ, সিদ্ধান্ত, সমন অথবা নোটিশটি দফা (ক) এ ব্যবস্থিত কোন পদ্ধতিতে জারী করা না যায়, তাহা হইলে উহা কাস্টম-হাউসের নোটিশ বোর্ডে আঁটিয়া দিয়া।

২১৫ক। তথ্য এবং সিদ্ধান্তের অনুলিপি সরবরাহ।- (১) এই আইনের অধীন কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে সরাসরি আগ্রহী কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফী পরিশোধ সাপেক্ষে, আবেদনের পনের দিবসের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি, উহা যে সত্যায়িত অনুলিপি তাহার প্রত্যয়নপত্রসহ, তাহাকে সরবরাহ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সত্যায়িত অনুলিপির কোন অনুলিপি অথবা অন্য অনুলিপি অথবা উহার পুনরুৎপাদন কোন আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অথবা গ্রহণ না করার ব্যাপারে সরাসরি আগ্রহী কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে উক্ত আবেদনের ৬০ দিবস সময়ের মধ্যে কমিশনার অব কাস্টমস উহা গ্রহণ করার অথবা গ্রহণ না করার কারণসমূহ ঐ ব্যক্তিকে লিখিতভাবে জানাইবেন।

২১৬। অবহেলা অথবা ইচ্ছাকৃত কার্যের প্রমাণ ব্যতীত ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।- কোন কাস্টম-হাউস, কাস্টমস-এলাকা, জেটি অথবা অবতরণ স্থানে সংরক্ষিত অথবা বৈধভাবে আটক কোন পণ্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকাকালে উহার কোন ক্ষতি অথবা অনিষ্ট হইলে উক্ত পণ্যের মালিক কোন কাস্টমস কর্মকর্তা হইতে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন না, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে উক্ত কর্মকর্তার চরম অবহেলা অথবা কোন ইচ্ছাকৃত কার্যের ফলে উক্ত ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে।

২১৬ক। দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের বারিত ।- কোন কাস্টমস কর্মকর্তা, বোর্ড অথবা সরকার কর্তৃক কাস্টমস শুল্ক অথবা করসমূহ ধার্য, আরোপ, অব্যাহতি, শুল্কায়ন অথবা আদায় সম্পর্কিত কোন আদেশ অথবা, ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্তের বৈধতা অথবা যথাযথতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে কোন দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা অথবা মোকদ্দমা অথবা আর্জি দায়ের করা যাইবে না।

২১৭। এই আইনের অধীন কৃত কর্ম সংরক্ষণ ।- এই আইন অথবা কোন বিধিমালার অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত অথবা অভিপ্রেত কোন কর্মের জন্য জন্য সরকার অথবা সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মামলা অথবা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২১৭ক। শুল্ক ফাঁকি অথবা আইনের লংঘন উদঘাটনের জন্য পুরষ্কার।- এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের পরিপন্থি যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, বিধিমালা দ্বারা, যেরূপ নির্ধারণ করে সেইরূপ পদ্ধতি এবং পরিস্থিতিতে এবং সেইরূপ পরিমাণে, নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে পুরষ্কার মঞ্জুর করিতে পারিবে ঃ

(ক) কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি অথবা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন, যাহার অধীনে কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর অথবা অন্যান্য রাজস্ব আদায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, এর কোন বিধানের লংঘন সম্পর্কিত বিষয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ প্রদানকারী কোন ব্যক্তি ;

(খ) কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন সরকারী সংস্থা অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা অথবা কর্মচারী, যিনি কাস্টমস শুল্ক ফাঁকি অথবা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা এই আইন অথবা অন্য কোন আইনের লংঘন উদঘাটন করেন ;

যদি উক্তরূপ সংবাদ সরবরাহ, কাস্টমস-শুল্ক ফাঁকি অথবা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা আইন লংঘন উদঘাটনের অথবা উন্মোচনের কার্য নিম্নবর্ণিত ফলপ্রসূভাবে সমাপ্ত হয়ঃ-

(অ) ফাঁকি অথবা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা লংঘনের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য অথবা অন্য কোন বস্তুর আটক এবং বাজেয়াপ্তকণ ; অথবা

(আ) এই আইন অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন আরোপযোগ্য কাস্টমস শুল্ক অথবা অন্য কোন রাজস্ব আদায় অথবা সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন অর্থদন্ড অথবা জরিমানা আরোপ; অথবা

(ই) উক্ত ফাঁকি অথবা ফাঁকি প্রচেষ্টা অথবা লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের অথবা তাহার উপর দন্ড আরোপ।

২১৭খ। কাস্টমস কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে আর্থিক প্রণোদনা পুরষ্কার ।- এই আইন অথবা অন্য কোন আইনে যাহাই পরিপন্থি থাকুক না কেন, বোর্ড বিধি দ্বারা যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ পরিস্থিতিতে এবং সেই পরিমাণে আমদানি পর্যায়ে উদ্বৃত্ত রাজস্ব আদায়ের একটি অংশ সকল কাস্টমস কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে আর্থিক প্রণোদনা হিসাবে পুরষ্কার প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট আর্থিক বৎসরে আমদানি পর্যায়ে রাজস্ব আদায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করিতে হইবে।

২১৮। আইনগত কার্যধারার নোটিশ।- এই আইন অথবা কোন বিধিমালার বিধান অনুসরণে কোন কিছু করার অভিপ্রায়ে এই আইনের দ্বারা অথবা অধীন প্রদত্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা আরোপিত কোন কর্তব্য পালন করার জন্য কোন কাস্টমস কর্মকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত কার্যধারা এবং উহার কারণ সম্বলিত এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ উক্ত কর্মকর্তা অথবা ব্যক্তিকে প্রদান ব্যতীত, অথবা উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার এক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর দেওয়ানী মামলা ব্যতীত অন্য কোন কার্যধারা আদালতে দায়ের করা যাইবে না।

২১৯। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপরি-উক্ত বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত বিষয়াবলীর উপর বিধিমালা প্রণয়ন করা যাইবে।

(৩) সরকারের লিখিত পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে তৃতীয় তফসিলের আইটেম নং ১৯ এবং ২২ এ উল্লেখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কিত কোন বিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন প্রণীত সকল বিধিমালা যথাশীঘ্র সম্ভব পার্লামেন্টের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

(৫) আপাতত বলবৎ উক্তরূপ সকল বিধিমালা সংগ্রহ, সুবিন্যস্ত এবং অনধিক দুই বৎসরের বিরতিতে প্রকাশ করা হইবে, এবং উহা জনসাধারণের নিকট ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

২১৯ক। কাস্টমস রুলিং প্রদানের ক্ষমতা।- (১) কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে অথবা কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কাস্টমস কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত সূত্রের বরাতে অথবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বোর্ড আবেদনপত্রে অথবা সূত্রে উল্লেখিত কোন বিষয় সম্পর্কে কাস্টমস রুলিং প্রদান করিতে পারিবে, যদি আবেদনপত্রে অথবা সূত্রে উত্থাপিত বিষয়টি কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে এই আইন অথবা বিধিমালার কোন বিধানের প্রয়োগ সম্পর্কিত হয় অথবা যদি উক্ত বিষয়টি কোন ট্যারিফ শ্রেণীবিন্যাস অথবা শুল্কহার অথবা কাস্টমস শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে মূল্য নিরূপণের সাথে সম্পর্কিত হয়।

(২) আবেদনপত্র অথবা, ক্ষেত্রমত, সূত্রটি প্রাপ্তির ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে কাস্টমস রুলিং প্রদান করা যাইবে।

(৩) অপর্যাপ্ত তথ্য পরিবেশনের কারণে অথবা আবেদনপত্র অথবা সূত্রে প্রদর্শিত যুক্তি সমূহের সমর্থনে ফলাফল নিরূপণকারী সাক্ষ্যের অনুপস্থিতিতে বোর্ড কোন কাস্টমস রুলিং প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।

(৪) বোর্ড প্রদত্ত রুলিং সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কাস্টমস কর্মকর্তাগণের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে।

(৫) বোর্ড সময়ে সময়ে কোন কাস্টমস রুলিং পুণরীক্ষণ এবং উক্ত রুলিং এর অন্তর্ভুক্ত কোন ভুল সংশোধন করিতে পারিবে।

২১৯খ। আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যা অথবা সার্কুলার জারীর ক্ষমতা।- বোর্ড অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) অথবা কমিশনার অব কাস্টমস (মূল্যায়ন এবং অভ্যন্তরীণ অডিট) অথবা অন্য কোন কমিশনার অব কাস্টমস অথবা কোন মহা পরিচালক তাহাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রে এই্ আইনের বিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এইরূপ আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যা অথবা সার্কুলার জারী করিতে পারিবেন।

২২০। রহিতকরণ এবং সংশোধন।- চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ উক্ত তফসিলের তৃতীয় এবং চতুর্থ কলামে যতখানি বর্ণিত রহিয়াছে ততখানি যথাক্রমে রহিত এবং সংশোধন করা হইল।

২২১। হেফাজত।- (১) জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইতোমধ্যে কৃত কর্ম অথবা গৃহীত ব্যবস্থা ক্ষুন্ন না করিয়া রহিত আইনের অধীন কৃত কর্ম অথবা গৃহীত ব্যবস্থা যতদূর পর্যন্ত অসঙ্গতিপূর্ণ না হয় ততদূর পর্যন্ত কৃত কর্ম অথবা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত অথবা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের কোন কিছুরই এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইবে না যাহার ফলে এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে সংঘটিত কোন অপরাধের দন্ড বৃদ্ধি পায় ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে রহিতকৃত আইনসমূহের অধীন নির্ধারিত কোন আবেদনপত্র পেশের অথবা কোন আপীল অথবা রিভিশন দায়েরের সময়সীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে অথবা এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে শেষ হইতে চলিয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত আইন সমূহের বিধানাবলীর এইরূপ সময়সীমার মেয়াদ অব্যাহতভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর বিধানাবলী, বিশেষ করিয়া উহার ধারা ৬, ধারা ৮ এবং ধারা ২৪ পূর্বোক্ত আইনসমূহ রহিতকরণের এবং উহাদের এই আইন দ্বারা পুনর্বিধিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইনের কোন কিছুই কোন বন্দরের ট্রাস্টি অথবা অন্য কোন বন্দর কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ক্ষমতা সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ কোন আইনকে প্রভাবিত করিবে না।

২২২। অসুবিধা অপসারণ।- যদি এই আইনের বিধানাবলী বলবৎ করিতে, বিশেষ করিয়া এই আইন দ্বারা রহিতকৃত আইনসমূহ হইতে এই আইনের বিধানবলীতে উত্তরণের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তাহা হইলে সরকার, এই আইন প্রবর্তনের এক বৎসর সময়ের মধ্যে, উক্ত অসুবিধা অপসারণের উদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ইহার বিবেচনামতে যেরূপ প্রয়োজন এবং উপযোগী মনে করে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২৩। নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ ।- এই আইনের মূল পাঠের একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে দুইটি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে মূল পাঠটি প্রাধান্য পাইবে।

প্রথম তফসিল

(বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ)

দ্বিতীয় তফসিল

(বিলুপ্ত)

তৃতীয় তফসিল

১। আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিতব্য নিষিদ্ধ পণ্য আটক এবং বাজেয়াপ্তির জন্য কার্যধারার প্রবিধান, যাহাতে উক্ত পণ্যের সাথে সম্পর্কিত তথ্য যাচাই, মালিক অথবা অন্য পক্ষকে প্রদান করার নোটিশ, উক্ত পণ্যের হেফাজত অথবা খালাসের জন্য জামানত, সাক্ষ্যের পরীক্ষা, সংবাদদাতা কর্তৃক ভুল সংবাদ সরবরাহ করার কারণে ব্যয় এবং ক্ষতির পুনর্ভরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২। পরবতীকালে রপ্তানির উদ্দেশ্য আমদানিকৃত অথবা বিধিতে উল্লেখিত পণ্যের উৎপাদন, প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মেরামত বা পুনসংযোজনে ব্যবহার্য পণ্য অথবা উপকরণ সম্পূর্ণ অথবা আংশিক শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে খালাস প্রদান করা যাইবে এমন ক্ষেত্র সমূহ; এবং উক্ত পণ্য ও উপকরণের উপর শুল্ক প্রত্যর্পণ।

৩। আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিতব্য পণ্যের মূল্যায়ন; আমদানিকারক অথবা রপ্তানিকারক কর্তৃক পণ্যের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল; এবং তৎকর্তৃক সংশ্লিষ্ট পুস্তক এবং দলিলপত্র উপস্থাপন; আমদানিকারক কর্তৃক যে অর্থ বা সম্পদ দ্বারা পণ্য অর্জিত হইয়াছে উহার উৎস, প্রকৃতি এবং পরিমাণ সম্পর্কিত অথবা যে বিবেচনার জন্য এবং যে পন্থায় উহা বিক্রয় করা হইয়াছে সেই সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ।

৪। পানাহার অনুপযোগী স্পিরিট নির্ধারণ, এবং স্পিরিটের রসায়নিক পরীক্ষা এবং পানাহার অনুপযোগীকরণ।

৫। প্রত্যর্পণ সম্পর্কিত বিষয়াদি; ব্যবহৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ, উক্ত পণ্যের উপর যে প্রত্যর্পণ ফেরত প্রদান করা হইবে সেই শুল্কের পরিমাণ; কোন নির্ধারিত পণ্য অথবা পণ্যশ্রেণীর উপর প্রত্যর্পণ নিষিদ্ধকরণ; প্রত্যর্পণ

পরিশোধের জন্য শর্তাবলী; যে মেয়াদের মধ্যে উক্ত পণ্য অবশ্যই রপ্তানি করিতে হইবে উহা সীমিতকরণ; যে সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণ দাবী করা যাইবে উহা সীমিতকরণ।

৬। যে মাত্রার এবং শর্তাবলীর অধীনে রপ্তানি করা হইবে এমন পণ্য বাংলাদেশে প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণের উপর প্রত্যর্পণ মঞ্জুর করা যাইবে।

৭। পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স অথবা যানবাহনের প্রস্থান সম্পর্কিত বিষয়াদি; খোল উন্মুক্ত করার অনুমতি সম্বলিত বিশেষ পাশ মঞ্জুর; রপ্তানি মেনিফেস্ট এবং অন্যান্য দলিলপত্র অর্পণের জন্য এজেন্ট কর্তৃক জামানত দাখিলের ক্ষেত্রে জাহাজের মাস্টারকে পোর্ট-ক্লিয়ারেন্স মঞ্জুর করা সম্পর্কিত শর্তাবলী।

৮। ট্রানজিট পণ্য পরিবহন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যানবাহন সীলকরণ।

৯। বাংলাদেশী জাহাজের মালিকানাধীন নৌকা এবং অনধিক একশত টনবিশিষ্ট অন্যান্য নৌযান মার্কযুক্তকরণ, নিয়ন্ত্রণ করা এবং উহার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা; লাইসেন্সের জন্য ফী এবং কার্গো বোটের নিবন্ধন।

১০। ধারা ৯৩ এর অধীন বিশেষভাবে নিয়োজিত কাস্টমস কর্মকর্তা ওয়্যারহাউসে মালিকের সহগামী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যয় দাবী করা; কোন পণ্যের মালিককে ধারা ৯৪ এর বিধান অনুসারে উহাদের বিলিবন্টনের অনুমতির জন্য দাবীকৃত ফী।

১১। ওয়্যারহাউজে প্রস্তুতকরণ এবং অন্য কার্যক্রম পরিচালনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

১২। শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে পণ্যের ট্রান্সশিপমেন্ট এবং ট্রানশিপমেন্ট নিষিদ্ধকরণ; নিয়ন্ত্রণ এবং বাধানিষেধ; এতদবিষয়ে কাষ্টমস কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা, এবং ট্রানশিপমেন্ট ফী।

১৩। ধারা ১৩৮ এর অধীন ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো রপ্তানি।

১৪। বিদেশী ভূখন্ডের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় পণ্য পরিবহণ; উক্তরূপ পণ্য গন্তব্যে যথাযথভাবে পৌঁছার জন্য শর্তাবলী।

১৫। শুল্ক পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন বিদেশী ভূখন্ডে পণ্য ট্রানজিটের জন্য শর্ত এবং বাধানিষেধ প্রয়োগ ;

১৬। বিল অব এক্সপোর্ট।

১৭। যাত্রী এবং ক্রু ব্যাগেজ; উক্ত ব্যাগেজের সংজ্ঞা, ঘোষণা, হেফাজত, পরীক্ষা, শুল্কায়ন এবং খালাস ও উক্ত ব্যাগেজের ট্রানজিট এবং ট্রানশিপমেন্ট; উক্ত ব্যাগেজ অথবা উহার অন্তর্ভুক্ত কোন নির্দিষ্টকৃত শ্রেণীর পণ্য যে পরিস্থিতিতে এবং শর্তাবলীর অধীন শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবে; উক্ত অব্যাহতির পরিমাণ।

১৮। ডাকযোগে পণ্য আমদানি অথবা রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; উক্তরূপ আমদানিকৃত অথবা রপ্তানিতব্য পণ্যের পরীক্ষা, শুল্কায়ন, খালাস, ট্রানজিট অথবা ট্রানশিপমেন্ট।

১৯। যে উপকূলীয় পণ্যের রপ্তানি এই আইন অথবা অন্য কোন আইনের অধীন শুল্কযোগ্য অথবা নিষিদ্ধ উহাদের বাংলাদেশের বাহিরে নেওয়া নিরোধ; কোন জাহাজের উপরে উপকূলীয় পণ্য দ্বারা আমদানিকৃত অথবা রপ্তানি

পণ্যের প্রতিস্থাপন নিরোধ; নির্ধারিত বন্দরসমূহে অথবা উহাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্টকৃত শ্রেণীর পণ্য সাধারণভাবে পরিবহন নিষিদ্ধ করা।

২০। ধারা ১৭৬ এর অধীন কোন ফ্যাক্টরী অথবা ইমারতে দায়িত্বরত কর্মকর্তার প্রয়োগের জন্য ক্ষমতা।

২১। এজেন্টদের লাইসেন্স প্রদান; লাইসেন্সের ফরম এবং উহার জন্য প্রদেয় ফী; লাইসেন্স মঞ্জুর করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ; লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ; লাইসেন্সধারীর যোগ্যতা; জামানত প্রদানসহ লাইসেন্সে প্রযোজ্য শর্তাবলী এবং বাধানিষেধসমূহ; যে পরিস্থিতিতে লাইসেন্সধারীর উপর অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে অথবা লাইসেন্স সাসপেন্ড অথবা বাতিল করা যাইবে; অর্থদন্ড অথবা লাইসেন্স সাসপেন্ড অথবা বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল।

২২। যে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য ধারা ২১২ এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারী করা যাইবে সেই ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; উক্ত ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক হিসাব পত্র এবং নথিপত্র সংরক্ষণ, এবং তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

২২ক। ধারা ২১৭ক এর অধীন পুরস্কার।

২৩। এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য কোন বিষয়।

চতুর্থ তফসিল

(রহিতকৃত আইন সমূহ)

ক্রমিক নম্বর	আইনের নাম এবং নম্বর	রহিতকরণের ব্যাপ্তি	সংশোধনী
১	২	৩	৪
১	সি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সনের ৮ নং আইন)	সম্পূর্ণ	
২	ইনল্যান্ড বন্ডেড ওয়্যারহাউজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৬ (১৮৯৬ সনের ৮ নং আইন)	সম্পূর্ণ	

৩	ল্যান্ড কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯২৪ (১৯২৪ সনের ১ নং আইন)	সম্পূর্ণ
৪	ট্যারিফ এ্যাক্ট, ১৯৩৪ (১৯৩৪ সনের ৩২ নং আইন)	সম্পূর্ণ
৫	সিভিল এভিয়েশন অর্ডিনান্স, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের ৩২ নং আইন)	ধারা ১৪